নিউইয়র্কে ‘এভাব অ্যাবভ বিয়ন্ড অ্যাওয়ার্ড’ জয়ী ফারিহা পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 3 April 2025, 9th Year, Issue 420, 40 Pages

টানা ২৫ ঘণ্টার বক্তব্যে রেকর্ড গড়লেন বুকার পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল ২০২৫, ২০ চৈত্র ১৪৩১, ৫ শাওয়াল ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২০, পৃষ্ঠা ৪০

যুক্তরাষ্ট্রে উৎসব আমেজে ঈদুল ফিতর উদযাপিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে যথাযথ ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর ও উৎসব আমেজে যুক্তরাষ্ট্রে রোববার (৩০ মার্চ) উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। বিভিন্ন মসজিদের ব্যবস্থাপনায় খোলা মাঠে, রাস্তা ও মসজিদে ঈদ জামাতে মানুষের ঢল নেমেছিল। নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত মুসলমানগণ এদিন ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন।

অধিকাংশ ঈদ জামাত সকাল ৭টা থেকে সকাল সাড়ে ১০ টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের দিন নিউইয়র্ক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে পিএস ১০৬ স্কুল মাঠে বিশাল ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় সহস্রাধিক মুসল্লি অংশ নেন। এখানে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাও রাখা হয়। ছবি: শেখ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭% শুল্ক আরোপ যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছেন, যাকে ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’ হিসেবে আখ্যায়িত করছে অনেক দেশ। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৩৭ শতাংশ করা হয়েছে। এতদিন দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড়ে ১৫ শতাংশ করে শুল্ক ছিল।

বাংলাদেশের প্রধান দুই রপ্তানি বাজারের একটি যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের একটি বড় অংশ রপ্তানি হয় দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি হয় প্রায় ৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন (৮৪০ কোটি) ডলার, যা প্রধানত তৈরি পোশাক। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি দাঁড়ায় ৭ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন (৭৩৪ কোটি) ডলারে।

নতুন করে উচ্চ মাত্রায় এই শুল্ক আরোপে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে বড় ধরনের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

ঈদ শুভেচ্ছায় খালেদা জিয়া

বাসস

খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দলের নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘আগামী দিনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’ লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

গত সোমবার রাতে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানে চেয়াপারসনের কার্যালয়ে দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ট্রাম্পের তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থীতা, বাধা সংবিধান!

সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক

১৯৫১ সালে প্রণীত সংশোধনী অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুবারের বেশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবে না।

■ ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদি কংগ্রেস সদস্যরা তাকে 'ভালো' মনে করেন এবং 'পদ্ধতি বের' করেন, তবে তিনি তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হতে পারেন।

■ "সংবিধানে কোনো ফাঁক নেই—দুই মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হওয়া নিষিদ্ধ।"—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইন ইনস্টিটিউটের প্রধান **উইলিয়াম বাউডে**

ইব্রাহীম চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি মার্কিন সংবিধানের রাষ্ট্রপতি মেয়াদ সীমা (২২তম সংশোধনী) পরীক্ষার ইঙ্গিত দিয়ে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার সম্ভাবনার কথা উত্থাপন করেছেন।

রোববার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় তিনি ২০২৯ সালের ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে হোয়াইট হাউস ছাড়বেন কি না, তা নিশ্চিত করতে অস্বীকার করেন। এর আগে এনবিসি নিউজকে তিনি বলেছিলেন, তৃতীয় মেয়াদে থাকার "পদ্ধতি" রয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে "মজা করছেন না"।

২২তম সংশোধনী কী বলে?

১৯৫১ সালে প্রণীত এই সংশোধনী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

অভিবাসী বহিষ্কার

‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ প্রয়োগে আবেদন ট্রাম্পের

এইচবি রিতা

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টে ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ প্রয়োগ করতে শুক্রবার (২৮ মার্চ) আবেদন করেছেন, যাতে তাকে কোনো বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়াই অভিবাসীদের নির্বাসিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। আবেদনে বলা হয়েছে, ‘প্রেসিডেন্টের জাতীয়তার ভিত্তিতে লোকজনকে অপসারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে। এর আগে ১৫ মার্চ ফেডারেল আপিল আদালত, বিচারক জেমস বোসবার্গের জারি করা অস্থায়ী আদেশটি বহাল রাখে, যা নির্বাসন কার্যক্রম স্থগিত করেছিল। তবে, ট্রাম্প প্রশাসন ১৭৯৮ সালের ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’-এর ভিত্তিতে এই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

হোমকেয়ারে অস্থিরতা

সাময়িক স্থগিত পিপিএলে রূপান্তর সিদ্ধান্ত আজ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্যক্তিগত সহায়তা কর্মসূচি (সিডিপেপ) পাবলিক পার্টনারশিপস লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানিতে (পিপিএল) রূপান্তরের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ ফেডারেল বিচারক ফ্রেডেরিক ব্লকের এক টেম্পোরারি রেস্ট্রেইনিং অর্ডারে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। আজ ৪ এপ্রিল এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ৬ ব্যক্তি ও ২ প্রতিষ্ঠানের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, নিউইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্মসূচির রূপান্তর প্রক্রিয়ায়

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

Taxes, Immigration, Bookkeeping & more
All Under One Roof!
Dynamic Tax & Accounting
(646) 295-3811
www.dynamicsrv.com
Abdul Wahab Chowdhury
Co-Founder / Managing Partner
আমরা দীর্ঘ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372
LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER
Our Other Services:
• PHOTOCOPY • FLYER
• E-MAIL PRINT • A-SIGN
• BANNER • CARGO
• MONEY TRANSFER • FEDEX/UPS
• BUSINESS CARDS • CELL PHONE
• CUSTOM T-SHIRT • MUG PRINTING
Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR
- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

বাংলাদেশকে ভেঙে ফেলার আহ্বান ত্রিপুরা নেতার

ঢাকা ডেস্ক

প্রদ্যোৎ মাণিক্য

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা দেশটির রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার এক রাজনীতিবিদ 'বাংলাদেশকে ভেঙে ফেলার'ও আহ্বান জানিয়েছেন। মন্তব্যটি করেছেন ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম দল টিপরা মোথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ মাণিক্য।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে ত্রিপুরার সাবেক রাজপরিবারের সদস্য মাণিক্য পরামর্শ দিয়েছেন, দিল্লি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'শত শত কোটি টাকা খরচ' না করে বরং বাংলাদেশের সেই অংশগুলো দখল করে নিক, যা 'সব সময়ই ভারতের অংশ হতে চেয়েছে।'

মাণিক্য আরও বলেছেন, 'আমাদের জাতীয় স্বার্থ এবং তাদের মঙ্গলের জন্য এটি ব্যবহার করা উচিত।' তিনি এক্সে লিখেছেন, 'আমরা যদি বাংলাদেশকে ভেঙে নিজেদের জন্য সমুদ্রপথ তৈরি করি, তাহলে সেটা হয়তো আরও সুবিধাজনক হবে। কারণ, এ রকম চ্যালেঞ্জিং এবং ব্যয়বহুল প্রকৌশল পরিকল্পনায় বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ করার দরকার পড়বে না।'

ত্রিপুরার এই নেতা আরও বলেন, 'চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা আদিকাল থেকেই আদিবাসী (উপজাতি) জনগোষ্ঠীর বসবাসের স্থান এবং ১৯৪৭ সাল থেকেই তারা ভারতের অংশ হতে চেয়েছে। বাংলাদেশে লাখ লাখ ত্রিপুরি, গারো, খাসি ও চাকমা জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ভূমিতে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করছে। তাদের স্বার্থ রক্ষা করেই আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা উচিত।'

প্রদ্যোৎ মাণিক্যের পোস্ট রাজনৈতিক মহলে বেশ সমালোচনার জন্ম দিলেও তিনি তাঁর অবস্থানে অবিচল ছিলেন। তিনি বলেন 'বাংলাদেশ কখনোই আমাদের বন্ধু ছিল না...তাই আসুন আমরা বোকা না হই।' তিনি বলেন, সেই দেশে ভারতের একমাত্র 'বন্ধু' ছিলেন প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান।

টিপরা জাতির এই নেতা বলেন, 'আসুন আমরা নিজেদের বোকা না বানাই...আমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাস করি এবং আমরা প্রতিদিন স্পষ্ট ও উপস্থিত বিপদ দেখতে পাই। আমি বুঝতে পারছি, আপনার বামপন্থী ঝোঁক এটিকে কঠিন করে তোলেন...তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও উপলব্ধি করুন।'

মাণিক্যের এই মন্তব্য মূল আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মন্তব্যের সম্প্রসারণ। বিশ্বশর্মা ড. ইউনূসের মন্তব্যকে 'আপত্তিজনক' ও 'তীব্র নিন্দনীয়' বলে অভিহিত করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল ও সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

এর আগে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বলেন, 'ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত সাতটি রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ল্যান্ডলকড (স্থলবেষ্টিত)। সমুদ্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। আমরাই এই অঞ্চলের জন্য সমুদ্রের একমাত্র অভিভাবক।'

এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, 'এই মন্তব্যটি ভারতের কৌশলগত চিকেনস নেক করিডরের সঙ্গে জড়িত দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার ন্যারেটিভটিকেই তুলে ধরে।' পোস্টে বিশ্বশর্মা মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার জন্য বিকল্প সড়কপথ তৈরিরও আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, চিকেনস নেক করিডরের নিচে এবং চারপাশে আরও শক্তিশালী রেল ও সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি করা অপরিহার্য।

জামায়াতের আমির

যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের বিচার হতেই হবে

ঢাকা ডেস্ক

শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের পর এবার দেশবাসী ভিন্ন আঙ্গিকে ঈদ উদ্‌যাপন করছে। ঈদ হলেও বাংলাদেশের অনেকের ঘরেই ঈদের আনন্দ নেই। অনেক মা তার সন্তানের জন্য কান্না করছে। জুলাই–আগস্ট আন্দোলনে যারা গণহত্যা চালিয়েছে এবং মানুষ হত্যা করেছে, তাদের বিচার হতেই হবে।'

সোমবার সকালে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদের প্রথম জামাতে নামাজ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জামায়াতের আমির।

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, আমরা শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচার হতেই হবে। তাহলে এই শহীদদের পরিবার কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাবে।

তিনি বলেন, আমরা আগামীতে এমন একটি বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি, যেখানে রক্তের হোলি খেলা হবে না। যেখানে মানুষের জীবনকে তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করা হবে না। যেখানে মানুষ ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা এবং সমতার ভিত্তিতে বসবাস করতে পারবে। এখানে ধর্ম বিবেচনায় মানুষকে প্রমাণ করা হবে না এবং তার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না।

জামায়াতের আমির বলেন, একজন নাগরিক হিসেবে সবাই সেখানে সমান অধিকার ভোগ করবে। আর এসব শুধু আল্লাহর কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব। আমরা এই সমাজের জন্য লড়াই করছি। আমরা ক্ষুধামুক্ত একটি সমাজ চাই।

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

যাত্রা নিরাপদ হোক

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের গ্রামের বাড়ি, স্বজন আর প্রিয়জনের সাথে সময় কাটাতে ছুটে যান। কিন্তু এই আনন্দযাত্রা প্রায়ই ম্লান হয়ে যায় সড়ক, নৌ ও রেলপথের দুর্ঘটনায়। প্রতি বছর ঈদের সময় সংবাদ মাধ্যমে ভেসে উঠে হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো-ভাঙা বাস, উল্টে যাওয়া লঞ্চ, রক্তাক্ত শরীর, আর্তনাদ। ঈদের এই পবিত্র সময়ে যাত্রা যেন মৃত্যুযাত্রায় পরিণত না হয়, সে জন্য পরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার ও সচেতনতা জরুরি।

বাংলাদেশের পরিবহন খাতের মূল সমস্যা হলো নিম্নমানের পরিষেবা ও নিরাপত্তাহীনতা। ঈদের সময় এই সমস্যা চরমে উঠে। প্রথমত, বেশিরভাগ বাস, লঞ্চ ও জাহাজের ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকে কাগজে-কলমে। যানবাহনের ব্রেক, ইঞ্জিন, টায়ার বা নৌযানের ইঞ্জিন, লাইফ জ্যাকেটের বাস্তব অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেক গাড়ি মেরামতের বদলে সাময়িক প্যাচ দিয়ে চালানো হয়, যা দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। ২০২২ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে একটি বাসের ব্রেক ফেইল হওয়ায় ১৫ জন নিহত হন। দুর্ঘটনার পর তদন্তে দেখা গিয়েছিল, গাড়িটির ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল অবৈধ।

দ্বিতীয়ত, 'অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন' একটি নৈমিত্তিক ব্যাধি। ঈদের সময় লঞ্চ বা বাসে ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ যাত্রী উঠানো হয়। যাত্রীরা দাঁড়িয়ে, রডের উপর ঝুলে, এমনকি গাড়ির ছাদে ভ্রমণ করেন। ২০১৯ সালে মেঘনায় একটি লঞ্চ ডুবে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যার প্রধান কারণ ছিল ওভারলোডিং। তৃতীয়ত, 'বেপরোয়া গাড়ি চালানো'। ট্রাফিক পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঈদের সময় ৬০ শতাংশ দুর্ঘটনার কারণ গতি নিয়ন্ত্রণহীনতা ও সড়কে প্রতিযোগিতামূলক গাড়ি চালানো। ড্রাইভাররা অতিরিক্ত ভাড়ার লোভে একটানা ১৮-২০ ঘণ্টা গাড়ি চালান, যা ক্লান্তিজনিত দুর্ঘটনা ডেকে আনে।

'দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতি' এসবের পেছনে প্রধান কারণ। পরিবহন মালিকরা অতিরিক্ত মুনাফা করতে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেন।

ঈদের সময় প্রতিটি বাস বা লঞ্চ যত বেশি ট্রিপ করবে, মালিকের আয় তত বাড়বে। তাই, গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি উপেক্ষা করে দৌড়ানো হয়। প্রতিযোগিতা ও লাভের মোহ বহু মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক যাত্রী সময় বাঁচানোর জন্য ওভারলোডেড গাড়িতেও উঠে যান। নিরাপত্তার চেয়ে সস্তা ভাড়া বা দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যাত্রী সচেতনতা এখানে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে অনেক জীবন ঝরে যায় প্রতি বছর।

এসব অব্যবস্থা প্রতিরোধে সরকারি ব্যর্থতা চরমে। বিআরটিএ বা নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের তদারকি দুর্বল। ট্রাফিক পুলিস ঈদের সময় চাঁদাবাজি বা ফর্মালিটিতে ব্যস্ত থাকে, বেপরোয়া ড্রাইভিং বন্ধে নয়।

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব শুধু সংখ্যায় নয়, এটি একটি মানবিক বিপর্যয়। পরিসংখ্যানে প্রতি বছর ঈদে ২০০-৩০০ প্রাণহানির কথা বলা হলেও এর পিছনে লুকিয়ে থাকে হাজারো পরিবারের অবর্ণনীয় কষ্ট। বাবা-মা হারানো শিশু, একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারানো পরিবার, পঙ্গুত্ব বরণ করা যাত্রী- এদের জীবন চিরতরেই বদলে যায়। ২০২৩ সালে সিরাজগঞ্জে একটি বাসের সাথে ট্রাকের ধাক্কায় ২২ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যার মধ্যে ৮ জন ছিলেন একই পরিবারের সদস্য। ঈদের নতুন জামা কিনতে যাওয়া সেই শিশুদের লাশ তুলে দেওয়া হয়েছিল মায়ের হাতে।

যন্ত্রযানের ফিটনেস নিশ্চিতকরণ ব্যাপক প্রাণহানি প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। প্রতিটি বাস, ট্রাক ও লঞ্চের বাধ্যতামূলক প্রি-ঈদ চেকআপ করুন। ফিটনেসবিহীন যানবাহন জরিমানা বা বাতিল করুন। তদারকিতে তৃতীয় পক্ষ (প্রাইভেট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) যুক্ত করুন, যাতে দুর্নীতি কমে। ডিজিটাল টিকেটিং সিস্টেম চালু করুন, যাতে সিটের বেশি টিকেট বিক্রি না হয়। লঞ্চ ও ফেরিতে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে যাত্রী সংখ্যা মনিটর করুন। ড্রাইভারদের জন্য বাধ্যতামূলক মেডিকেল চেকআপ ও রেস্ট ইন্টারভাল (প্রতি ৫ ঘণ্টায় ৩০ মিনিট বিশ্রাম) নিশ্চিত করুন। গাড়িতে ব্ল্যাক বক্স ও স্পিড গভর্নর লাগান।

মিডিয়া, সামাজিক সংগঠক মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতদের মাধ্যমে নিরাপদ যাত্রার বার্তা ছড়িয়ে দিন। স্কুল-কলেজে ট্রাফিক সেফটি ক্লাস চালু করুন। ফিটনেস জালিয়াতি বা ওভারলোডিংয়ের দায়ে পরিবহন মালিকের লাইসেন্স বাতিল করুন। রেসিং বা ড্রিঙ্কেন ড্রাইভিংয়ের শাস্তি হিসেবে জেল ও হেফাজত মামলা করুন।

২০২১ সালে মানিকগঞ্জে একটি ওভারলোডেড নৌকাডুবিতে ২৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তাদের অনেকেই ঈদের শপিং করতে গিয়েছিল। এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটি আমাদের সামগ্রিক পরাজয়। সরকার, পরিবহন মালিক, ড্রাইভার ও যাত্রী- সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই কেবল এই সংকট কাটানো সম্ভব। আসুন, ঈদের যাত্রাকে নিরাপদ করতে আমরা শপথ নেই: কোনো ত্রুটিপূর্ণ গাড়িতে উঠব না, ড্রাইভারকে বেপরোয়া চালানো থেকে বিরত রাখব, কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতায় মৃত্যুকে ডেকে আনব না। ঈদে বাড়ি যাওয়া মানুষ উৎসবের আমেজ নিয়ে যেন নিরাপদে কর্মস্থলে ফিরে আসন- এ প্রত্যাশা।

শুরু হোক পথচলা শুরু হোক কথা বলা

এম আর খায়রুল উমাম

স্বাধীনতার মাস। সংকল্প গ্রহণের মাস, সংকল্প পূরণের মাস। সংকল্পের দৃঢ়তাকে ভিত্তি করে জাতীয় জীবনে সফলতা আর অর্জনের মাস। জাগরণের মাস। সচেতনতার মাস। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা জাতীয় জীবনে যে বঞ্চনার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুক্তির জন্য পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চেই। বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ বেয়ে মানুষ ১৯৭১ সালে স্বজাতির শাসনের স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের প্রত্যাশায় দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার করে ফেলার পর আজও সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব মেলাতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকেই জনগণ তাদের চাহিদার সাথে প্রাপ্তির সম্পর্ককে আবিষ্কার করতে একের পর এক আন্দোলন সংগ্রাম করেছে কিন্তু মসনদপ্রেমীরা জাতিগত মুক্তির করণীয় পথে হেঁটেছে এমন নমুনা পওয়া কঠিন। বিপরীতে গণমানুষের চাহিদা দিনে দিনে অবজ্ঞার শিকার হয়েছে এবং মসনদপ্রেমীদের নিজস্ব একটা অভিজাত সমাজ গঠনে নিবেদিত হতে দেখা গেছে। সাধারণ মানুষ এখনো মুক্তির আশায় এগিয়ে চলেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ জুলাই/২৪। মেধা ও কোটার আন্দোলন থেকে স্বৈরাচার পতনের ইতিহাস।

স্বৈরাচারী শাসন নিপতিত হলেও বর্তমান শাসন যে সাধারণ মানুষের মুক্তি আনবে, চাহিদা পূরণে নিবেদিত হবে– ক্ষমতাসীনরা এমন প্রত্যাশার করবার কোনো প্রকার চিহ্ন গত ছয় মাসে দৃশ্যমান হয়নি। অনেকে হয়তো বলতে পারেন হতাশ হবার সময় হয়তো এখনো আসেনি। তবে মুক্তির প্রত্যাশায় সামনে আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেটা বোধ করি কেউই দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন না। বর্তমানে অন্তহীন সমস্যার বহিঃপ্রকাশ চলমান। চলমান এ সমস্যাগুলোর মধ্যে সাধারণ মানুষের সমস্যা একরকম আবার ক্ষমতাবানদের সমস্যা অন্যরকম। কৃষকের সমস্যা একরকম আবার শ্রমিকের সমস্যা অন্যরকম। খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা একরকম আবার জনগণের মাথার ওপর লাঠি ঘোরানো মানুষগুলোর সমস্যা অন্যরকম। রাজনৈতিক সমস্যা একরকম আবার সামাজিক সমস্যা অন্যরকম। ব্যবসায়ীদের সমস্যা একরকম, আবার ক্রেতাদের সমস্যা অন্যরকম। চাকরিজীবীর সমস্যা একরকম, আবার সেবাগ্রহীতার সমস্যা অন্যরকম। সমস্যায় জর্জরিত দেশটায় সবাই নিজ নিজ সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বলে বোধ হয়। তবে সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। এত কিছুর মধ্যে সুবিধালোভীদের ঝোপ বুঝে কোপ মারার মানসিকতাই প্রকট।

দেশের রাজধানী থেকে উপজেলা–সর্বত্র সবাই দাবির ঝাঁপি খুলে বসেছে। শতসহস্র দাবি আদায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আন্দোলনের এহেন পন্থায় জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠে গেলেও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই আন্দোলনকারীদের। কেউ চাকরি চাইছে, কেউ পুরোনো চাকরি ফেরত চাইছে, কেউ আরও ক্ষমতা চাইছে, কেউ ক্ষমতার ভাগ চাইছে, কেউ সংস্কার চাইছে, কেউ নির্বাচন চাইছে, কেউ সংবিধান সংশোধন চাইছে, কেউ নতুন সংবিধান চাইছে, কেউ চিকিৎসার নিশ্চয়তা চাইছে, কেউ ভাতা চাইছে, কেউ পদোন্নতি চাইছে, কেউ পুরা প্রশাসনের ওপর লাঠি ঘোরানোর ক্ষমতা চাইছে, কেউ যোগ্যতার স্বীকৃতি চাইছে, কেউ নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চাইছে, কেউ কৃষিপণ্যের নায্যমূল্য চাইছে, কেউ দখলমুক্ত সড়ক চাইছে, কেউ সরকারি জমি দখলমুক্ত চাইছে, কেউ নদনদী রক্ষা চাইছে, কেউ পরিবেশ রক্ষা চাইছে, কেউ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার উন্নয়ন চাইছে, কেউ আইনের শাসনের নিশ্চয়তা চাইছে, কেউ পদত্যাগ চাইছে, কেউ মব জাস্টিস বন্ধ চাইছে, কেউ মব জাস্টিসের আইন হাতে তুলে নিতে চাইছে, কেউ সাবেক স্বৈরাশাসকদের বিচার চাইছে, কেউ একই অপরাধে আটক সাবেকদের মুক্তি চাইছে, কেউ নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ চাইছে, কেউ নারীর স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে, কেউ জাতীয় নির্বাচন আগে চাইছে, কেউ স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে চাইছে, কেউ কল-কারখানায় শৃঙ্খলা চাইছে, কেউ শ্রমের নায্য মজুরি চাইছে, কেউ সিন্ডিকেট ভাংতে চাইছে, কেউ ব্যাংক খাতের শৃঙ্খলা চাইছে, কেউ পাচার হওয়া টাকা ফেরত চাইছে। প্রতিদিন এমন আরও কত শতসহস্র বিচিত্র চাওয়ায় যে ইথার সরগরম, তার হিসাব রাখা কঠিন। চাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও চাওয়ার পথ ও পদ্ধতির কারণে জনজীবনে যে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত তা বিবেচনার দাবি রাখে নিশ্চয়ই।

দুর্ভাগা এ দেশটা আজ ভরে গেছে বিচিত্র চরিত্রের মানুষে, যাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের কথার মিল খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। কখন যে, কোথায়, কে কী ঘটাচ্ছে তা সাধারণ জনগণের বোধের বাইরে বলেই মনে হয়। দেশে এখন আবার চলছে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রতিযোগিতা। অস্বীকার করা যাবে না, এসব প্রতিষ্ঠানের নামকরণ একটা সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে এসেছিল বিগত সরকারের আমলে। কিন্তু নাম পরিবর্তনের এ প্রতিযোগিতার আড়ালে বাঙালি জাতির ইতিহাস মুছে ফেলার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা উদ্বেগজনক। নামকরণে ব্যবহৃত কীর্তিমান মানুষগুলো দেশ ও জাতির জীবনে এক একজন কিংবদন্তি। কিন্তু আজ ইতিহাস যারা সৃষ্টি করতে পারছে না, পারেনি, বোধকরি তারাই ইতিহাস ধ্বংস করে উল্লাস করছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নতুন এ নামকরণে অতীতের মতো সাধারণ মানুষকে উপেক্ষিতই রাখা হয়েছে। তবে জনগণকে উপেক্ষা করা হলেও এই নির্বিষ পরিবর্তনের কারণে কত শত কোটি টাকার বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার হিসাব কেউ করেছে বলে মনে হয় না। অথচ এর পুরো মাসুল জনগণকেই দিতে হবে। এই যেমন সরকারের লাঠি ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার প্রশাসন ক্যাডারদের মধ্যে কে, কখন, কীভাবে বঞ্চিত হয়েছে, তা খুঁজে খুঁজে বের করে কোটি কোটি টাকা তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের কথা কেউ মনেও করছে না, তাদের কথা শোনাও যাচ্ছে না। ক্ষমতার সহযোগী হয়ে প্রশাসন ক্যাডাররাই শুধু নিজেদের টাইম বার পদোন্নতি বাগিয়ে নিচ্ছেন। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে দেশের অন্য কর্মচারীদের পাপটা কী? শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেলের কথা গত কত বছর ধরে ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার হিসেব মনে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। জাতির কল্যাণ বিবেচনায় শিক্ষকদের এ টাইম বার পদোন্নতি জরুরি ছিল, প্রয়োজন ছিল, নয় কি? কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্টরা শিক্ষকদের এই মানবিক দাবিকে অন্তরের মণিকোঠার সযত্নে রেখে দিয়েছে। ফলে এই অন্তহীন বৈষম্যই শিক্ষার বেহাল দশার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দেশের অসীম ক্ষমতাবান সরকার কখন কীভাবে কার প্রতি সদয় হবেন, বলা খুব মুশকিল। জনগণ চাইলেই সব দিতে হবে, জনগণ চাইলেই বিবেচনা করতে হবে–এমন ভাবনা তাদের মধ্যে নেই। তেনারা এখন অতীত মুছে নতুন বাংলাদেশ গড়তে ব্যস্ত। অতীত মুছতে গিয়ে সরকার বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কিন্তু প্রতিদিনের যাপিত জীবনের ছোট ছোট সমস্যা যে জনজীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করছে, সে ব্যাপারে তারা উদাসীন। চারদিকে শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সাধারণ জনগণের চাওয়াগুলো ধামাচাপার চেষ্টা চলমান। অথচ সাধারণের চাওয়া গুরুত্ব পেলে অনেক বড় সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন নাগরিক জীবনকে ক্রমান্বয়ে সংকট থেকে বের করা না হলে দেশকে ভালো রাখা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতার মাসে তাই শুরু হোক নতুন পথ চলা, শুরু হোক নতুন কথা বলা। সরকারকে বাণীর কালচার থেকে বের করে আনতে সাধারণ মানুষের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। সরকারেরও কথা আর কাজের মিল রেখে এগিয়ে চলার রীতির প্রচলন দেখানো প্রয়োজন। অতীতে যারা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, পাচার, জালিয়াতি, ইত্যাদি করেছে, তাদের বেকসুর খালাস করে নতুনদের নামে মামলা দেওয়ার রেওয়াজ কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার দাবি রাখে। একদিকে এহেন কাজ করে অপরদিকে জনগণকে শান্তির বাণী দেওয়া সমীচীন কিনা ভাবার সময় এসেছে। নতুন সরকারের মাত্র আট মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো তাদের অনেক পরিকল্পনার মধ্যে জনগণকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই জনগণের সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। এ যে আমাদের মুক্তির মাস, আমাদের স্বাধীনতার মাস।

লেখক: সাবেক সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ

ড. ইউনূস, এবারের ঈদ ও রাজনীতি এবং ব্যক্তি বিশেষের শঙ্কা

কাকন রেজা

চলেন, অনেক তো পিণ্ডি চটকালেন ড. ইউনূসের, এখন তাকে নিয়ে কিছু অন্য আলাপ করি। না পুরানো কথায় যাব না, নতুন কথায় আসি। অতি সাম্প্রতিক আলাপ। বলতে পারেন যখন লিখছি তখনকার আলাপ। আগে দেশি আলাপের কথা বলি। ২৮ মার্চ দেশের কয়েকটি গণমাধ্যম খবর করেছে রেলের ঈদযাত্রা নিয়ে। না, প্রতিবারের মত নেতিবাচক নয়, পুরো রিভার্স আলাপ। যাত্রীরা নয়, যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে ট্রেন, ছাড়ছে সময় মত। যাত্রীদের কোনো রকম হয়রানি নেই। কী বিস্ময়কর ব্যাপার, ভাবা যায়! প্রতিবছর, বিগত দেড় দশক তো বটেই তারও আগে থেকে ঈদযাত্রায় রেলের বিড়ম্বনার খবর জেনে আসছি আমরা। অথচ এবার উল্টো। আসি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কথায়, ঈদযাত্রায় এই সড়কে জ্যাম নেই, ভাবা যায়! বাসের টিকিটের দাম বাড়েনি। হাঙ্গামা নেই কোনো। কি আজব না? হতাশার জায়গাও আছে। এবারের বড় হতাশা পোশাক শ্রমিকদের নিয়ে। বেশিরভাগ পোশাক শ্রমিকই বেতন-বোনাস পাননি। একজন পোশাক শ্রমিকের আহাজারি তুলে ধরেছে প্রথম আলো এভাবে, 'বাড়ি যাব কীভাবে, টাকা ছাড়াতো গাড়িতে উঠায় না'। একদম সত্যি কথা। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. সাখাওয়াত হোসেনের চেষ্টা মূলত ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ২৭ মার্চের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা না হলে মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু অনেক পোশাক কারখানার মালিক তার কথা গায়ে মাখেননি। তিনি একটি কারখানার গাড়ি বেচে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেটার অবস্থাও 'একফোঁটা দিলেম শিশির' এর মতন।

এখন আসি আগে পরে দু'দিনের ঘটনায়, বিদেশের আলাপে। ড. ইউনূস রয়েছেন চীনে। কী প্রাপ্তি চীন সফরে। প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। চীন ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বাংলাদেশে হাসপাতাল তৈরি করছে এবং যেখানে থাকে বিশ্বমানের সব চিকিৎসা। অর্থাৎ আমাদের আর দেশের বাইরে যেতে হবে না চিকিৎসার জন্য। বলতে পারেন, ভারতের হেলথ টুরিজমের বারোটা। তিস্তা ব্যারেজ তৈরির আলাপ চলছে। ভারতের কপালে আরেকটা দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ। সেই ভাঁজের সংখ্যা বাড়াচ্ছে দেশে চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আলাপ। অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্য লক্ষীও হাতছাড়া হবার জো। এখানেই শেষ নয়, মোংলা বন্দর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে চীনের সাথে। এই মোংলা বন্দর একরকম ভারতকে দিয়ে দিয়েছিলো বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিম।

যখন লিখছি তখনও চীন সফর শেষ হয়নি ড. ইউনূসের। হয়তো শেষ হওয়া পর্যন্ত আরও কিছু ইতিবাচক কথা শোনা যেতে পারে। এত গেলো দক্ষিণ মেরুর আলাপ। এখন আসি উত্তর মেরুর প্রসঙ্গে। ড. ইউনূস যখন চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে রোহিঙ্গা বিষয়ে আলাপ করছেন, সে মুহূর্তেই জাতিসংঘ জানালো তারা রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য ভাতা বাড়াচ্ছে। আগে ছিলো মাসিক সাত ডলার এখন বেড়ে হচ্ছে বারো ডলার। কী একটা অবস্থা। কত আশা ছিলো কারো কারো, জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের উপর সাহায্য প্রত্যাহার করবে, ড. ইউনূস সরকার পড়ে যাবে মহা বেকায়দায়, অথচ ঘটছে বিপরীত ঘটনা।

ড. ইউনূসকে নিয়ে এখন বড় সমস্যা হলো ভারতের, তারচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের। দল বললাম না, কারণ প্রধানতম দল বিএনপির সুপ্রিমো তারেক রহমান কখনই ড. ইউনূস সম্পর্কে কোনো বিতর্কিত কথা বলেন নাই। অলমোস্ট তাকে বর্তমান সরকারের সাথে কনফ্লিক্ট হতে পারে এমন কথা বলতে শোনা যায়নি। তারেক রহমান দীর্ঘদিন বাস করছেন বৃটেনে। অগ্রসর রাজনীতির সাথে রয়েছে তাঁর পরিচয়, তাই সম্ভবত তিনি মেঠো রাজনীতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। যে কারণেই তাঁর ম্যাচিউরিটির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। প্রমাণ দিয়ে দিই, তিনি সবার আগেই ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ড. ইউনূসকে। যদি তারেক রহমানকে আমি সঠিক বুঝে থাকি, আমার কেন জানি মনে হয় বিএনপি সরকার গঠন করলেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তারেক রহমানের পছন্দের শীর্ষে থাকবেন ড. ইউনূস। অনেকে হয়তো এটাকে পাগলের প্রলাপ বলবেন, কিন্তু এমন প্রলাপের সিংহভাগই এ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে। কেন তারেক রহমান ড. ইউনূসকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে চাইবেন তার কারণটাও বুদ্ধিমানেরা অনুমান করতে পারেন। শুধু একটু বলি। অনেকেই ড. ইউনূসকে পশ্চিমের প্রতিনিধি বলেন। বিশেষ করে তথাকথিত বামেরা। অর্থাৎ আমেরিকা ইউরোপের সাথেই ড. ইউনূসের সম্পর্ক বেশি। বামের মুখোশপরা চীন, রাশিয়ার সাথে রয়েছে বৈরিতা। কিন্তু এবার ড. ইউনূসের চীন সফরে বেরিয়ে এলো এমন এক তথ্য যা সেই বামেদের সম্ভবত বিস্মিত করেছে। সবচেয়ে বিস্মিত করেছে বোধহয় ভারতের বিজেপি সরকারকে। তথ্যটা হলো, ড. ইউনূস খোদ চীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন একসময়। সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরু সামলাতেই ড. ইউনূসের প্রয়োজন রয়েছে।

আলাপে দল না বলে কেন ব্যক্তির কথা বললাম, তা বলি। যারা রাজনীতি বোঝেন তারা জানেন, ড. ইউনূস ক্ষমতা আকড়ে রাখবেন না। কিন্তু ক্ষমতার মেয়াদ কিছুটা দীর্ঘায়িত হলে অনেক রাজনীতিবিদেরই থলের কালো বেড়ালগুলো বের হয়ে আসবে। ইতোমধ্যে এমন বেশকিছু কালো বেড়ালের দর্শন আমরা পেয়েছি। সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দীর্ঘায়িত হলে, দলের ক্ষতি না হলেও ব্যক্তির ক্ষতি হওয়া নিশ্চিত। কারণ, ব্যক্তি বিশেষের এমন কর্মকাণ্ড দলের ভাবমর্যাদা নষ্ট করবে, সাথে ভাবমর্যাদা নষ্টকারীদের মনোনয়ন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা এমপি, মন্ত্রী হতে পারবে না। হাজার কোটি টাকা উপার্জনের স্বপ্নও হয়তো ভেস্তে যাবে। যে স্বপ্ন বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিম দেখিয়ে গিয়েছে। বিএনপির সুপ্রিমো তারেক রহমান বুঝতে পেরেছেন রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পাল্টে গেছে। কিন্তু কালো বিড়ালওয়ালারা তা বুঝতে পারেননি। তারা শুধু বুঝতে পারছেন, দেরি হলেই খেল খতম, এ কথাটা।

পয়লা বৈশাখ: জীবনের সত্যিকারের রং

মামুনুর রশীদ

দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্‌যাপিত পয়লা বৈশাখ নিয়ে এবারে বেশ অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল—আদৌ পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা যাবে কি না। শেষ পর্যন্ত সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী দুদিন ধরে উদ্‌যাপনের একটি ঘোষণা দিয়েছেন। সেখানে মঙ্গল শোভাযাত্রার 'মঙ্গল' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ছিল। দ্বিতীয় শোভাযাত্রা অন্য একটা চেহারা পাবে। দেশের অন্য জাতিসত্তাগুলোও এই সঙ্গে যুক্ত হবে। বহুল ব্যবহৃত শব্দ ইনক্লুসিভ যুক্ত হলো। দুটি বিষয়ই স্পর্শকাতর। একটি শব্দ মঙ্গল। প্রাচীন কাব্যসমূহ এখনো আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই মঙ্গলের বিপরীতে অমঙ্গল ভাবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। আদিকাল থেকেই বাঙালি মঙ্গল কামনা করেছে। বানভাসি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজদ্রোহের সংকট, নানা উপপ্লবে বিধ্বস্ত দেশ, জাতি, রাষ্ট্র সব সময়ই কবি এবং সামাজিকগণ কাব্যরচনা করে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করেছেন।

আমাদের দেশে আশির দশকে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার সময়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করা হতো। শিল্পের ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই শোভাযাত্রার উদ্বোধন করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কিছু উদ্যমী ছাত্র এবং তরুণ শিল্পীরা এটির আয়োজন করেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নগণ্য ভূমিকা পালন করেছি। বড় একটা ঘটনা ঘটে বাংলা ১৪০০ সালে। বাংলা নববর্ষের শতবর্ষের সূচনাতে চারুকলাকে কেন্দ্র করেই মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। আমি এবং শিল্পী রফিকুন নবী আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। সেই থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা চলছে। প্রখর রৌদ্রতাপ অথবা বর্ষণ—কোনোটাতেই এই মঙ্গল শোভাযাত্রার অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়নি।

বহু বছর ধরে মঙ্গল শোভাযাত্রার বহু আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চাকমাদের বিজু উৎসব হয় পয়লা বৈশাখের আগেই। মারমা, মুরং, সাঁওতাল, গারো সবারই নিজস্ব বর্ষ শুরু উৎসব আছে। সেই উৎসবগুলোর আচার-অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র। সব জাতি-গোষ্ঠীর উৎসবগুলো নিজস্ব নিয়মে হয়ে থাকে। বাঙালিদের এই অসাম্প্রদায়িক উৎসবের সঙ্গে সেগুলো যুক্ত করার একটিই কারণ যে তারাও নিজস্ব জাতিসত্তার বাইরে এসে একটা বড় উৎসবে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বকীয়তা কিছুটা হলেও হারাবে। এই সময়ে তাদের আঞ্চলিকভাবে অনেক ধরনের উৎসব থাকে। সেসব ফেলে দিয়ে সরকারি এই আয়োজনে আসা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে বিশেষ জাতিসত্তাগুলোর নেতা বা সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে কি কোনো আলোচনা হয়েছে? যেকোনো বিষয় 'ইনক্লুসিভ' করতে হলে তার জন্য এই বিশেষ জাতিসত্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করা খুবই জরুরি।

তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়েও অনেক কথা আছে। সেই পাকিস্তান আমল থেকে তাদের বলা হয় উপজাতি, আবার ব্রিটিশ আমল থেকে তাদের বলা হতো 'ট্রাইবাল'। গত সরকারের সময় তাদের নামকরণ করা হলো 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'। আজ সারা পৃথিবীতেই 'ইনডেজিনাস পিপল' বা আদিবাসী নামটি যখন স্বীকৃত, তখন বাংলাদেশে এ নামে অভিহিত করলে ক্ষতিটা কী? জাতিসংঘের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বাংলাদেশ সরকার যুক্ত আছে। 'আদিবাসী'দের সঙ্গে অনেক ধরনের ভুল-বোঝাবুঝি শুধু নয়, এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামও হয়ে গেছে। অনেক চুক্তিও হয়েছে, কিন্তু সেসবের কোনো বাস্তবায়ন

> বিশেষ জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের নিকোনো উঠোনে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। একদা তারা আমাদের বনভূমি পাহারা দিয়েছে, জলাধারকে শুষ্ক হতে দেয়নি। বনজ প্রাণিকুলকে প্রতিপালন করেছে। তারা বয়স্ক মানুষকে কীভাবে শ্রদ্ধা করে, তা-ও আমাদের শেখার বিষয়।

হয়নি। এসব ক্ষেত্রে পাহাড়ে বা সমতলে একই অবস্থা। গারোরা বিপুল সংখ্যায় দেশ ত্যাগ করেছে, সাঁওতালরা এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। তাদের জমির অধিকার এখনো স্বীকৃত হয়নি।

বিশেষ জাতিসত্তার মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভুল-বোঝাবুঝি, বোঝাপড়ার অনেক উপায়ের মধ্যে একটা বড় উপায় ছিল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য অগ্রহণযোগ্য হলেও কিছু উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এসবের নাম পরিবর্তন করে 'আদিবাসী কেন্দ্র' হলে তাদের অংশীদারত্ব আরও বাড়তে পারত। বিশেষ জাতিসত্তার মানুষদের রয়েছে সুদীর্ঘ সংস্কৃতি, যার মধ্যে তাদের উৎপাদনব্যবস্থা, ভাষা, বয়নশিল্প, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম উদ্‌যাপনের ভিন্নতা, সামাজিক আচার, বিনোদনসহ অনেক বিষয়। বাঙালিদের সঙ্গে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও জীবনব্যবস্থা একেবারেই ভিন্ন। আমরা সেসব শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার সঙ্গে দেখিনি। হঠাৎ করে যদি আজকে তাদের আমাদের মধ্যে টেনে আনি, তাহলে তা হবে যান্ত্রিক এক উদ্‌যাপনমাত্র।

ভাষাগত ভিন্নতা নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার বিষয়ে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো কার্যত এখনো শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত হয়নি। একসময় তাদের বাঙালি হওয়ার কথা বলে একটা সশস্ত্র সংগ্রামের ফলাফলে পার্বত্য জেলাগুলোয় দীর্ঘ সময় অশান্তিও চলেছে। সাম্প্রতিক সময়েও অনেক ঘটনা বিশেষ জাতিসত্তার মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভকে আবার চাঙা করে তুলছে। তাদের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে অনেক অসাম্য ও রাষ্ট্রের সঙ্গে অনেক দূরত্ব লক্ষ করে বিস্মিতও হয়েছি। খোদ ঢাকা শহরে পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয় নিয়ে আন্দোলনরত বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ছাত্রদের যেভাবে লাঞ্ছিত করে আহত করা হয়েছে, সেসবও আমরা লক্ষ করেছি।

কিছুদিন আগে রাঙামাটির গ্রামের একটি পর্যটনকেন্দ্রকে যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য বড় ধরনের একটা ক্ষোভ তাদের অন্তরাত্মাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এসবই তাদের সমস্যার ছোট্ট একটা প্রতিবেদন।

উপদেষ্টা বলেছেন, রং পরিবর্তন করা হবে। হ্যাঁ, এ কথা সত্যিই, নানা সমস্যা নিয়ে তারা এখনো রঙিন। ঘরে খাদ্যাভাব আছে, দারিদ্র্য আছে, কিন্তু সাঁওতাল তার উৎসবকে ত্যাগ করেনি। গারোর জীবনে নিত্য সমস্যা, তবু ওয়ানগালাকে সে রঙিন করে তোলে তাদের শিল্প দিয়ে। তাদের বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, সংগীত দিয়ে জীবনের অপূর্ণতাকে ভরিয়ে দেয়। এখনো বিশেষ জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের নিকোনো উঠোনে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। একদা তারা আমাদের বনভূমি পাহারা দিয়েছে, জলাধারকে শুষ্ক হতে দেয়নি। বনজ প্রাণিকুলকে প্রতিপালন করেছে। তারা বয়স্ক মানুষকে কীভাবে শ্রদ্ধা করে, তা-ও আমাদের শেখার বিষয়।

সমস্যা হচ্ছে, সেই মানুষগুলোর সামনে বন উজাড় হয়েছে, পাহাড় কেটে ফেলা হচ্ছে, জলাধারগুলো শুকনো হয়ে যাচ্ছে। জুম চাষে অনর্থ হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত ও বেআইনি অভিবাসনে তারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। এসবের জন্য রাষ্ট্র কী ভূমিকা রাখছে? বাঙালিরও রং আছে জীবনে এবং চিন্তায়। ওদেরও রং আছে সংস্কৃতিতে, ইতিহাসে। সংগ্রামের ইতিহাসও সবারই আছে। এই তো সেদিনই প্রয়াত হলেন লড়াইয়ের প্রতীক কুমুদিনী হাজং, হাজং বিদ্রোহ থেকে মুক্তিযুদ্ধ—সর্বত্রই তিনি বড় যোদ্ধা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশাল অবদান রেখেছেন। আমরাও একটি জাতি, যার রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। তেমনি ওরাও ধারণ করছে বড় বড় সংগ্রামের ইতিহাস। ওরা ওদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যাক, আমাদের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হবে, শ্রদ্ধা বিনিময়ে, ভালোবাসায় পরস্পর পরস্পরকে শেখার মধ্যে, ভালোবাসার বিনিময়ে। এই জায়গা থেকে যদি শুরু করা যায়, তাহলে শুধু পয়লা বৈশাখ নয়, নানা উৎসবেই আমরা একত্র হতে পারি।

লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

৪র্থ
বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫
বৈধ রেমিট্যান্স, উন্নত বাংলাদেশ
Bangladesh Remittance Fair 2025
১৯-২০ এপ্রিল ২০২৫
(শনিবার এবং রবিবার)
বিকাল ৩টা - রাত ৮ টা
সানাই রেস্তোরা ও পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, ইউএসএ
মেলার আকর্ষণ
ENTRY FREE
মেলায় থাকবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০টির অধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
মানি ট্রান্সফার কোম্পানির অংশগ্রহণ
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ
রেমিট্যান্স অফশোর ব্যাংকিং ও প্রবাসী ব্যবসা সংক্রান্ত সেমিনার আলোচনা এবং প্রশ্ন/উত্তর পর্ব
সেরা ১০ বাংলাদেশি-আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরককে পুরস্কার প্রদান
বাংলাদেশের শীর্ষ ৩ রেমিট্যান্স রিসিভার ব্যাংককে পুরস্কার প্রদান
শীর্ষ ৩ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি/ রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনারকে পুরস্কার প্রদান
রেমিট্যান্স নেটওয়ার্কিং ডিনার ও প্রবাসী নেটওয়ার্কিং ডিনার
মেলায় অংশগ্রহণ করছে
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
মানি ট্রান্সফার অপারেটর
রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার
মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস
অফশোর ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী
মানি ট্রান্সফার এবং রেমিট্যান্স অ্যাপ
প্রবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ
কারা মেলা পরিদর্শন করবেন?
রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসী
পেশাজীবী সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য
প্রবাসী ফোরাম ও সমিতির সদস্য
প্রবাসী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রমুখ
স্টল বুকিং ও যোগাযোগ
+১(৩৪৭)৬৫৬-৫১০৬ | +১(৩৪৭)৮৬৪-১২১৮
info@bangladeshremittancefair.com
অতিথিবৃন্দ
প্রধান অতিথি
জনাব ড. আহসান এইচ মনসুর
মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
বিশেষ অতিথি
জনাব ড. মো. হাবিবুর রহমান
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
জনাব মো. হাফিজুর রহমান
প্রশাসক, এফবিসিসিআই
জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংক পিএলসি
জনাব আব্দুল হাই সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস
এছাড়া বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মেলায় উপস্থিত থাকবেন
In association with
Media Partners
Organized by

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ প্রয়োগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামলায় বিতর্কিত বিষয় হলো ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ প্রেসিডেন্ডকে অননুমোদিত অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করার এবং অপসারণের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। যুদ্ধের সময় অথবা যখন কোনও শত্রু আক্রমণ বা শিকারী অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে, তখন আইনটি সেই কর্তৃত্ব দেয়। ট্রাম্প এই আইনটি প্রয়োগ করার পরপরই কর্মকর্তারা তিনটি বিমান ভরে ৪০০’-এরও বেশি ভেনেজুয়েলার নাগরিককে এল সালভাদরে নিয়ে যান, যেখানে তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে রাখা হচ্ছে।

পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি নাগরিকদের আটক করার ন্যায্যতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে এটি কোর্টে আসা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি এবং হোয়াইট হাউস ও বিচার বিভাগের মধ্যে এটি তীব্র বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে।

এ নিয়ে আইনজীবী সারাহ হারিস সুপ্রিম কোর্টকে বলেন, ‘এই মামলাটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে- এমন সংবেদনশীল জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত কে নেবে- রাষ্ট্রপতি (আর্টিকেল ২’-এর অধীনে) নাকি বিচার বিভাগ? সংবিধান একেবারে স্পষ্ট উত্তর দেয়- রাষ্ট্রপতি। প্রজাতন্ত্র অন্য কোনো বিকল্প সহ্য করতে পারে না।’

হারিস আরো লিখেছেন, ‘শুধু এই কোর্টই রুল-বাই-টিআরও (অস্থায়ী আদেশ) থেকে শক্তি-বিভাজনের এই প্রক্রিয়াকে থামাতে পারে- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখানে, ডিস্ট্রিক্ট আদালতের আদেশ রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যেভাবে তিনি জাতিকে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন ও সংবেদনশীল বিদেশি আলোচনা রক্ষার জন্য সুরক্ষিত করার কথা বলেছিলেন, যা দীর্ঘমেয়াদে ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো, নিম্ন আদালতগুলি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অস্থায়ী আদেশ জারি করছে- যদিও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উপর চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান না করে তাঁর এজেন্ডার কিছু অংশকে সাময়িকভাবে থামিয়ে রেখেছে।

বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি অস্থায়ী প্রশাসনিক স্থগিতাদেশ চেয়েছিল, যা বিচারকদের মামলাটি পর্যালোচনা করার জন্য সময় দিয়ে বোসবার্গের আদেশ কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখবে। এই ধরনের স্থগিতাদেশ, যদি মঞ্জুর করা হয়, তাহলে প্রশাসন অবিলম্বে নির্বাসন পুনরায় শুরু করতে পারবে।

মামলায় বিতর্কিত বিষয় হলো ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ প্রেসিডেন্ডকে অননুমোদিত অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করার এবং অপসারণের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। যুদ্ধের সময় অথবা যখন কোনও শত্রু আক্রমণ বা শিকারী অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে, তখন আইনটি সেই কর্তৃত্ব দেয়। ট্রাম্প এই আইনটি প্রয়োগ করার পরপরই কর্মকর্তারা তিনটি বিমান ভরে ৪০০’-এরও বেশি ভেনেজুয়েলার নাগরিককে এল সালভাদরে নিয়ে যান, যেখানে তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে রাখা হচ্ছে।

বোসবার্গের প্রথম রায়ের সময় যখন দুইটি ফ্লাইট আকাশে ওড়ছিল, তখন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। সন্দেহভাজন ভেনেজুয়েলান গ্যাং ‘ট্রেন দি আরাগুয়ার’ সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে তাদের কোনো আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই এল সালভাদরে পাঠানো হয়। তাদের কিছু আত্মীয় ও বন্ধুরা দাবি করেছেন যে, তারা কোনো গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত নন এবং শুধুমাত্র ট্যাটুর কারণে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। যেমন- ২৪ বছর বয়সী এক ভেনেজুয়েলান যুবককে কেবলমাত্র অটিজম গ্রহণযোগ্যতা আন্দোলনের প্রতীকী ফিতা ট্যাটুর কারণে নির্বাসিত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নির্বাসন মানবাধিকার কর্মীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছে।

এদিকে প্রশাসন বলেছে যে, ‘ঐসব লোকের মধ্যে কেউ কেউ ১৮শ শতকের আইন ব্যতিরেকে অন্য কর্তৃত্বের অধীনে নিষ্হাপিত হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করেছে, এই ব্যক্তিরা ভেনেজুয়েলার ‘ট্রেন দি আরাগুয়া’ নামক গ্যাংয়ের সাথে যুক্ত ছিল। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস, ট্রাম্পের মামলার পরিচালনার জন্য বোসবার্গকে অভিশংসিত করার পরামর্শ দেওয়ার বিরল তিরস্কার করার কয়েক দিন পরেই মামলাটি হাইকোর্টে পৌঁছায়।

এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আটক পাঁচজন ভেনেজুয়েলান, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তারা আইনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মনোনীত বিচারক জেমস বোসবার্গ, মামলাটি চলাকালীন প্রশাসনকে এই আইনের আওতায় আর কাউকে নির্বাসন দেওয়া থেকে সাময়িকভাবে নিষেধ করেছেন। এর মধ্যে মামলাকারী পাঁচজন বা তাদের মতো অন্য কেউ। তবে, বোসবার্গের আদেশ প্রশাসনকে অন্য আইন অনুযায়ী ওই ব্যক্তিদের নির্বাসন দিতে বাধা দেয়নি এবং এটি এই আইনের অধীনে অভিবাসীদের আটক করাও বন্ধ করেনি।

গত বুধবার (২৬ মার্চ) ডিসি সার্কিট কোর্ট অফ আপিলস ২-১ ভোটে রায় দেয় যে, বোসবার্গের আদেশ ততক্ষণ কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ না আইনি চ্যালেঞ্জের নিষ্পত্তি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচডব্লিউ বুশ ও ওবামার মনোনীত দুই বিচারক। ট্রাম্প এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছেন।

আদালত ট্রাম্পের ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ ব্যবহারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকারীদের আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে জরুরি আবেদনের জবাব দিতে বলেছে।

অন্যদিকে, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের লরা ইনগ্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ট্রাম্পের নির্বাসন আদেশ আটকানোর কোনো অধিকার বিচারকদের নেই এবং এই বিষয়টি শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছাবে। তিনি বলেন, ‘দেশজুড়ে এসব বিচারক... তারা মনে করেন যে তাদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ, এই মামলাগুলো খুব দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে; আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’

তবে মার্কিন সার্কিট বিচারক কারেন হেন্ডারসনের মতামত ও বিশ্লেষণটি আদালতের অনেক রক্ষণশীল বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তিনি ট্রাম্পের যুক্তিগুলো কঠোরভাবে খণ্ডন করেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে আদালত এই আইনের প্রয়োগ পর্যালোচনা করতে পারে না এবং যে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসীদের প্রবাহকে ‘আক্রমণ’ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

তিনি লেখেন, ‘আক্রমণ’ শব্দটি ১৭৯৮ সালে পঞ্চম কংগ্রেস এবং আমেরিকান জনগণের কাছে সুপরিচিত ছিল। এটি জনগণের দ্বারা অনুমোদিত সংবিধানের বিভিন্ন অংশে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যা মাত্র নয় বছর আগে কার্যকর হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে, এটি সামরিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।'

বিচারক বোসবার্গের জারি করা আদেশগুলো শনিবার শেষ হতে যাচ্ছে, যদি না তিনি আরও দুই সপ্তাহের জন্য তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। যদি তিনি সময় বাড়ান, তবে সেই সময়ে তিনি শুনবেন যে, ট্রাম্পের ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ ব্যবহারের বিষয়ে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত কিনা- যা এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে বড় আইনি লড়াইকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়ক হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে উৎসব আমেজে ঈদুল ফিতর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিটিতে স্কুল ছুটি থাকায় শিক্ষার্থীদের আনন্দ উদ্দীপনার মাত্রা ছিলো বেশী। ঈদ জামাত উপলক্ষে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নেয়া হয় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

নিউইয়র্কে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, বাংলাবাজার জামে মসজিদ, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টার, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, মসজিদ আল আমান, আল আমিন মসজিদ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, আসসাফা ইসলামিক সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ মসজিদ, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদ, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, সানিসাইড মসজিদ, মসজিদ আবু হুরায়রা, দারুস সুন্নাহ জামে মসজিদ, আল ফোরকান জামে মসজিদ, আমেরিকান মুসলিম সেন্টার, শাহজালাল মসজিদ, মসজিদ বিলাল, গাউছিয়া মসজিদ, পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার, ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার, দারুস সুন্নাহ নিউইয়র্ক মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারসহ বিভিন্ন মসজিদের ব্যবস্থাপনায় ঈদের বৃহৎ জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে খোলা মাঠে ঈদুল ফিতরের বিশাল দুইটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের নিকটবর্তী খোলা মাঠে রোববার সকাল ৮টা এবং সকাল ৯টায় এ জামায়াত দুইটি অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল মুসল্লী এই ঈদ জামাতে অংশ নেন।

প্রথম জামায়াতে ইমামতি করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং দ্বিতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন হাফিজ বদরুল আলম। তারা ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং নামাজ শেষে মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র মানবতার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া করেন।

মসজিদের সাধারণ সম্পাদক লালন আহমেদের পরিচালনায় জামাতের পূর্বে বক্তব্য দেন মসজিদের সভাপতি আবদুস সবুর, প্রধান উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম, ফান্ডরেজিং কমিটির চেয়ারম্যান আলমাছ আলী, সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণ তুলে ধরেন কোষাধ্যক্ষ ইকবাল হোসেন। বক্তব্য দেন সহ-কোষাধ্যক্ষ সোহেল চৌধুরী।

আবদুস সবুর মসজিদের বহুতল ভবণ নির্মান প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘মসজিদে স্থান সংকুলানের অভাবে দীর্ঘ দিন ধরে জুমার নামাজে দুইটি পৃথক জামাতের আয়োজন করা হয়। তারপরও স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুসল্লীদের বাইরে জুমার নামাজ আদায় করতে হয়। বাংলাবাজার জামে মসজিদের ক্রয়কৃত পার্শ্ববর্তী ৫ হাজার স্কয়ারের খালি জায়গায় প্রস্তাবিত নতুন বহুতল ভবন নির্মান কাজের উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী ঈদুল আজহার দিন প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেসমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মান কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। বিপুল সংখ্যক মুসল্লীর একসঙ্গে নামাজ আদায়, মাদ্রাসাসহ ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মসজিদের বহুতল ভবণ নির্মান প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এ জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।’

তিনি নির্ধারিত সময়ে মসজিদ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঈদ জামাতে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মসজিদের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। এর মধ্যে ছিলেন মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি মো. আহসান রাসুল নাসির, মোহাম্মদ এ হাসান ও মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহ সাধারণ সম্পাদক শামিম উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, আজিজুল হক, মিজানুর রহমান, ওয়ালিউর রহমান, জাফর তালুকদার, সেবুল খান, ফারুক আহমেদ ও মো. জসিম উদ্দিন।

বক্তারা বাংলাবাজার জামে মসজিদের বহুতল ভবণ নির্মানে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

নামাজ শেষে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

সিপিএ আহাদ আলীর পক্ষ থেকে নামাজে আসা শিশুদের বিশেষ গিফট দেওয়া হয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুভেচ্ছাবিনিময় অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে খালেদা জিয়া এ কথাগুলো বলেন। অনুষ্ঠানে আরও যুক্ত ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

খালেদা জিয়া বলেন, ‘একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে। সবাই মিলে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’

শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করেন।

সবার উদ্দেশে বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন, ‘আপনাদের এত ত্যাগ ও সংগ্রাম বৃথা যায়নি এবং যাবে না। দেশবাসীর ভোটাধিকার সবাই মিলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’ পরে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। দীর্ঘদিন পর সবাইকে এভাবে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় আগামীর পথচলায় দেশবাসীর দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। শুভেচ্ছাবিনিময় অনুষ্ঠানে আরও অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ইকবাল হাসান মাহমুদ, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ ও এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

এ ছাড়া দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, নিতাই রায় চৌধুরী, আবদুল আউয়াল মিন্টু এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের তৃতীয় মেয়াদে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুবারের বেশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর জর্জ ওয়াশিংটনের দুই মেয়াদের ঐতিহ্য রক্ষায় এই সংশোধনী যুক্ত হয়। তবে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু অনন্য পরিস্থিতিতে এই সীমা এড়ানোর সম্ভাব্য কৌশল থাকতে পারে।

ট্রাম্পের বক্তব্য ও আইনের ব্যাখ্যা

ট্রাম্প ইতিমধ্যে হাউস রিপাবলিকানদের সামনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যদি কংগ্রেস সদস্যরা তাকে 'ভালো' মনে করেন এবং 'পদ্ধতি বের' করেন, তবে তিনি তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হতে পারেন। এর জবাবে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি ড্যান গোল্ডম্যান একটি রেজুলেশন উত্থাপন করেছেন, যাতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ট্রাম্পের অ-ধারাবাহিক মেয়াদও ২২তম সংশোধনীর আওতায় পড়ে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইন ইনস্টিটিউটের প্রধান উইলিয়াম বাউডে বলেছেন, "সংবিধানে কোনো ফাঁক নেই—দুই মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হওয়া নিষিদ্ধ।"

তৃতীয় মেয়াদের সম্ভাব্য পথ

১. ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়া

আইনি বিশেষজ্ঞ ব্রুস পিবডি ও ব্রায়ান কাল্টের মতে, একজন দুবার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হয়ে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে ফিরতে পারেন (যদি বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেন বা মারা যান)। ১৯৬০ সালে ডোয়াইট আইজেনহাওয়ারও এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

২. প্রেসিডেন্ট সাকসেশন অ্যাক্টের সুযোগ

১৯৪৭ সালের এই আইন অনুযায়ী, হাউস স্পিকার বা অন্য ফেডারেল কর্মকর্তা হিসেবেও রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়া যায়। তবে ১২তম সংশোধনী বলে, "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হওয়ার অযোগ্য, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও অযোগ্য"।

৩. সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিফেন গিলার্সের মতে, ট্রাম্প ২০২৮ সালে ভ্যান্সের সাথে টিকেটে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারেন এবং বিজয়ের পর পদত্যাগ করে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। তবে এ নিয়ে আদালতে মামলা হতে পারে।

সংবিধান সংশোধনের সম্ভাবনা:

ফেয়ারলেই ডিকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রুস পিবডি বলেছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন সংশোধনী পাস করে তৃতীয় মেয়াদ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। তবে রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেবে, তা অনিশ্চিত।

জনগণের ভূমিকা ও প্রতিবাদ

জন জে কলেজের গ্লোরিয়া ব্রাউন-মার্শাল সতর্ক করেছেন, সংবিধানের এই পরীক্ষা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়াবে। "প্রেসিডেন্টকে রাজা বানাতে মানুষ রাস্তায় নামবে," বলেছেন তিনি।

ট্রাম্পের এই কৌশল মার্কিন গণতন্ত্রের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আইনের ফাঁক, রাজনৈতিক সমর্থন ও আদালতের সিদ্ধান্ত—এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে আগামী বছরগুলোতে দেশটির সাংবিধানিক ভিত্তি পরীক্ষিত হবে।

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা।

ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল ৪টায় (বাংলাদেশ সময় বুধবার দিবাগত রাত ২টা) হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করে নতুন করে শুল্ক ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউজের রোজ গার্ডেনে উপস্থিত সাংবাদিকসহ সমবেতদের উদ্দেশে বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাম্প বলেন, ‘আজ খুব ভালো খবর’ থাকবে। এ সময় দর্শক সারি থেকে করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

এই দিনকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিবস’ অভিহিত করেন ট্রাম্প। নতুন শুল্ক আরোপকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হিসেবে উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন, এই দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছে।

ট্রাম্পের পাল্টা এই শুল্ক আরোপে ভারতের পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। পাকিস্তানের পণ্যের ওপর ২৯ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ৩৪ শতাংশ।

এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ, ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার পণ্যে ৪৪ শতাংশ, তাইওয়ানের পণ্যে ৩২ শতাংশ, জাপানের পণ্যে ২৪ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে ২৫ শতাংশ, থাইল্যান্ডের পণ্যে ৩৬ শতাংশ, সুইজারল্যান্ডের পণ্যে ৩১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ৩২ শতাংশ, মালয়েশিয়ার পণ্যে ২৪ শতাংশ, কম্বোডিয়ার পণ্যে ৪৯ শতাংশ, যুক্তরাজ্যের পণ্যে ১০ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্যে ৩০ শতাংশ, ব্রাজিলের পণ্যে ১০ শতাংশ, সিঙ্গাপুরের পণ্যে ১০ শতাংশ, ইসরায়েলের পণ্যে ১৭ শতাংশ, ফিলিপাইনের পণ্যে ১৭ শতাংশ, চিলির পণ্যে ১০ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ার পণ্যে ১০ শতাংশ, তুরস্কের পণ্যে ১০ শতাংশ, কলম্বিয়ার পণ্যে ১০ শতাংশ আরোপ করা হয়েছে।

অন্যান্য যেসব দেশের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মিয়ানমারের পণ্যে ৪৪ শতাংশ, লাওসের পণ্যে ৪৮ শতাংশ এবং মাদাগাস্কারের পণ্যের ওপর ৪৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

পাল্টা এই শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে থাকা ট্রাম্প বলেছেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ‘বন্ধু শত্রুর চেয়ে খারাপ হয়’।

যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের বিদেশি গাড়ি আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় যেসব গাড়ি উৎপাদন করা হয় তার ৮০ শতাংশের বেশি সেদেশে বিক্রি হয়। আর জাপানে যেসব গাড়ি বিক্রি হয় সেগুলোর ৯০ শতাংশের বেশি সেদেশে তৈরি হয়। এসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি বিক্রি হয় খুব সামান্য।

মার্কিন কোম্পানি ফোর্ড অন্যান্য দেশে খুব কম গাড়ি বিক্রি করে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, অন্য যে কোনো দেশে তৈরি মোটরযানের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হবে এবং এটা আজ মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হবে।

শুল্ক আরোপের ঘোষণাকে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির প্রতিফলন উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, আজকের দিনকে আমেরিকান শিল্পের ‘পুনর্জন্ম’ এবং আমেরিকাকে ‘আবার সম্পদশালী’ করার দিন হিসেবে স্মরণ করা হবে।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, দশকের পর দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য বাধার মুখে রয়েছে।

অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা আরও খারাপ অবস্থা তৈরি করেছে।

বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মেধাসত্ত্ব চুরিসহ অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপের অভিযোগ করেছেন তিনি।

নিউইয়র্ক টাইমসে মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করানো হয়েছে: রিজভী

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'পরাজিত শক্তি নিউইয়র্ক টাইমসে মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিপোর্ট করিয়েছে। ফ্যাসিবাদের দোসররা হাজার হাজার কোটি অবৈধ টাকার মালিক। তাদের অবৈধ টাকা ব্যবহার করে বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বুধবার রাজধানীর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে রুহুল কবির রিজভী এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, বাংলাদেশে উগ্রবাদের কোনো উত্থান ঘটেনি, বরং বর্তমানে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের কোনো ছোবল নেই, মানুষ নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন করছে। কথা বলতে পারছে। নির্ভয়ে ঈদ পালন করেছে, ফ্যাসিবাদের দৌরাত্ম্য ছিল না। বিগত দিনে কেউ স্বস্তিতে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারেনি। শেখ হাসিনার আমলে সেটা সম্ভব ছিল না।

রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী অপতথ্য ছড়াচ্ছে আওয়ামী লীগের দোসররা। শেখ হাসিনা জঙ্গি দমনের নামে যে নাটক করেছেন, সেটা তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন। এটা ক্ষমতায় টিকে থাকতে তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ছিল। একজন সাবেক আইজিপির বইয়েও তা উঠে এসেছে।

আওয়ামী লীগ বসে নেই মন্তব্য করে বিএনপির এ নেতা বলেন, 'বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তারা কালোটাকা খরচ করছে। আওয়ামী লীগ অবৈধ টাকা অর্জন করে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড করছে আওয়ামী লীগ।'

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, 'শেখ হাসিনার নির্দেশে যেভাবে মুগ্ধ-ফাইয়াজদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্যে অনুতপ্ততা নেই। অস্থিরতা তৈরি করতে দেশকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে বিদেশে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগের নেতারা। প্রশাসনের চারদিকে আওয়ামী লীগের দোসররা বসে আছে।'

সিলেটের সাবেক মেয়রসহ তিন নেতার বাসায় হামলা, ভাঙচুর

ঝটিকা মিছিলের জের

ঢাকা ডেস্ক

সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতার বাসায়ও হামলা হয়েছে। বুধবার সকালে নগরে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিলের পর বিকেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে নগরের পাঠানটুলা এলাকায় আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসায় ৭০ থেকে ৮০টি মোটরসাইকেলে করে শতাধিক তরুণ-যুবক গিয়ে এ হামলা চালান। এ সময় হামলাকারীরা বাসায় ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালান। বাসাটিতে আনোয়ারুজ্জামানের পরিবারের কেউ থাকেন না। দুজন তত্ত্বাবধায়ক বাসার দেখাশোনা করেন।

একইভাবে শুভেচ্ছা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরীর (নাদেল) বাসভবনের 'ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্টের কার্যালয়' এবং মেজরটিলা এলাকায় অবস্থিত ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রুহেল আহমদের বাসায় হামলা চালায় দুর্বৃত্তদের একটি দল। সন্ধ্যা সাতটায় রুহেলের বাসায় হামলার সময় তাঁর মা ও বোন বাসায় ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ভাঙচুর হওয়া আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকায়

ভাঙচুর হওয়া আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

হামলার পর সরেজমিন দেখা যায়, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাড়ির বসার ঘর থেকে শুরু করে প্রায় সব কক্ষের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে।

ভাঙচুর হওয়া আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন।

দরজা-জানালাসহ বিভিন্ন আসবাবের কাচ ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে। অনেক আসবাবপত্র ওলটপালট অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলমারি, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, এসিও, সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র দাবি করেছে, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ছাত্রলীগের ব্যানারে ৩০ থেকে ৪০ জন তরুণ নগরের ধোপাদিঘিরপাড় এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেন। এতে ছাত্রদলের কিছুসংখ্যক নেতা-কর্মী বিক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর চালান। অন্তত চারজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা হামলায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের অংশ নিতে দেখেছেন।

ছাত্রলীগের মিছিলের ঘটনায় পরবর্তীতে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে সিলেট মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি সুদীপ জ্যোতি এষের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

ভাঙচুর হওয়া আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকায়

ভাঙচুর হওয়া আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের পাঠানটুলা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

তবে সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী রাত পৌনে নয়টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি শ্রীমঙ্গল ছিলাম। একটু আগে ফিরেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব। ছাত্রলীগ এমন ঘটনা ঘটিয়ে ছাত্রদলের ওপর দোষ চাপিয়েছে, এমন নজিরও আছে। তবে বিএনপি কোনো হিংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। যদি এমন হামলা ভাঙচুর হয়, এটা সমর্থনযোগ্য নয়।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার অভিযোগে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ওই তিন নেতার বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, আনোয়ারুজ্জামান ৫ আগস্টের পরপর লন্ডন চলে যান। অন্যদিকে শফিউল আলম চৌধুরী ভারতের কলকাতায় রয়েছেন। এ ছাড়া রুহেলও দেশের বাইরে রয়েছেন।

যোগাযোগ করলে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। কে বা কারা এটা করেছে, তা জানার চেষ্টা করছি।'

আমদানিকৃত ওষুধে ধাপে ধাপে শুল্ক বৃদ্ধির আবেদন

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বিশ্বের বৃহত্তম ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো ধাপে ধাপে শুল্ক বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে। ট্রাম্প একটি বড় শুল্ক পরিকল্পনা ঘোষণা করছেন, যার মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যও রয়েছে। তবে এই শুল্ক একবারে ২৫ শতাংশ না করে কয়েক বছরে ধীরে ধীরে বাড়ানোর জন্য লবিং করছে ওষুধ শিল্প। সূত্রমতে, শুল্কের ধাক্কা কমাতে এবং উৎপাদন স্থানান্তরের জন্য সময় চাইছে কোম্পানিগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতের এই সম্ভাব্য পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী ওষুধ বাজারে কী প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শুল্ক নীতি চূড়ান্ত হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চিকিৎসা সেবায় নতুন বিতর্কের সূচনা হতে পারে।

গত রোববার ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী বুধবার ঘোষিত শুল্ক শুধুমাত্র ১০-১৫টি দেশের বদলে সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, ফার্মাসিউটিক্যাল খাতকেও এবার শুল্কের আওতায় আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যদিও চার অজ্ঞাতনামা সূত্রে জানা গেছে, বুধবারের ঘোষণায় ওষুধ শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট শুল্ক হার উল্লেখ না-ও থাকতে পারে। তবে শিল্পটি ধারণা করছে, ২৫ শতাংশ শুল্ক যেকোনো দিন আসতে পারে। তাদের দাবি, এই হার যদি ধাপে ধাপে (যেমন—প্রথম বছর ৫%, পরে বাড়ানো) কার্যকর করা হয়, তাহলে উৎপাদন সরিয়ে আমেরিকায় স্থানান্তরের জন্য সময় পাওয়া যাবে।

ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ আমেরিকা (ফার্মা) নামক শিল্প গ্রুপ ট্রাম্প প্রশাসনকে জানিয়েছে, আমেরিকায় নতুন উৎপাদন সুবিধা গড়তে ৫ থেকে ১০ বছর এবং কমপক্ষে ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। এর প্রধান কারণ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে প্রশাসনের সাথে বৈঠকে ফার্মা যুক্তি দেয় যে, শুল্ক বৃদ্ধি যদি কয়েক বছরে ধাপে ধাপে করা হয়, তাহলে কোম্পানিগুলো প্রস্তুত হতে পারবে।

ওষুধ কোম্পানিগুলো সতর্ক করে দিয়েছে যে, হঠাৎ শুল্ক বাড়লে ওষুধের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং রোগীদের জন্য মূল্যবৃদ্ধির বোঝা তৈরি হবে। অন্যদিকে, ট্রাম্পের অবস্থান হলো—চীন ও অন্যান্য দেশের ওপর আমেরিকার নির্ভরতা কমাতে স্থানীয় উৎপাদন বাড়াতেই শুল্ক প্রয়োজন। একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনের ভেতরেও ধারণা জন্মাচ্ছে যে উৎপাদন স্থানান্তর দ্রুত সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে শুল্ক বাড়ানোর বিকল্প বিবেচনা করা হতে পারে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, শুল্ক বাড়লে আমেরিকান ভোক্তাদের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে জেনেরিক ওষুধের দাম বাড়ার ঝুঁকি আছে।

সাময়িক স্থগিত পিপিএলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাধিক প্রযুক্তিগত ত্রুটি থাকায় বহু সেবা গ্রহণকারী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এছাড়া, কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ বা আপত্তি জানানোর সুযোগ না দিয়ে সিডিপেপ সেবার পরিবর্তন করা হয়েছে। যা সংবিধান ও মেডিকেইড আইন অনুযায়ী গ্রাহকদের অধিকার লঙ্ঘন করছে।

আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, যারা ইতোমধ্যে পিপিএলের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন তারা পূর্বের মতোই সেবা পাবেন। তবে যারা এখনো নিবন্ধিত হননি তাদের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে থাকা প্রায় ৬ শতাধিক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। ৪ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানির মাধ্যমে রূপান্তরের সময়সীমা বাড়ানো হবে কি-না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল এই পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় উল্লেখ করে বলেছেন, সিডিপেপের ব্যয় মাত্র পাঁচ বছরে ৩.২ বিলিয়ন ডলার থেকে ১১.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যা নিয়ন্ত্রণে আনতে নতুন ব্যবস্থাপনা জরুরি। তিনি জানান, রাজ্য প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য রোগী ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তবে আগের প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে তাদের আর সময় দেওয়া হবে না।

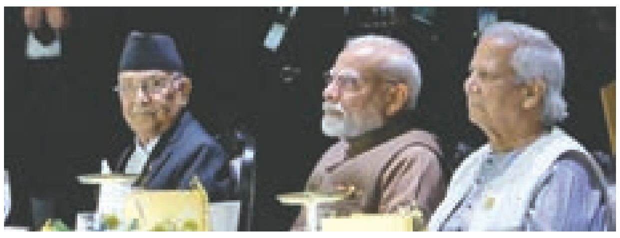

পাশাপাশি মোদি ও ইউনূস

ঢাকা ডেস্ক

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি হোটেলে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নৈশভোজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশের চেয়ারে তাঁকে দেখা গেছে। এ সময় থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রার সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধান উপদেষ্টা।

এর আগে, স্থানীয় সময় দুপুর ১২টার দিকে সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি। বিমানবন্দরে প্রধান উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংযুক্ত মন্ত্রী জিরাপরন সিন্দোপারি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাসসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার ব্যাংককে বিমসটেকের আনুষ্ঠানিক ডিনারের সময়, প্রধান উপদেষ্টার উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: প্রেস উইং

বৃহস্পতিবার ব্যাংককে বিমসটেকের আনুষ্ঠানিক ডিনারের সময়, প্রধান উপদেষ্টার উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: প্রেস উইং

এর আগে ইউনূস ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী ফ্লাইটটি ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ৯টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

২ থেকে ৪ এপ্রিল ব্যাংককে বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের (বিমসটেক) শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে বিমসটেকভুক্ত বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

এদিকে, সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক হতে পারে বলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে।

জ্যাকসন হাইটস মুনা সেন্টারে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে ৩৫-৩৫,৭১ স্ট্রিটে মুনা ঈদগাহে ঈদুল ফিতরের বিশাল জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস (মসজিদ নামিরাহ) আয়োজিত সেন্টারের পাশে নিজস্ব জায়গায় খোলা আকাশে নিচে অনুষ্ঠিত ঈদের নামাজের ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা ওলিউর রহমান সিরাজী। নামাজের পূর্বে উপস্থিত মুসল্লিদের শুভেচ্ছা জানান সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, নিউইয়র্ক সিটির ডিষ্ট্রিক্ট-২৫'র কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান।

ঈদের জামাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কায়কোবাদ কবির, নাসির উদ্দিন আহমেদ, মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম, আজগর আলী, প্রফেসর সোলায়মান, ইকবাল মান্নান, হামিমুর রহমান হামিম, লোকমান হোসেন, আতাউর রহমান, আবু হক রুমি, সিদ্দিকুর রহমান, আরাফাত রহমান, আব্দুল হাকিম মিয়া, আব্দুর রহমান, আশরাফুল আলম মিলন, ফকির গোলাম মোস্তফা, ফেরদৌস আলম, আকলিম চৌধুরী, আব্দুর রশিদ সানা, মিজানুর রহমান, আহসান খান, সাঈদ আহমেদ, আনোয়ার হোসেনসহ আরো অনেকে।

'জ্যাকসন হাইটস মুনা ঈদগাহে' খোলা আকাশের নীচে ঈদের নামাজের বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহন করেন।

পাঁচ শতাধিক শিশুর হাতে ঈদের নতুন জামা

উত্তর আমেরিকা অফিস

হবিগঞ্জে 'একটি ঈদ ওদের জন্য' ও তারুণ্যের মেহিদী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হাতে ঈদের নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (২৮ মার্চ) বিকেলে বাডস কেজি এন্ড হাই স্কুলে প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এএনএম সাজেদুর রহমান। তারুণ্য সোসাইটির সভাপতি মো. আবিদুর রহমান রাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. ইকরামুল ওয়াদুদ, অধ্যাপক ইলিয়াস বখত চৌধুরী, ডাক্তা জমির আলী, লেখক তাহমিনা বেগম গিনি, বার্ডস কেজি এন্ড হাই স্কুলের অধ্যক্ষ নুর উদ্দিন জাহাঙ্গীর, খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার ও বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল।

প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি মিলন মেলায় পরিণত হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হাতে মেহেদি পড়ানোর জন্য শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে অংশ নেন অনেকেই। তাদের জন্যও থাকে পুরস্কার।

এ দেশে আ.লীগের রাজনীতি করার অধিকার নেই: নাহিদ

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষের গণদাবি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সোমবার জুরাইন কবরস্থানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের কবর জিয়ারত শেষে এ কথা বলেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আওয়ামী লীগের বিষয়ে অবস্থান খুবই স্পষ্ট। আগেও বলেছি এখনো বারবার করে বলছি, আওয়ামী লীগের এ দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। আওয়ামী লীগ বাংলার মাটিতে আর রাজনীতি করতে পারবে না। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ ও মুজিববাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ রায় দিয়েছে।'

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, 'এখন সেই রায় কোন প্রক্রিয়ায় কার্যকর হবে, সেটা হচ্ছে আলোচনার বিষয়। যেহেতু বিচার চলছে, আমরা বিচারের প্রতি আস্থাশীল। আমরা মনে করি, বিচার এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের যে বিষয়টি সেটি সুরাহা হতে পারে।'

নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'ঈদে আনন্দের মাঝেও আমাদের মধ্যে দুঃখ রয়েছে, কারণ গণ-অভ্যুত্থানে আমরা যেসব ভাইবোনকে হারিয়েছি, তাদের ছাড়া অনেকগুলো পরিবার ঈদ পালন করছে। সেই কষ্ট, সেই বেদনার ভাগ নিতেই জুরাইন কবরস্থানে এসেছি। এখানে ১০–১২ জন শহীদের কবর রয়েছে। আমরা কবর জিয়ারত করেছি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, এই ঈদের আনন্দের মাঝে পরিবারগুলো কেমন আছে, সেই শহীদদের স্মরণ করা এবং সেই পরিবারগুলোর কষ্ট ভাগ করা যার জন্য মূলত আজকে এখানে আসা।'

আওয়ামী লীগের বিচারের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিষয়টি বরাবরের মতোই বলে আসছি। এই পরিবারগুলোর সামনে তো আমরা দাঁড়াতে পারব না। জাতি হিসেবে আমরা যদি তাদের ন্যায়বিচার দিতে না পারি' নাহিদ বলেন, কিন্তু আপাৎকালীন আমরা বলছি যে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করা উচিত। আওয়ামী লীগ মার্কা আগামী নির্বাচনে থাকবে না।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst
CenterLight
Anthem
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

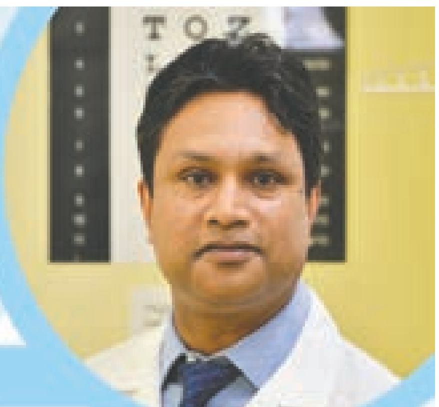

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ঈদকে স্কুল ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি ফিলাডেলফিয়ায়

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলা এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (বেসাপ) ফিলাডেলফিয়া স্কুল ডিস্ট্রিক্টে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে স্থায়ী স্কুল ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় সাবেক মেয়র জেমস ফ্রান্সিস কেনি ও তরুণ সমাজকর্মী রিহাদ চৌধুরীকে হৃদয়গ্রাহী ধন্যবাদ জানিয়েছে।

২০১৫ সালের মেয়রাল নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে আলোচনাকালে তৎকালীন মেয়র প্রার্থী কেনির কাছে রিহাদ চৌধুরী ঈদকে স্কুল ছুটির দিন ঘোষণার আবেদন করেছিলেন।

আবেদনকারী রিহাদ বেসাপের উপদেষ্টা আওতাদ চৌধুরীর পুত্র, যিনি কমিউনিটির উন্নয়নে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছেন।

২০২২ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়া স্কুল ডিস্ট্রিক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উভয় ঈদকে ছুটির তালিকায় যুক্ত করে। এ সিদ্ধান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিক, যা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমন্বয়ের বার্তা বহন করে। বেসাপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "রিহাদের দূরদর্শী উদ্যোগ ও মেয়র কেনির প্রতিশ্রুতি রক্ষা শহরের বৈচিত্র্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।"

এ অর্জনে আওতাদ চৌধুরীর ভূমিকাও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। তার কর্মোদ্যম তরুণ প্রজন্মকে সামাজিক দায়বদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ করছে।

বেসাপের বার্তায় কমিউনিটির ঐক্য জোরদারের আহ্বান জানানো হয়: "যারা অবদান রাখতে পারেন না, তারা অন্তত বিভেদ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন—বিশেষত মসজিদ বা সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে। ট্রাম্পপন্থী গোষ্ঠীগুলো অভিবাসী সম্প্রদায়ের ভেতরের দ্বন্দ্ব ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আমাদেরকে নাগরিক দায়িত্বের আলোকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।"

এই উদ্যোগ ফিলাডেলফিয়ার বাংলা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্যাদাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথ দেখাচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

১০ হাজার বাংলাদেশির ঈদের জামাত জামাইকায়

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানরা রোববার (২৯ মার্চ) উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদের নামাজ আদায় করেচে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় ২ হাজার ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। তবে সবচেয়ে বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কের জামাইকায়।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহৎ মসজিত জামাইকা মুসলিম সেন্টার এই ঈদ জামায়াতের আয়োজক ছিল। স্থানীয় স্কুল মাঠে ১০ হাজার বাংলাদেশি মুসল্লি এ জামায়াতে অংশ নেন। এছাড়া বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ব্রুকলীনে বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, কুইন্সে আল আমিন মসজিদ, ওজোন পার্কে আল আল আমান মসজিদ, ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টার জামে মসজিদ ও বাংলাবাজার মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউজার্সি, মায়ামী, ওয়েস্ট পামবীচ, ওরলান্ডো, ডানবেরি, ফিলাডেলফিয়া, মিশিগানের ডেট্রয়েট, শিকাগো, ডালাসসহ বিভিন্ন শহরে মসজিদগুলোতে একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন স্থানে ২ হাজারের অধিক ঈদ জামাতে বিপুল উৎসাহ- উদ্দীপনায় ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় কর্মস্থলে ছুটির প্রয়োজন

> ঈদের আগের রাতে নিউই-য়র্কের জ্যাকসন হাইটস, পার্কচেষ্টার জামাইকা, চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় হাজারো বাংলাদেশি চাঁদনি রাত উৎসবে মেতে উঠেছিলেন।

হয়নি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। ফলে মুসলিম আমেরিকান শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন। ঈদে প্রবাসী বাংলাদেশি আমেরিকানদের ঘরে ঘরে ছিল বিশেষ আনন্দ। অবৈধ ইমিগ্রান্ট ধরপাকড়ের মধ্যে অনেকের আতংক থাকলেও তার প্রভাব ঈদে পড়েনি।

ঈদের আগের রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, পার্কচেষ্টার জামাইকা, চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় হাজারো বাংলাদেশি চাঁদনি রাত উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। মধ্যরাত পর্যন্ত রাস্তার ধারে পসড়া বসিয়ে মেয়েদের হাতে মেহেদি লাগিয়েছেন। পাশাপাশি ছিল সংগীত উৎসবের। আঁতশবাজিতে মেতে উঠেছিলেন তরুণ ছেলেমেয়েরা। তবে নিউইয়র্ক পুলিশ ছিল সতর্কাস্থায়।

ট্রাম্পের প্রশাসনে থাকছে না মাস্কের চাকরি!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মদক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) প্রধান হিসেবে বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ককে নিয়োগ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তাঁর বিতর্কিত মেয়াদ সম্ভবত শিগগির শেষ হতে চলেছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকে ছেঁটে ছোট করেছেন এবং সরকারি ব্যয়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে বিশ্বের এই শীর্ষ ধনী ব্যক্তির সরকারি চাকরির মেয়াদ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আইনি পরিণতিতে পৌঁছাবে।

ইলন মাস্ককে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মন্তব্য তাঁর চাকরির পরিণতি নিয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছে। গত সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'তাঁর একটি বড় কোম্পানি আছে চালানোর...কোনো এক সময় উনি ফিরে যাবেন। তবে যত দিন সম্ভব, আমি তাঁকে ধরে রাখতে চাইব।'

যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ আইন অনুসারে, একজন বিশেষ সরকারি কর্মচারী সর্বোচ্চ ১৩০ দিন চাকরিতে বহাল থাকতে পারেন।

ইয়াঙ্কিস ও মেটস আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

অ্যাডামস্ প্রশাসন ঘোষণা করেছে, ২০২৫ সালের মৌসুমে নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস ও মেটসের হোম গেমগুলো শহরের অর্থনীতিতে প্রায় ৯০৯ মিলিয়ন ডলার যোগ করবে। সোমবার (মার্চ ৩১) কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'যখনই অ্যামেজিং মেটস বা ইয়াঙ্কিস আমাদের শহরে খেলতে আসে, আমাদের অর্থনীতিও লাভবান হয়।'

ক্রীড়া শুধু আমাদের মনোবল চাঙা করে না, বরং একটি দেশের আর্থিক অবস্থাকেও শক্তিশালী করে। প্রতি বছর হাজার হাজার দর্শক এসব গেম দেখতে আসে, যা শুধু স্টেডিয়ামেই নয়, পুরো নিউইয়র্ক শহরের পাঁচটি বরোর অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'যখন কেউ কোনো রেস্টুরেন্টে, স্টেডিয়ামে, দোকানে বা হোটেলে টাকা খরচ করে, তার মানে তারা নিউইয়র্কারের আয় নিশ্চিত করছে। তারা আমাদের শেফ, বারটেন্ডার, ওয়েটার, খুচরা বিক্রেতা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং শহরের জীবনযাত্রা সচল রাখা বহু পরিশ্রমী মানুষকে সহায়তা করছে। বেসবলপ্রেমীরা শুধু খেলা উপভোগ করেই নয়, নিজেদের খরচের মাধ্যমে কর্মজীবী পরিবারগুলোর হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আয় বাড়াচ্ছে। এভাবেই তারা নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে, যা অ্যারন জাজ এবং জুয়ান সোটোর মতো হোমারদের উপর প্রভাব ফেলছে।'

অ্যাডামস্ মনে করেন, তাদের প্রশাসন শহরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের রেকর্ড ভেঙেছে। তিনি বলেন,'আমাদের শহরে এখন রেকর্ড সংখ্যক ছোট ব্যবসা রয়েছে, আমরা ব্যাপক পরিমাণে নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন নির্মাণ করছি এবং ২০২৫ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক আসার আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেকারত্ব সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমেছে। আমাদের অর্থনীতি অনন্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর ইয়াঙ্কিস ও মেটস এই প্রবৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ছোট ব্যবসাগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে।'

অ্যাডামস্ মনে করেন, একটি চাকরি ও নিয়মিত বেতনই আমেরিকান স্বপ্নের মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন নিউইয়র্কবাসীরা নিজেদের ও পরিবারের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিজেদের জন্য একটি বাড়ি কিনতে, কলেজের খরচ জোগাতে এবং অবসর জীবনের জন্য সঞ্চয় করতে তারা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ চান। আর এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিসংখ্যান আমাদের অর্থনীতির শক্তি প্রমাণ করে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে, আমাদের প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে যাতে নিউইয়র্কবাসীরা সেই স্বপ্নের আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন।'

তিনি যোগ করেন, 'আমাদের প্রশাসন আশা করছে যে, এই বছর মেটস এবং ইয়াঙ্কিস উভয়ই ওয়ার্ল্ড সিরিজে পৌঁছাবে, যাতে আমরা চ্যাম্পিয়নশিপটি নিউ ইয়র্কে আনতে পারি। একই সঙ্গে, এটি নিউইয়র্কবাসীদের পকেটে আরও বেশি অর্থ ফেরত আনবে। আমরা চাই, আমাদের ছোট ব্যবসাগুলোও চ্যাম্পিয়নের মতো লাভবান হোক, আর পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসীরা চ্যাম্পিয়নের মতো মজুরি পাক।'

তাই, ২০২৫ সালের মেজর লিগ বেসবল মৌসুমকে স্বাগত জানিয়ে অ্যাডামস্, সকল নিউইয়র্কবাসীকে গেম দেখতে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসাগুলোকে সমর্থন করতে অর্থ ব্যয় করার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে নিউইয়র্ক সিটি বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা, বিনোদন এবং পরিবারগুলোর জন্য প্রধান গন্তব্য হিসেবে বজায় থাকবে।'

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যথা, পিঠের ব্যথা, হাটুর ব্যথা, গোড়ালীর ব্যথা, নার্ভের ব্যথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে বাড়ীতে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

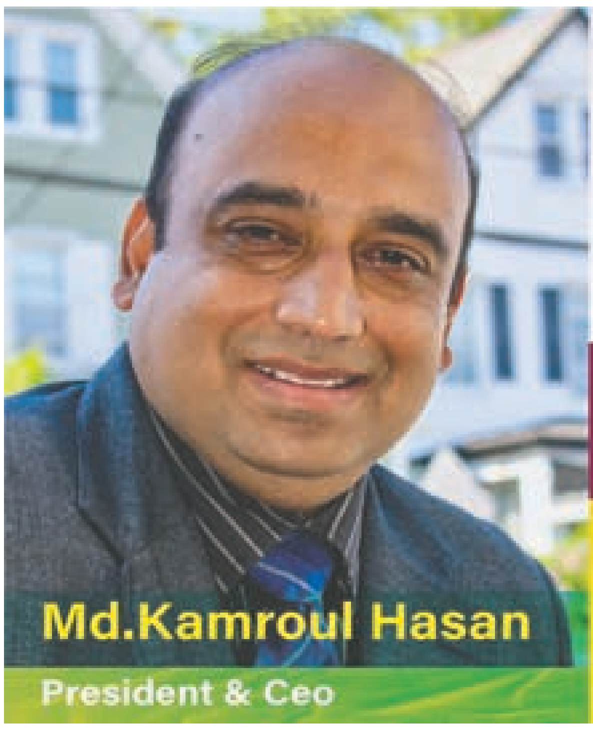

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

মাইগ্রেন্ট শিশুদের আইনি সহায়তা বন্ধ

এইচএইচএসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী (এইচএইচএস) গত সপ্তাহে মাইগ্রেন্ট শিশুদের আইনি সহায়তা প্রোগ্রামটির জন্য অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়, যার ফলে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আইনি সহায়তা পাওয়া হাজার হাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সাহায্য বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই প্রোগ্রামের জন্য ফেডারেল গ্রান্ট প্রাপ্ত কিছু সংগঠন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নর্থার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

এই মামলা অনুযায়ী, যেসব সংগঠন ফেডারেল গ্রান্টের মাধ্যমে কাজ করছিল, তারা নতুন ক্লায়েন্ট নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং কিছু সংগঠন 'অব্যাহত প্রতিনিধিত্ব' চালিয়ে যেতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অ্যামিকা সেন্টারের আইনজীবী স্যাম শেই বলেন, 'এই পদক্ষেপটি ফ্যামিলি সেপারেশনের পর সবচেয়ে বড় আক্রমণ অভিবাসী শিশুদের বিরুদ্ধে।'

'অনেক শিশু অভিবাসন রিলিফ পাওয়ার যোগ্য হলেও আইনি সহায়তা না পাওয়ায় তাদের পক্ষে সেই সুযোগগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়।'

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, মাইগ্রেন্ট শিশুদের জন্য আইনি সহায়তা বন্ধ করা বড় ধরনের উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে অভিবাসন ব্যবস্থা আরও জটিল হতে পারে।

গত সপ্তাহে ২০০ মিলিয়নেরও বেশি ফেডারেল গ্রান্ট প্রাপ্ত গ্রুপগুলোকে জানানো হয়েছিল যে, তাদের চুক্তি আংশিকভাবে বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে মাইগ্রেন্ট শিশুদের আইনি সহায়তা এবং আইনজীবী নিয়োগের জন্য অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ২৬ হাজার মাইগ্রেন্ট শিশু এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আইনি সহায়তা পাচ্ছে। সংগঠনগুলোর দাবি, এই অর্থায়ন বন্ধ হওয়ার কারণে অনেক শিশু আইনি সহায়তা ছাড়াই অবৈধভাবে রিমুভাল প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে এবং তারা তাদের প্রাপ্য অভিবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

এই মামলায়, সংগঠনগুলো আমেরিকার জেলা আদালতে একটি আদেশ জারির আবেদন করেছে, যাতে এইচএইচএস তাদের আইনি সহায়তার অর্থায়ন বন্ধ করতে না পারে। তারা যুক্তি দিয়েছে, 'এই পদক্ষেপের ফলে অনেক শিশু কখনও আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, এবং তারা জানবে না তাদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, যা তাদের অধিকাংশের জন্য দীর্ঘকালীন ক্ষতির কারণ হতে পারে।'

অধিকার রক্ষা গ্রুপগুলোর ভাষায়, এই সিদ্ধান্ত দেশের অভিবাসন আদালতগুলোর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। কারণ, মাইগ্রেন্ট শিশুদের অনেকেই আইনজীবী ছাড়া আদালতে উপস্থিত হবে। বর্তমানে, অভিবাসন আদালতের পেছনে একটি বিরাট ব্যাকলগ তৈরি হয়েছে, যা নতুন আইনি সহায়তার অভাবে আরও জটিল হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে প্রায় ২২ মিলিয়ন মানুষ

রোকেয়া দীপা

প্রাণঘাতী ঝড় পূর্ব উপকূলে রাতারাতি তীব্রভাবে আঘাত হেনেছে। ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে অতিরিক্ত বাতাস এবং টর্নেডো আঘাত হানার ফলে কমপক্ষে পাঁচজনের প্রাণহানি ঘটেছে। একটি ভয়াবহ এবং সম্ভবত ঐতিহাসিক বন্যার হুমকির মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আর্কানসাস থেকে ওহাইও পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ২২ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বন্যার মূল কেন্দ্র এই দুর্যোগের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে লিটল রক, আর্কানসাস-মিসৌরি সীমান্ত, লুইসভিল, কেনটাকি, ইভান্সভিল, ইন্ডিয়ানাতে।

বিপদজনক এই বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ জনগণকে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মিশিগানে ঈদুল ফিতর উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত রোববার ৩০ মার্চ ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। রাজ্যের ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, রয়েল অক, মেডিসন হাইটস, ডিয়ারবর্নসহ বিভিন্ন স্থানের বাঙালি মুসলিম প্রবাসীরা সকালে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন। বেশীর ভাগ মসজিদেই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল হতেই বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লীদের ঢল নামে। মিশিগানে বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত ২০টির অধিক মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের জামাতে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মানুষের কল্যাণ ও পরকালের মুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। রমজানের মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানানো হয় বয়ানে।

এই ঈদে সবার মধ্যেই একটা আলাদা আনন্দ ছিল বিশেষ করে ছোট ছোট শিশু কিশোরদের মধ্যে। সকাল হতেই রংবেরংয়ের পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে অভিভাবকদের সাথে তারা নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। বেশ কয়েকটি মসজিদে নামাজের পর মুসল্লীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করতে দেখা যায়। কয়েকটি মসজিদে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আলাদা ব্যবস্থায় নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর ছিল কোলাকোলি, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে যাওয়া, খাওয়া দাওয়া করা, বিকেলে ঘুরাফিরা।

এদিকে ঈদের আগে মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় প্রচুর ক্রেতা ও কেনাকাটা হয়েছে বলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন।

উদ্যোক্তারা জানান, ঈদে ব্যতিক্রমী একটা কিছু করে মোটামোটি সবাইকে একত্রিত করা ও মেলার মাধ্যমে আনন্দ মেতে ওঠার জন্যই এ ঈদ মেলা।

ফিলাডেলফিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঈদ জামাতে শতশত মুসল্লির অংশগ্রহণ

মোহাম্মদ আরিফ

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়া এবং এর আশেপাশের শহরগুলোতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদ ও খোলা মাঠগুলোতে অনুষ্ঠিত জামাতে শতশত মুসল্লি অংশ নেয়। এতে উৎসবের রঙে ভরে উঠে পুরো কমিউনিটি।

পেনসিলভানিয়ার বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বড় আয়োজন চোখে পড়েছে। এর মধ্যে বেসাপ-এর ব্যবস্থাপনায় নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ার জার্ডেল পার্কে খোলা আকাশের নিচে ঈদের জামাত, মুনার আয়োজনে আপার ডার্বির গ্র্যান্ড স্পোর্টস ফিল্ড ও স্কেটিং অ্যারেনায় জামাত অন্যতম।

এছাড়াও নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ার নর্থইস্ট ইসলামিক সেন্টারে (টাইসন মসজিদ)১টি জামাত, মসজিদ তাকওয়া ইসলামিক সেন্টারে ১টি জামাত, মসজিদ আল-সালামে ২টি জামাত, মসজিদ আল-ফুরকানে ২টি জামাত, আল-রাশিদিন ইসলামিক সেন্টারে ১টি জামাত, আপার ডার্বির ইসলামিক সেন্টার অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালিতে ২টি জামাত, মসজিদ ওমরে ২টি জামাত, সেন্টার সিটি ও ওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়ার বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদে ২টি জামাত, ওয়েস্ট ফিলি জামে মসজিদে ১টি জামাত, আল-আকসা ইসলামিক সোসাইটিতে ২টি জামাত, মসজিদ আল-জামিয়ায় ১টি জামাত, বেনসালেম জামে মসজিদে ১টি জামাত, ল্যান্সডেলের হাটফিল্ড জামে মসজিদে ২টি জামাত, ভ্যালি ফোর্জের ইসলামিক সোসাইটি অফ গ্রেটার ভ্যালি ফোর্জে ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও ফিলাডেলফিয়ার বিভিন্ন ছোট-বড় মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল অন ইসলামিক রিলেশন্স এর তথ্যমতে, এবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২ হাজার ৭শ-এর বেশি মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফিলাডেলফিয়ায় ঈদের দিনের আবহাওয়া সুন্দর থাকলেও তীব্র ঠান্ডার কারণে জার্ডেল পার্কের জামাত শেষে এক প্রবীণ মুসল্লি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এনডোবার সিটিতে ঈদের আনন্দ

এমরান হোসাইন, ক্যানসাস থেকে

ঈদ মোবারক-ঈদ শুভেচ্ছা বলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন সবাই। রোববার (৩০ মার্চ) সকালে ক্যানসাস রাজ্যের এনডোবার ফারহা স্পোর্টর্স সেন্টারে হাজার-হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ঈদ জামাত আদায় করেছেন।

সকাল ৮টা থেকে উচিটা, এনডোবার, অগাস্টা, ভেলিসেন্টার, পার্সিটি, কেসি, বেলইয়ার, ডারভি, হেসভেল থেকে শত-শত মুসল্লী ফারহা স্পোর্টর্স সেন্টারে জড়ো হতে থাকেন। এক ঘন্টার মধ্যে আড়াই হাজার মানুষের ধারণ ক্ষমতার সেন্টার মানুষ কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে যায়।

৯টা ১৫ মিনিটে ঈদের নামাজ শুরু হয়। নামাজ শেষে খুতবার পর সবাই একে-অপরের সাথে কোলাকুলি করেন। মসজিদের সামনে মিষ্টি বিতিরণ করা হয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেতে পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

নিউইয়র্কে জনসেবায় সম্মাননা পেলেন ফারমিস আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের (বিএসিসি) আয়োজনে ১০তম ইন্টারফেইথ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের খলিল হালাল চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হায়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল হক এবং এ ইসলাম মামুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিসের প্রতিনিধি আলেনা ডস এবং ব্রঙ্কস বোরো প্রেসিডেন্ট অফিসের প্রতিনিধি ডেভিড আহমেদ উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন। এছাড়া, সিটি কাউন্সিল মেম্বার রাফায়েল সালামাঙ্কা ও আমান্দা ফারিয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে স্টেট সিনেটর নাটালিয়া ফার্নাদেসের পক্ষ থেকে জনসেবার জন্য নারী সংগঠক ফারমিস আখতারকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া করা।

ঈদ নামাজের সময় সশস্ত্র হামলার চেষ্টা, আটক ১

বিশেষ প্রতিনিধি

ফিলাডেলফিয়ার বুইস্ট এভিনিউ ও বোনাফন স্ট্রিটের কাছে ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় মুসল্লিদের লক্ষ্য করে এক সশস্ত্র হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গত ৩০ মার্চ স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ একটি অটোমেটিক রাইফেল সহ নামাজের স্থানের কাছে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সে মুসল্লিদের গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিল।

সৌভাগ্যবশত, এক সতর্ক নাগরিক তার অস্বাভাবিক আচরণ ও অস্ত্রের উপস্থিতি টের পেয়ে তত্ক্ষণাত্ পুলিশকে অবহিত করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে বড় ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিশ এখন তার মোটিভ ও সম্ভাব্য যোগাযোগ নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় এই ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন মুসল্লি বলেন, "ঈদের দিনে এমন ভয়ংকর ষড়যন্ত্র আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তবে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে একটি বড় ট্র্যাজেডি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।"

এই ঘটনা প্রধান গণমাধ্যমে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচারিত না হলেও স্থানীয় কমিউনিটি নেতারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা ও সতর্কতা জারি করেছেন। ফিলাডেলফিয়া পুলিশ বিভাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা জোরদারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ধর্মীয় স্থানগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় নেতারা সকলকে সতর্ক থাকতে এবং কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুরোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বেসাপের এক প্রতিনিধি বলেন, "এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একতা ও সচেতনতাই কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখে। বিভেদ বা অভ্যন্তরীণ সংঘাত আমাদের দুর্বল করে।

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
914-222-9477 / 917-459-9483
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা দিতে পারি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Syed Alamin
Administrator

Bestcare Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

রেমিটেন্স পাঠানোয় ৯ গ্রাহককে র‍্যাফল ড্র বিজয়ী ঘোষণা করল এ্যাংকর ট্রাভেলস

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে নিউইয়র্কের এ্যাংকর ট্রাভেলের উদ্যোগে রেমিটেন্স পাঠানোকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই মাসে যে সকল গ্রাহক দেশে টাকা পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে নয়জনকে র‍্যাফেল ড্র এর মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

২৮ মার্চ (শুক্রবার) সন্ধ্যায় ওজন পার্কে এ র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় । এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাংকর ট্রাভেলের সিইও এম মাইনুদ্দিন পিন্টু, সানমান গ্লোবালের সিইও মাসুদ রানা তপন, লায়ন ক্লাব নিউইয়র্ক শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাসেল ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক।

ব্রকলিন, জ্যাকসন হাইটস, ওজন পার্ক শাখার কয়েক হাজার টাকা পাঠানো গ্রাহকের মধ্যে নয়জন জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরে দিনক্ষণ ঠিক করে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয় ।

উল্লেখ্য, সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেস এর এজেন্সি হিসাবে এ্যাংকর ট্রাভেল দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

টানা ২৫ ঘণ্টার বক্তব্যে রেকর্ড গড়লেন বুকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কোরি বুকার

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট সিনেটর কোরি বুকার সিনেট ফ্লোরে টানা দুই দিন ঐতিহাসিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ জানান এবং দাবি করেন, এই প্রশাসন জনগণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

বুকারের কার্যালয় জানিয়েছে, তিনি ২৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট বক্তব্য দেন, যা সিনেটের আধুনিক ইতিহাসে দীর্ঘতম ফ্লোর স্পিচের রেকর্ড ভেঙেছে। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন সিনেটর স্ট্রম থারমন্ড। তিনি ১৯৫৭ সালে ২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট বক্তব্য দিয়েছিলেন।

বুকার জানান, তিনি আগের রেকর্ডধারীর ১৯৫৭ সালের নাগরিক অধিকার আইনের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এ বক্তব্য দেন।

সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বুকার বলেন, 'আমি যখন সিনেটে এসেছি, সব সময় মনে হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠানের ওপর একটা অদ্ভুত ছায়া ঝুলে রয়েছে—দীর্ঘতম বক্তব্য, বিভিন্ন বিষয় এসেছে, মানুষেরা বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন, সাধারণত যা আটকানোর চেষ্টা করা হয়। আমার কাছে এটা অদ্ভুত লেগেছে যে সেই ব্যক্তির (সিনেটর স্ট্রম থারমন্ড) এমন রেকর্ড ছিল।'

বুকার গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সিনেটে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জানান, 'শারীরিকভাবে যতক্ষণ সক্ষম' থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। সিএনএনকে বুকার বলেন, তাঁর পকেটে একটি বাইবেলের শ্লোক ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য বুকারের এই দীর্ঘ বক্তব্য এমন সময় এল, যখন তাঁর দল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ভোটারদের চাপের মুখে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংজ্ঞায় 'নারী'

ডেস্ক রিপোর্ট

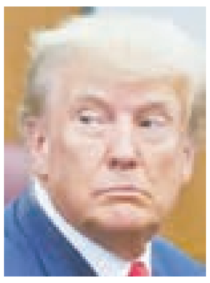
ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নারী হলেন এমন একজন যিনি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সন্তান জন্ম দিতে পারেন।"

এ সময় তিনি ট্রান্সজেন্ডার নারী অ্যাথলেটদের প্রতি ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন বজায় রাখার প্রত্যাশা প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, "ডেমোক্র্যাটরা আর কখনো নির্বাচনে জিততে পারবে না।"

শুক্রবার (২৮ মার্চ) এক সংবাদ সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক যখন তাকে নারীর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করেন, ট্রাম্প উত্তর দেন, "এটা আমার জন্য সহজ। নারী হলেন এমন একজন যিনি নির্দিষ্ট শর্তে সন্তান ধারণ করতে পারেন।"

তিনি যোগ করেন, "নারীদের একটি বিশেষ গুণ আছে," এবং হাস্যরসের সঙ্গে বলেন, "নারী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি সবসময় দেখেছি, নারীরা পুরুষদের সাফল্যের সুযোগই দেন না। আর নারীরা এমন ব্যক্তি যাদের অনেক ক্ষেত্রে খারাপভাবে আচরণ করা হয়েছে।"

ট্রাম্প নারীদের ক্রীড়া ইভেন্টে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের অংশগ্রহণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "এটা একেবারেই হাস্যকর এবং নারীদের জন্য অন্যায্য ও অসম্মানজনক।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আশা করি ডেমোক্র্যাটরা ট্রান্সজেন্ডারদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সমর্থন চালিয়ে যাবে, কারণ তাহলে তারা ভবিষ্যতে কখনোই নির্বাচনে জিততে পারবে না। এটা তাদের জন্য বড় ধরনের বিপদ।"

বক্তব্য শেষে ট্রাম্প নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নারীরা অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিভাবান যারা আমাদের দেশের জন্য অগ্রগতিতে বিশাল ভূমিকা রাখেন। আমরা আমাদের নারীদের ভালোবাসি এবং তাদের যত্ন নেব।"

ট্রাম্পের এই মন্তব্য সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিঙ্গ পরিচয় ও ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে চলমান বিতর্ককে আরও উসকে দিতে পারে। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রোপাগান্ডা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা খাতে সংকট: বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

প্রায় দুই হাজার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও গবেষক এক খোলা চিঠির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বিজ্ঞানবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিতে ন্যাশনাল একাডেমিস অব সায়েন্সেস, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিসিনের নির্বাচিত সদস্যরা স্বাক্ষর করেছেন।

চিঠিতে গবেষকরা উল্লেখ করেন যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করছেন এবং এই মতামত ন্যাশনাল একাডেমিস বা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নয়। তারা সতর্ক করে বলেন, "আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও, গবেষণার স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। আমরা এই মুহূর্তে প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন। জাতীয় বিজ্ঞান কাঠামো ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।"

গবেষকদের অভিযোগ, ট্রাম্প প্রশাসন গবেষণা অর্থায়ন বন্ধ করা, বিজ্ঞানীদের বরখাস্ত করা এবং জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সরিয়ে ফেলার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে।

সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ) বিভিন্ন গবেষণা অনুদান বাতিল করেছে, বিশেষত লেজবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এবং কুইয়ার বিষয়ক ও বৈচিত্র্য, সাম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গবেষণাগুলোর ক্ষেত্রে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, এসব গবেষণা প্রশাসনের "অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে না" বলেই অনুদান বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়া, সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের (হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসেস) হাজারো কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এর ফলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সেন্টার্স ফর ডিজিসেস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন) এবং খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে যা অপরিবর্তনীয় ক্ষতির আশঙ্কা।

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

INJURED

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

ATTORNEY CHANDA THAPA

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা

একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

নিউইয়র্কে ‘এভাব অ্যাবভ বিয়ন্ড অ্যাওয়ার্ড’ জয়ী ফারিহা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের খুলনার সন্তান লায়ন ফারিহা হাবিব। একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান। বসবাস নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায়। উদীয়মান নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এবার জয় করলেন ‘এভাব অ্যাবভ বিয়ন্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ সম্মাননা।

‘সিটি এন্ড ষ্টেট নিউইয়র্ক’ নামের প্রতিষ্ঠান এই অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক। ফারিহার সাথে নিউইয়র্কের অন্যান্য কমিউনিটির আরো ৪৯জন সম্মানজনক এবার এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করলেন। অর্থাৎ আমেরিকান ৫০জন নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ফারিহা হাবিব একমাত্র বাংলাদেশী নারী হিসেবে এই সম্মাননা অর্জন করলেন।

মূলত: উদ্যোক্তা নেতৃত্ব, মানবিক কর্মকান্ড ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়াও এন্টারপ্রিনিয়ার অনারি হিসেবে তাঁকে নিউইয়র্ক সিটিতে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর কৃতিত্বের আরেকটি অনন্য সংযোজন।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ মার্চ) সন্ধ্যায় ম্যানহাটানের ‘দ্যা প্রিন্স জর্জ বলরুম’-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আয়োজকরা ফারিহা হাবিবের হাতে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেন। উৎসবমুখর পরিবেশে হলভর্তি দুই শতাধিক মানুষের করতালির মধ্যে ফারিহা হাবিব তার অ্যাওয়ার্ড নেন। এ সময় তার বাবা ইঞ্জিনিয়ার আবিদ হাবিবসহ তার পরিবারের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত ‘সিটি এন্ড ষ্টেট নিউইয়র্ক’-এর ইংরেজী ম্যাগাজিনে ফারিহার ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির পর ফারিহা হাবিব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এমন সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় তিনি গর্বিত এবং এই অর্জন তার দায়িত্বকে আরো বাড়িয়ে দিলো।’ তিনি নারীর কল্যাণে দেশ ও প্রবাসে আরো ভূমিকা রাখারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পেশাগতভাবে ফারিহা হাবিব যুক্তরাষ্ট্রের টেলিকম খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এইচএইচ টেলিকম কনস্ট্রাকশন ইনকের প্রেসিডেন্ট। তাঁর দক্ষতা, নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তিনি এই খাতে এক শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ‘লায়ন ফারিহা ওমেন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার’।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ব্রঙ্কস বাংলাবাজারে ঈদের হাট

শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত যে কয়টি বাংলাদেশী পণ্যের বাজার রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার স্ট্রালিন বাংলাবাজার। এক সময় যেখানে ভিন্ন জাতির লোকদের ছিল আধিপত্য পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশীদের ব্যাপক বসবাসের ফলে ব্রঙ্কস তথা পার্কচেস্টারের স্ট্রালিনে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশী গ্রোসারি।

এক দিকে দিনে দিনে বাংলাদেশীদের বসতি বাড়তে থাকে, অপর দিকে দোকান পাঠের চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণে। যার ফলে ধীরে ধীরে অনেকগুলো দোকান গড়ে স্টালিনে। বাংলাদেশীরা যেখানে বসবাস করেন, সেখানেই আধিপত্য নিয়ে থাকতে চান চিরন্তনভাবে। তাই তারা স্টালিনের নাম পরিবর্তন করে সরকারীভাবে বাংলাবাজার নামকরণ করেন।

বাজারে রয়েছে বিখ্যাত আল আকসা সুপার মার্কেট, প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট, নিরব বাজার, ফ্রেন্ডস গ্রোসারি ইত্যাদি বাজার, সুন্দরবন সুপার মার্কেট, বারি সুপার মার্কেট, পসরা মার্কেট, খলিল বিরিয়ানী, নীরব হোটেল, প্রতিদিন ফ্যাশন, হ্যাপী সেলুনসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর দোকান।

নিউইয়র্কের সর্বাধিক বাংলাদেশী অধ্যুষিত বাংলাবাজারে পবিত্র ঈদূল ফিতর উপলক্ষে দারুণ ব্যস্ততায় কেটেছে ঈদের হাট। যে কয়টি পণ্যের দোকান আছে, ক্রেতাদের উপস্থিতিতে দোকানের কর্মচারীদের কেটেছে বিরামহীনভাবে। ভীড় সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয়েছে। বাজার করতে যেমন সময় লেগেছে, তেমনিভাবে ক্যাশে ছিল লম্বা লাইন।

দোকানের মাছ মাংস কিংবা চিকেন সেকশনে কাটাকাটি করতে বাড়তি কর্মচারী দিয়েও সামাল দেওয়া যায়নি।

সেলুনগুলোতে চুল কাটার জন্যও লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে চুল কাটতে হয়েছে। বাংলাবাজারে প্রতি বছরের মতো এ বছরও চাঁদ রাতের মেলা বসেছিল।

ফ্রান্সের ডানপন্থী নেত্রী ল পেনের ৪ বছরের কারাদণ্ড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মেরিন ল পেন

ফ্রান্সের চরম ডানপন্থী নেত্রী ও ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মেরিন ল পেনকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির আদালত। ২০০৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট তহবিলের ৩০ লাখ ইউরো (প্রায় ২.৫১ মিলিয়ন পাউন্ড) আত্মসাতের মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাঁকে ১ লক্ষ ইউরো জরিমানাও করা হয়েছে।

তবে পেনের জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত হলো তিনি ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এই মামলায় ল পেনের ওপর ৫ বছরের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে দেশজুড়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আরএন দলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্ডান বার্দেল্লা আগামী রোববার প্যারিসের কেন্দ্রে বড় সমাবেশের ডাক দিয়েছেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের আপিল আদালত সোমবার (স্থানীয় সময়) এই রায় দেয়। রায়ে বলা হয়, ২০০৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২.৯ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ৩৪ কোটি টাকা) তহবিল আত্মসাতের ঘটনায় ল পেন জড়িত ছিলেন। এর ফলে তাঁকে ১ লক্ষ ইউরো জরিমানা ও ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে (এর মধ্যে ২ বছর স্থগিত)।

ল পেন এই রায়কে 'আরএন-কে ক্ষমতায় যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি দাবি করেন, 'ক্ষমতাসীন দল আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করেছে, কারণ আমরা নির্বাচনে জয়ের খুব কাছাকাছি।' তিনি আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আরএন দলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ২৯ বছর বয়সী বার্দেল্লা এই রায়কে 'বিচারকের স্বৈরাচার' বলে নিন্দা জানান। তিনি রোববার আইফেল টাওয়ারের কাছে ভবান স্কয়ারে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আহ্বান জানান। তবে তিনি ল পেনের স্থলাভিষিক্ত হবেন কিনা সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চাননি।

সাম্প্রতিক একটি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ৬০ শতাংশ আরএন সমর্থক বার্দেল্লাকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মানছে না রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেন যুদ্ধের পেছনে যেসব ‘মূল কারণ’ রয়েছে বলে মস্কো মনে করে, সেগুলোর মীমাংসা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাশিয়া মেনে নিতে পারে না বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিসংক্রান্ত সাময়িকীতে মঙ্গলবার তাঁর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে রিয়াবকভের এই অভিমত উঠে এসেছে।

রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত মডেল ও সমাধানগুলো আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি; কিন্তু বর্তমানে সেগুলো যেভাবে আছে, সেভাবে আমরা মেনে নিতে পারি না।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় বসার পর থেকেই তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সমঝোতা আলোচনায় এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনায় ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাবে মতৈক্য হয়। তবে তা নাকচ করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত বলে অভিমত দিয়েছেন তিনি।

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

টিউশন!

বাংলাদেশি স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক

শিক্ষাগত যোগ্যতা

- এমএস ছাত্র, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- এমবিএ ইন ফাইন্যান্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- এমএস ইন ফিজিক্স, ঢাকা

দক্ষতা

- অংক ও পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে
- বাংলা ও ইংরেজিতে পারদর্শী, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে যেসব ছাত্র বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছে এবং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে

যোগাযোগ
929-281-4654

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে । 718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

এগ হারবার টাউনশিপে ‘চাঁদ রাতের আনন্দ অনুষ্ঠান’

সুব্রত চৌধুরী

রোববার (৩০ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতরের বার্তা পেয়েই প্রবাসীরা মেতে উঠেছে আনন্দ উৎসবে।

ঈদের আগের রাত অর্থাৎ চাঁদ রাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে প্রাণে বিশেষ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। শনিবার (২৯ মার্চ) রাতে নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টি কাউন্টির এগ হারবার টাউনশীপের একটি ভেন্যুতে বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে জমকালো চাঁদ রাতের আয়োজন করা হয়।

এই বিশেষ রাতে বসে গানের আসর, যেখানে প্রবাসী শিল্পীরা গান করেন এবং নেচে আনন্দ উপভোগ করেন।

নারী ও মেয়েদের জন্য চাঁদ রাতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল মেহেদি লাগানো। নানা ডিজাইনের মেহেদি হাতে দিয়ে ঈদের আনন্দ আরও রঙিন করে তোলেন তারা।

নৈশভোজের মাধ্যমে ‘চাঁদ রাতের আনন্দ অনুষ্ঠান’ শেষ হয়।

আটলান্টিক সিটিতে প্রাণের আমেজে ঈদুল ফিতর উদযাপিত

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। রোববার (৩০ মার্চ) সকালে সিটির বিভিন্ন মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমরা ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য সমবেত হন। বড়দের সাথে ছোটরাও রং-বেরংয়ের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঈদের জামাতে অংশ নেয়। ঈদ জামাতে বিপুল সংখ্যক মহিলার অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যণীয়। উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদ উদযাপনে এদিন সকাল থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমরা ঈদ আনন্দে শরীক হতে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছিল। এছাড়া অনুকুল আবহাওয়ায় এবারের ঈদ পেয়েছিল ভিন্ন এক মাত্রা।

মসজিদ আল হেরা: সিটির আটলান্টিক এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশি আমেরিকানদের অর্থায়নে নির্মিত ও তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মসজিদ আল হেরায় ঈদের জামাতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিমসহ অন্যান্য কমিউনিটির মুসলিমরাও অংশ নেয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিম মহিলাও ঈদের জামাতে অংশ নেয়। ঈদের নামাজ আদায় শেষে খুৎবা দেওয়া হয়, দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। এখানে ঈদের জামাতে ইমামতি করেন মসজিদ আল হেরার খতিব, মুহাদ্দিস আজিম উদ্দিন। ঈদের নামাজ শেষে মুসল্লীদের মাঝে খাবার, ডোনাট, জুস বিতরণ করা হয়।

ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটি : বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আটলান্টিক সিটির উত্তর ফ্লোরিডা এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশি আমেরিকানদের অর্থায়নে নির্মিত ও তাদের দ্বারা পরিচালিত ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের অন্যতম বৃহত্তম জামাত। এখানে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নামাজের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকায় বিপুল সংখ্যক মহিলাও এখানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি ইকবাল হোসেনের মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার পর ঈদের নামাজের জামাত শুরু হয়। ঈদ জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ তাসদীদ।

চট্টগ্রাম সমিতির অফিস দখল নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

নিউইয়র্ক

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী চট্টলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতি অব নর্থ আমেরিকার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন নির্বাচন পরবর্তী কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে এক দিকে মামলা, অপরদিকে সমিতি ভবনের তালা ভেঙ্গে অফিস দখল পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমিতি ভবনের তালা ভাঙ্গার অভিযোগে আহসান হবিব নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায়, তিনি নিউইয়র্ক প্রবাসী। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন গত ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'তাহের-আরিফ' ও 'মাকসুদ-মাসুদ' নামের দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতাতা করে। নির্বাচন শেষে সভাপতি পদের দুই প্রার্থী 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের আবু তাহের ও 'মাকসুদ-মাসুদ' প্যানেলের মাকসুদুল হক চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান সামান্য থাকায় জটিলা দেখা দেয়। পরবর্তী নির্বাচনী ফলাফল সৃষ্ট জটিলতার পর নির্বাচন কমিশন পুনরায় ভোট গণনা ও ভোট গণনার কাজে সহযোগি প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সভাপতি পদে 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আবু তাহেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একই প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামকে এবং দুই প্যানেল থেকে নির্বাচতদের বিজয়ী ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল মেনে না নিয়ে 'মাকসুদ-মাসুদ' প্যানেলের পক্ষ থেকে আইনের আশ্রয় নেয়া হয় এবং নিজেদের নির্বাচত বলে দাবী করেন। তাদের মামলাটি বর্তমান চলমান রয়েছে। অপরদিকে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মোতাবেক 'তাহের-আরিফ' প্যানেলের বিজয়ীরা নিজেদের নির্বাচত বলে ঘোষণা দিয়ে অভিষিক্ত হয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।

উদ্ভুত পরিস্থিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কে বা কারা ব্রুকলীনস্থ সমিতি ভবনের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে। এই ঘটনার পর আবু তাহের ও মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম স্থানীয় পুলিশ প্রিসেঙ্কট ও এটর্নীর সাথে পরামর্শ করে পুলিশে রিপোর্ট করেন। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশ সমিতি ভবনের দরজার তালা ভাঙার ভিডিও দেখে আহসান হবিব নামে একজনকে সনাক্ত ও গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে আবু তাহের জানান, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য নিয়ে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। নির্বাচন কমিশন আমাদের সার্টিফাইড করেছে। তাই, আমরা নির্বাচিত কমিটি হিসেবে সমিতির স্বার্থে যা যা করা দরকার তাই করছি। কিন্তু কে বা কারা সমিতি ভবনের তালা ভেঙ্গে অফিস দখলের উদ্যোগ নেয়া আমরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হই।

এ ব্যাপারে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচিত কর্মকর্তা। আমরা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত ঘোষিত হওয়ার পর অভিষিক্ত হয়েছি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরা সমিতি ভবনে ইফতার পার্টি করেছি। কিন্ত সমিতি ভবনের তালা ভাঙ্গা অপরাধ। যে কারণে আমরা পুলিশে রিপোর্ট করেছি। আমরা জনিনা কে বা কারা তালা ভেঙেছে তাই রিপোর্টে কারো নাম না থাকায় পুলিশ ঐ দিনের ভিডিও দেখে আহসান হাবিব নামের একজনকে সনাক্ত করেছে এবং আরো কয়েকজনকে খুঁজছে। এছাড়াও কে বা কারা সমিতি ভবনের ভিডিও রেকর্ড ও ইন্টার লাইনও কেটে ফেলে।'

এ ব্যাপারে মাকদুল হক চৌধুরীর সাথে যোগাযেগ করা হলে তিনি নিজেকে চট্টগ্রাম সমিতি নির্বাচিত সভাপতি দাবী করে বলেন, 'ঘটানার সময় আমি ছিলাম না। তবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী আমরা তালা ভেঙ্গে সভা করেছি এই কথা ঠিক নয়। সেদিন আমাদের প্যানেলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তালা খোলার লোক ডেকে এনে তা খুলে এবং সেখানে কার্যকরী কমিটির সভা হয়। আর এখন বলা হচ্ছে, আমরা নাকি তালা ভেঙেছি, ভিডিও রেকর্ড আর ইন্টার লাইন নষ্ট করেছি। এসব কথা মিথ্যা ও বানোয়াট।' তিনি আরো বলেন, 'ঘটনার ১৮ দিন পর প্রতিপক্ষরা যা-তা বলে পুলিশে অভিযোগ করেছে। পুলিশ গত ১৮ মার্চ ভোর ৫টার দিকে আহসান হাবিবকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। আমার বাসাতেও পুলিশ আসে। যা নিন্দনীয়। পুলিশ এমনভাবে আমার বাসায় আসে যাতে আমার শিশু সন্তানসহ পরিবরের লোক ভয় পেয়ে যায় এবং এখনো তারা ট্রমায় ভুগছেন বলে তাদেরকে অন্যত্র নিরাপদে রাখতে বাধ্য হয়েছি। আমরা আইনগতভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করব।'

ইমিগ্রেশনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি পর্যন্ত আলিয়েভ একটি এনক্রিপ্টেড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের বিভিন্ন চ্যানেলের মডারেটর ও সদস্য ছিলেন। এসব চ্যানেল আইএসআইএসের (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড আল-শাম) সদস্য, সহযোগী, সমর্থক ও সম্ভাব্য সদস্যদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ৭ আগস্ট আলিয়েভ এক ব্যক্তিকে (ইন্ডিভিজুয়াল-১) বলেছিলেন যে তিনি আগে আইএসআইএসকে অস্ত্র কেনার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন।

২০২০ সালের ১৬ আগস্ট তিনি ওই ব্যক্তিকে আরও বলেন, 'আইএসআইএসকে টাকা (১০০-৪০০ ডলার) পাঠানো 'ঠিক আছে'।' ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্ডিভিজুয়াল-১কে জিহাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর নামে জিহাদ করতে আর্থিক ও শারীরিকভাবে অংশ নেওয়া উচিত।' তার মতে, আর্থিক সহায়তা ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। কারণ জিহাদের সরঞ্জাম কেনার জন্য টাকা প্রয়োজন। ২০২০ সালের ২৬ ডিসেম্বর নাগরিকত্বের আবেদনে শপথবাক্য পাঠের পর আলিয়েভ মিথ্যা ঘোষণা দেন যে, তিনি কখনও কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য বা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

নাগরিকত্বের আবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড ও আড়াই লাখ ডলার জরিমানা হতে পারে। শপথভঙ্গের অভিযোগে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রযোজ্য।

মার্কিন অ্যাটর্নি জিওর্ডানো এ তদন্তে এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট, যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী টাস্ক ফোর্স, আইসিইয়ের ডিপোর্টেশন অফিসার, মিডলসেক্স কাউন্টি প্রসিকিউটর অফিস ও এডিসন পুলিশ বিভাগের ভূমিকার স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

থানার ওসিকে দেশছাড়া করার হুমকি

ঢাকা ডেস্ক

আসলাম চৌধুরী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমানকে দেশছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আসলাম চৌধুরী।

সীতাকুণ্ড সরকারি আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে মাঠে গতকাল সোমবার সকালে ঈদুল ফিতরের জামাতে মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে আসলাম এ হুমকি দেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের হাতিলোটা এলাকায় খুন হন উপজেলা কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাছির উদ্দিন। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রীর করা মামলায় পুলিশ মো. বশির, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আরমান শাকিল ও মো. রাসেল ওরফে মুরগি রাসেল নামের চার এজাহারনামীয় আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা ইউনিয়ন যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা। তবে বিএনপির অনেক নেতা-কর্মীর দাবি, চারজন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। পুলিশ প্রকৃত আসামিদের অন্তরালে রাখছে।

এই চার নেতাকে গ্রেপ্তারে সোমবার ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএনপি নেতা আসলাম। বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমি থানা প্রশাসনকে বলব, আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা পাবেন। আমাদের ছেলেরা কোনো অপরাধ করলে, আমাদের বলবেন। আমরা উপযুক্ত শাসনের মাধ্যমে তাদের শুধরে নিব। আমি ওসি সাহেবকে বলব, কিছুদিন আগে একটা মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে—নাছির হত্যা। এই হত্যা মামলায় ওসি সাহেবের রুমে বসে পরিকল্পিতভাবে আমাদের কিছু লোককে ইচ্ছাকৃতভাবে আসামি করা হয়েছে। আমাদের দলের যেই-ই হোক, আপনি সঠিক আসামি চিহ্নিত করবেন। আপনি (যদি) কোনো প্রকার বায়াসড (পক্ষপাতিত্ব) হয়ে মামলা করেন, আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি এই ঈদগাহের মাধ্যমে-আপনি বাংলাদেশে থাকতে পারবেন না। যেখানেই থাকেন সেখান থেকেই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব ইনশা আল্লাহ সামনের দিনগুলোতে।'

আসলাম আরও বলেন, 'এই ছেলেগুলো (গ্রেপ্তার চারজন) বিগত অনেক সময় আমার সঙ্গে জেলে কাটিয়েছে। হ্যাঁ, তাদের অনেক ছোটখাটো অপকর্ম আছে। কয়েকজনের অনেক অপকর্ম আছে। আমি জানি তাদের এই অপকর্মগুলো, (কিন্তু) এ রকম সিরিয়াস কোনো অপকর্ম তাদের নেই। সুতরাং ওসি সাহেব, বিষয়টি আমার মাথায় নিয়েছি আমি। আমাদের অনেক মিডিয়াও ইচ্ছাকৃতভাবে কথাগুলো অন্যায়ভাবে প্রচারণা করে।'

বিএনপির এই নেতা এলাকাবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'বর্তমান সময়টাতে অনেকে মনে করেন বিএনপি, অনেকে মনে করেন জামায়াত ক্ষমতায়। আসলে আমরা কেউ ক্ষমতায় নেই। একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আছে। শুধু আমাদের থেকে সেই স্বৈরাচারের পাথরটা সরে গেছে, যা আমাদের বুকের ওপর চেপে ধরেছিল। যার কারণে আমরা কথা বলতে পারতাম না।'

মেয়র এরিক অ্যাডামসের দুর্নীতি মামলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাতিল) ঘোষণা করেন, যার অর্থ অ্যাডামসকে একই অভিযোগে ভবিষ্যতে আর কখনও অভিযুক্ত করা যাবে না। এই রায়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৮ মাসের আইনি অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে ডেমোক্র্যাট মেয়রের জন্য, যিনি ২০২৫ সালের মেয়র নির্বাচনে লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গত সেপ্টেম্বরে অ্যাডামসের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়: ঘুষ, ষড়যন্ত্র, এবং প্রচারণা অর্থায়নে অনিয়ম। অভিযোগে বলা হয়, তুরস্কের একজন সরকারি কর্মকর্তাসমেত বিদেশি ধনকুবের ও কর্পোরেশনগুলোর কাছ থেকে অবৈধ অনুদান নিয়েছেন অ্যাডামস, বিনিময়ে রাজনৈতিক সুবিধা দিয়েছেন। এছাড়াও, মানহাটনে তুরস্কের কনস্যুলেট ভবনের জন্য ফায়ার সেফটি নীতিমালা উপেক্ষা করতে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের ওপর চাপ প্রয়োগ, $১০০,০০০-এর বেশি মূল্যের লাক্সারি ভ্রমণ উপহার না জানানো, এবং "স্ট্রো ডোনার" (নামভিত্তিক অনুদানকারী) ব্যবহার করে $১০ মিলিয়ন সরকারি ম্যাচিং ফান্ড আদায়ের অভিযোগ ছিলো মামলায়।

বিচারক হো ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (ডিওজে)-এর মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ মেনে নিলেও তাদের যুক্তিতে কঠোর ভাষায় প্রশ্ন তোলেন। ডিওজে দাবি করেছিলো, মামলাটি জাতীয় নিরাপত্তা (ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিতে অ্যাডামসের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে) এবং দুর্বল প্রমাণের কারণে বাতিল করা প্রয়োজন। তবে বিচারক এই যুক্তিকে "অসঙ্গত" আখ্যা দিয়ে বলেন, "ডিওজে যদি সত্যিই মনে করে মামলাটি দুর্বল, তাহলে একে ভবিষ্যতের জন্য ঝুলিয়ে রাখার যুক্তি কী?" তিনি আরও উল্লেখ করেন, মামলা চলমান রাখলে অ্যাডামসের উপর "রাজনৈতিক তরবারি" ঝুলে থাকত, যা তার প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন ঘটাত।

মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ডিওজে এবং সিটি হল উভয় ক্ষেত্রে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ভারপ্রাপ্ত ইউএস অ্যাটর্নি ড্যানিয়েল সাসুন অভিযোগ করেন, মামলা বাতিলের পেছনে "কুইড প্রো কো" (অর্থাৎ, অভিবাসন নীতিতে সহযোগিতার বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহার) থাকতে পারে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাসুনসহ ডিওজে'র বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন। একইভাবে, নিউইয়র্ক সিটির চারজন ডেপুটি মেয়রও ইস্তফা দেন এবং অ্যাডামসের বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবি ওঠে। গভর্নর ক্যাথি হোচুল অ্যাডামসকে সরানোর পরিবর্তে তার ক্ষমতা সীমিত করেন।

মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে অ্যাডামসের আইনজীবী অ্যালেক্স স্পিরো বলেছেন, "এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ররোচিত ছিল। মেয়র সর্বদা নির্দোষ ছিলেন, আজ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" অ্যাডামস নিজেও ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আনুগত্যের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে গতকাল CDC-এর তহবিল কাটছাঁটের বিরুদ্ধে মামলায় নিউইয়র্ক সিটিকে যুক্ত করেছেন।

নির্বাচনী দৌড়ে এই রায় অ্যাডামসের জন্য সময়োপযোগী। আগামী ২৪ জুন ডেমোক্র্যাট প্রাইমারির আগে তিনি নিজেকে "ট্রাম্পের ঋণমুক্ত" প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন। তবে তিনি কোন দল থেকে নির্বাচন করবেন—ডেমোক্র্যাট, স্বতন্ত্র, নাকি রিপাবলিকান—তা এখনও স্পষ্ট করেননি। অ্যাডামস ছাড়াও তার প্রশাসন ও নির্বাচনী প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ইংগ্রিড লুইস-মার্টিন (অ্যাডামসের উপদেষ্টা): ঘুষ ও মানি লন্ডারিং অভিযোগে অভিযুক্ত।

মোহামেদ বাহি (মুসলিম সম্প্রদায়ের লিয়াজোঁ): অবৈদ অনুদান সংগ্রহের ষড়যন্ত্রে দোষ স্বীকার করেছেন। এডওয়ার্ড ও জেমস কাবান(সাবেক NYPC কমিশনার ও তার যমজ ভাই), ডেভিড ব্যাংকস (সাবেক স্কুল চ্যান্সেলর) সহ অনেকে তদন্তের পর পদত্যাগ করেন।

বিচারক হো তার রায়ে স্পষ্ট করেছেন, এই সিদ্ধান্ত মামলার গুণগত দিক বা অ্যাডামসের নির্দোষ/দোষী হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। তিনি কেবল আইনের সীমার মধ্যে ডিওজে'র অনুরোধ যাচাই করেছেন। আইন বিশেষজ্ঞ জেমস স্যাম্পল মন্তব্য করেছেন, "আইনের দৃষ্টিতে অ্যাডামস এখন নির্দোষ। এই মামলার অভিযোগে তিনি কখনও দোষী সাব্যস্ত হবেন না।"

এই মামলার বাতিলের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থার জটিলতারই প্রতিচ্ছবি। অ্যাডামসের পুনরায় নির্বাচনী মাঠে নামা নিউইয়র্কের ভোটারদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, তা-ই এখন দেখার অপেক্ষা।

দেখা হলো প্রিয় সব মানুষদের সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে আগামীতে সজাগ থাকলে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে মঙ্গল। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অগ্রযাত্রা সুন্দর ও নান্দনিক ধারায় পাঠক প্রিয়তায় সার্থক হয়ে উঠুক এটাই কাম্য।

শহরের সাহিত্যাঙ্গন আবারও বৈষম্য-বিরোধ ভুলে এক হয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা

জেবুন্নেছা জোৎস্না: প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নবম বর্ষপূর্তি ছিলো ২১ মার্চ। ছিল সিবিএনটিভিইউএসএর প্রথম বর্ষপূর্তি। শব্দের তরবারিতে আনন্দ, দুঃখ, অভিমান, অভিযোগে প্রথম আলোর সাথে আমাদেরও এই দীর্ঘ পথ চলা! আর বটবৃক্ষ হয়ে সব সামলান ইব্রাহীম চৌধুরী। অনেক দিন পর অনেকের সাথে দেখা হলো- ভালো লাগলো!

উত্তর আমেরিকা প্রথম আলোয় একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ কবি, লেখক, সাংবাদিক আছেন - যাঁরা সময়ের আলোয় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পত্রিকাটিকে-

নিউইয়র্ক শহরের সাহিত্য অঙ্গন আবার বৈষম্য -বিরোধ ভুলে এক হয়ে যাবে, এই প্রত্যাশা। শুভ কামনা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

শুরুতে আমি ছিলাম এখনো আছি

রুপা খানম: নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে আমাদের উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম আলো। ২০১৬ থেকে ২০২৫ অসাধারণ জয়যাত্রা। ২১ রোজার ইফতার পার্টির মাধ্যমে শুক্রবার উদযাপন করা হয় সাপ্তাহিক প্রথম আলোর নবম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। শুভ কামনা আর অভিনন্দন রইলো । সেই সাথে সমপৃক্ত যারা আছেন সকলের জন্য রইলো শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা আর অভিনন্দন। শুরুতে আমি ছিলাম এখনো আছি।

একজন ইব্রাহীম চৌধুরী আর সপ্তাহিক প্রথম আলোর গল্প। আমি আমেরিকা আসার পর বাংলা পত্রিকা খুঁজতাম ।চিন্তা করতাম কিভাবে পত্রিকায় লেখা দিব! আমার সে আশা পূরণ হয়েছিল উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক প্রথম আলোর কারণে। আমার লেখা ছাপানো শুরু প্রথম আলো পত্রিকা দিয়ে। সেই থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা যাওয়া শুরু করেছে। উনার পত্রিকায় লেখা দিতে গিয়ে বকা খেয়ে শিখেছি অনেক। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই। ইব্রাহীম চৌধুরী একজন সাংবাদিক, সম্পাদক মুদ্রাকর হিসেবে উত্তর আমেরিকার প্রথম আলোর সাথে আছেন। তিনি একজন অমায়িক ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী, যিনি সকলকে সমানভাবে সম্মান করেন ও সকলের কাছে সম্মানিত। তিনি নতুন পুরাতন সকল লেখককে জায়গা করে দেন লেখার জন্য। তিনি জানেন অন্যকে কিভাবে লেখার যোগ্যতা অর্জন করে দিতে হয়। কিভাবে একজন নতুন লেখককে গড়ে তুলতে হয় অনুপ্রেরণা দিয়ে। সামনে এগিয়ে নিয়ে লেখা লেখিতে আগ্রহ তৈরি করে দিতে হয়। যখনই লেখা পাঠিয়েছি কখনো ভুল ধরে লেখা নেওয়া বন্ধ করেননি। বরঞ্চ ভুল সংশোধন করে বলেছেন এভাবে লিখতে হয়। যে কারণে আমাদের লেখালিখি বাদ দেওয়ার চেয়ে লেখার সাহস জন্মেছে আরো। বাঙালি কিমিউনিটিতে প্রথম আলোর গ্রহণযোগ্যতা আজও বেড়ই চলছে। তিনি কাজকে ভালবাসেন। সততার জন্য যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিয়ে পত্রিকায় সত্যনিষ্ঠ বস্তু সংবাদ ছাপিয়ে পাঠকের মন জয় করেছেন। প্রথম আলোর ইব্রাহীম চৌধুরী আপোষহীন একজন সম্পাদক।

৯ম বর্ষপূর্তির আয়োজন ভালো লেগেছে। সুন্দর সময়। শুভ কামনা প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

ট্রাম্পের ভুল ও মিথ্যা দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা এফবিআই ব্যবহার করে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দুটি ফেডারেল মামলা, একটি ২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজয় প্রত্যাহারের জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টা এবং একটি তার প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বের পরে গোপন নথি ধরে রাখার বিরুদ্ধে, একজন বিশেষ আইনজীবী জ্যাক স্মিথ দ্বারা আনা হয়েছিল। স্মিথকে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে তখনকার অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড (যিনি বাইডেন দ্বারা মনোনীত) নিয়োগ করেন, তবে এটি প্রমাণিত নয় যে বাইডেন প্রসিকিউশন প্রক্রিয়াতে জড়িত ছিলেন, এমনকি বাইডেন ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করে আক্রমণ করেছেন। গারল্যান্ড ২০২৩ সালে বলেছিলেন যে, যদি বাইডেন তাকে কখনও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বলেন, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন এবং তিনি নিশ্চিত যে এমনটি কখনও ঘটবে না।

ট্রাম্পের আরও দুটি মামলা স্থানীয় জেলা অ্যাটর্নিরা করেছিলেন, একটি ম্যানহাটন, নিউইয়র্কে ও একটি ফুলটন কাউন্টি, জর্জিয়ায়। উভয়েই ডেমোক্র্যাট, তবে এখানেও কোনো প্রমাণ নেই যে, বাইডেন বা তার হোয়াইট হাউস তাদের সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব ফেলেছে। ম্যানহাটন মামলায় ট্রাম্প ব্যবসায় সংক্রান্ত রেকর্ড ভ্রষ্ট করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন; জর্জিয়া মামলাটি জুন ২০২৪ সালে স্থগিত করা হয়েছিল, যখন একটি আপিল আদালত, জেলা অ্যাটর্নি ফ্যানি উইলিস মামলাটি থেকে অযোগ্য হতে পারেন কিনা তা বিবেচনা করেছিল। দুটি ফেডারেল মামলাও স্মিথ দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প বিজয়ী হন। ডকুমেন্টস মামলা আগেই ট্রাম্প-মনোনীত ফেডারেল বিচারক দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, কিন্তু স্মিথ তার সিদ্ধান্তকে সংবিধানবিরোধী বলে আপিল করেছিলেন।

বাইডেন ডকুমেন্টস তদন্ত

ট্রাম্প তার বক্তৃতায় দাবি করেছিলেন যে,'সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মূলত দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাকে অযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করে এবং তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত না করার সিদ্ধান্ত নেয়।' তিনি আরও বলেন, 'কেউ জানে না রুলিংটা কী ছিল।'

ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি মনে করি, তার কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে তার চেয়ে আমি দোষী সাব্যস্ত হলেই ভালো হতো। তারা বলেছিল যে সে কী করছে তা সে জানে না এবং তাই ... তাকে ছেড়ে দিন।'

বাইডেনক দোষী সাব্যস্ত হননি বা করা হয়নি এবং কোন বিচারিক রায় ও ছিল না; বাইডেনকে কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্তও করা হয়নি। বাইডেনের গোপনীয় ডকুমেন্ট পরিচালনা সম্পর্কে তদন্তকারী বিশেষ কাউন্সেল রবার্ট হার তার পাবলিক রিপোর্টে লিখেছেন যে, 'প্রমাণগুলি বাইডেনের দোষ উত্থাপন করার জন্য যথেষ্ট নয় এবং কিছু প্রতিরক্ষা সম্ভবত এমন অভিযোগের জন্য যুক্তিযুক্ত সন্দেহ সৃষ্টি করবে।'

হার রিপোর্টে যে তথ্য লিখেছেন তার প্রতি ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমরা এটাও বিবেচনা করেছি যে বিচারের সময়, বাইডেন সম্ভবত নিজেকে জুরির সামনে উপস্থাপন করবেন, যেমনটি তিনি আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় করেছিলেন, একজন সহানুভূতিশীল, সদালাপী, দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে।'

তবে হার বলেননি যে, তিনি যদি এটি না করতেন তবে তিনি বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতেন। হার বিস্তারিতভাবে মামলার বিভিন্ন সত্য এবং বাইডেনের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তার মতে সরকারের পক্ষে সর্বসম্মত দোষী সাব্যস্ত রায় জয় করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

ট্রাম্পের শাসনে অভিবাসন

ট্রাম্প তার প্রেসিডেন্সির সময়কার অভিবাসন পরিসংখ্যান নিয়ে দুটি দাবি পুনরাবৃত্তি করেছেন। প্রথমত, তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রথম পূর্ণ মাসে, আমরা অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের সর্বনিম্ন সংখ্যা অর্জন করেছিলাম।' তিনি যদি বলতেন যে, ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ সীমান্ত টহল বাহিনী (বর্ডার প্যাট্রোল) মাত্র ৮ হাজার ৩৪৭ জন অভিবাসী আটক করেছিল- যা অনেক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল- তাহলে তা সঠিক হতো। কিন্তু এটি কখনোই রেকর্ড করা সর্বনিম্ন সংখ্যা নয়। সরকারি ফেডারেল পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৬০-এর দশকের শুরুর কিছু মাস ও তার আগের কিছু বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে আরও কম সংখ্যক অভিবাসন ঘটেছিল।

দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প দাবি করেছেন, 'আমি যখন প্রথম বার ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে আসি, আমাদের অভিবাসন সংখ্যা সর্বনিম্ন ছিল। আমার সর্বকালের প্রিয় চার্টটি, যেখানে লাল তির দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে আমাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল; সেদিন নামিয়ে আনা হয়েছিল।'

কিন্তু বাস্তবে, ওই চার্টটি দেখায় না যে, ট্রাম্প অফিস ছাড়ার সময় অবৈধ অভিবাসনের হার সর্বনিম্ন ছিল। বরং, ওই চার্টে যে লাল তিরটি ছিল, সেটি এপ্রিল ২০২০-এর দিকে নির্দেশ করে, যখন ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের তখনও আট মাস বাকি ছিল এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বৈশ্বিক অভিবাসন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এপ্রিল ২০২০-এ অভিবাসনের হার তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল। কিন্তু ইতিহাসের সর্বনিম্ন নয়। তবে এটাও সত্য যে, এরপর থেকে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শেষ পর্যন্ত, দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অভিবাসনের সংখ্যা প্রতি মাসে ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ইউক্রেন সহায়তা

ট্রাম্প আরো একটি বিভ্রান্তিকর দাবি করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সম্ভবত ৩৫০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে, যেখানে ইউরোপ দিয়েছে মাত্র ১০০ বিলিয়ন ডলার। এই দুটি সংখ্যার কোনোটিই সঠিক নয়, বিশেষ করে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার সংক্রান্ত ট্রাম্পের দাবি একেবারেই ভুল।

জার্মান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কিয়েল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, যারা ইউক্রেনের যুদ্ধকালীন সহায়তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তাদের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত- ইউরোপ (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পৃথক ইউরোপীয় দেশসমূহ) মোট ২৬৯ বিলিয়ন ডলার সামরিক, আর্থিক ও মানবিক সহায়তা প্রতিশ্রুত করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ১২৯ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি। ইউরোপ ১৪৪ বিলিয়ন ডলার সামরিক, আর্থিক ও মানবিক সহায়তা সহায়তা বরাদ্দ করেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে ১২৪ বিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন হিসাব পদ্ধতি অনুসারে মোট সহায়তার পরিমাণে কিছুটা পার্থক্য আসতে পারে, কিন্তু ট্রাম্পের ৩৫০ বিলিয়ন ডলার দাবির কোনো ভিত্তি নেই।

ইউক্রেন সহায়তা পর্যবেক্ষণকারী মার্কিন সরকারের পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর জেনারেল) অফিসের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য মোট ১৮৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে মাত্র ৮৩ বিলিয়ন ডলার কার্যত ইউক্রেনে পৌঁছেছে এবং এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় করা বা ইউক্রেন ছাড়া অন্য দেশে পাঠানো তহবিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মার্কিন নির্বাচন

ট্রাম্প বলেছেন যে, তিনি দেশে ন্যায্যতা ফিরিয়ে আনতে চান এবং দাবি করেছেন, 'নির্বাচনগুলো সম্পূর্ণ কারসাজিপূর্ণ ছিল।' যদিও এর কোনো প্রমাণ নেই। তিনি সরাসরি ২০২০ সালের নির্বাচন উল্লেখ না করলেও, সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচনগুলো সম্পূর্ণ কারসাজিপূর্ণ ছিল- এই বৃহত্তর দাবির কোনো ভিত্তি নেই।

ইরান ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো

ট্রাম্প আবারও ভুল দাবি করেছেন যে, তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে 'ইরান সম্পূর্ণ দেউলিয়া' ছিল এবং তাই তারা হামাস বা হেজবোল্লাহকে কোনো অর্থ দিত না। বাস্তবে, ট্রাম্প প্রশাসনের ইরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশটির অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা খায় এবং তার শাসনামলের শেষের দিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর জন্য ইরানের অর্থায়ন কমে যায়, কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। ২০২৪ সালে সিএনএনের সঙ্গে কথা বলা চারজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, ইরান হামাস ও হেজবোল্লাহকে অর্থায়ন করা কখনোই পুরোপুরি বন্ধ করেনি। এমনকি ২০২০ সালে ট্রাম্প প্রশাসন নিজেই বলেছিল যে, ইরান এখনও হেজবোল্লাহসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে অর্থ দিচ্ছে।

স্বল্প আয়ের বাড়ির মালিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা

ডেট্রয়েট

ইশতিয়াক রুপু

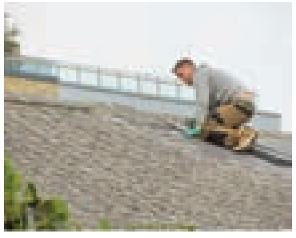

ডেট্রয়েটের পুরনো ও অনুপযুক্ত বসতবাড়িগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বল্প আয়ের মালিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে গিলবার্ট ফেমিলি ফাউন্ডেশন। ২০২২ সাল থেকে এই সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ডেট্রয়েট হোম রিপেয়ার ফান্ড। যা ইতোমধ্যে হাজারটি পরিবারের জন্য ২০ মিলিয়ন ডলারের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে।

২০২১ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, ডেট্রয়েট শহরের প্রায় ৩৭ হাজার ৩৬০টি বসতবাড়ি বসবাসের অনুপযোগী। ৯৫ শতাংশ বাড়িই নির্মিত হয়েছে ৭০ বছরেরও বেশি সময় আগে। যার ফলে বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং হিটিং সিস্টেমসহ নানান অবকাঠামোগত সমস্যা দেখা দিয়েছে।

মিশিগান কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ কাউন্সিলের সদস্য ডারনেল এডামস বলেন, ডেট্রয়েট শহরের বসতবাড়িগুলোর সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। সহায়তা কার্যক্রম চালুর পর মাত্র ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ফোন কল আসে। যা এই সংকটের গভীরতা বোঝায়।

বর্তমানে ৪০০টিরও বেশি পরিবার আর্থিক সহায়তা পেয়ে নিজেদের ঘর মেরামত করতে পেরেছে। ৭৫ বছর বয়সী লরেন্স সুইট, যিনি নিজের বাড়ির ছাদ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং বেসমেন্টের জলাবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছিলেন, তিনি এই ফান্ডের সহায়তায় নিজের বাড়ি পুনরায় বাসযোগ্য করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, এই সহায়তা না পেলে আমি আমার বাড়িতে আর থাকতে পারতাম না। কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

ডেট্রয়েট নগরীর মেয়র মাইক ডুগান জানিয়েছেন, এই সহায়তা কার্যক্রমের আওতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ির স্বল্প আয়কারী মালিকরা ডেট্রয়েট হাউজিং রিসোর্স হেল্পলাইনের (৮৬৬-৩১৩-২৫২০) মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

মিশিগান সীমান্তে মাদক আটক

প্রতিনিধি

আমেরিকা-কানাডা সীমান্তের ডেট্রয়েট শহরের পার্শ্ববর্তী দুই দেশের সীমান্ত সংযোগকারী এম্বেসেডর ব্রীজ সংলগ্ন চেক পয়েন্টে কানাডা থেকে আগত লরি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক আটক করা হয়েছে। গত ২১ মার্চ ইউএস বর্ডার ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এসব মাদক আটক করে।

বাণিজ্যিক মালামাল পরিবহনে নিযুক্ত বড় আকারের লরি অনুসন্ধান করে কর্তব্যরত মাঠ কর্মকর্তারা প্রায় ১১৬ পাউন্ড নিষিদ্ধ কোকেন ৫০টি ইট সাইজের খন্ডে বিভক্ত থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে। এ সময় কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত লরি চালককে আটক করা হয়। ইতিমধ্যে চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

ইউএস বর্ডার ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ডাইরেক্টার অব ফিল্ড অপারেশনস মাইটি সি রেবন জানালা, এ রকম আন্তঃদেশীয় মাদক চোরাচালান পুরোপুরি নির্মূল করতে আমরা শক্ত অবস্থানে আছি।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

টেক্সাসে হামের সংক্রমণ ভয়াবহভাবে বাড়ছে

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রে হামের সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, পশ্চিম টেক্সাসে ছড়িয়ে পড়া হামের সংক্রমণ ৪০০-তে পৌঁছেছে, গত তিন দিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৩ জন।

টেক্সাসে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক:

টেক্সাসের স্বাস্থ্য বিভাগ (ডিএইচএসএইচ) জানিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় সবাই টিকা গ্রহণ করেননি বা তাদের টিকাদান পরিস্থিতি অজানা। সংক্রমিতদের মধ্যে শিশু ও কিশোরদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- ৫-১৭ বছর বয়সী ১৬৪ জন এবং ৪ বছরের নিচে ১৩১ জন আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সারাদেশে সংক্রমণের বিস্তার:

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ৪৮৩ জনের হামের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে কমপক্ষে ১৯টি রাজ্যে- আলাস্কা, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, কানসাস, কেনটাকি, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, মিনেসোটা, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো, নিউ ইয়র্ক, ওহাইও, পেনসিলভানিয়া, রোড আইল্যান্ড, টেনেসি, টেক্সাস, ভারমন্ট ও ওয়াশিংটন।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, হামের ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে টিকাবিহীন ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো সবাইকে সময়মতো টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

হামের এই ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণই পারে এই মহামারি রোধ করতে।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৩ এপ্রিল ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সে এক ভয়াল আতংকের রাত্র ছিল

ফজলুর রহমান চৌধুরী

সিরাজ এবং অন্যান্য বন্ধুরা সন্ধ্যায় একটু আঁচ দিয়েছিল, আশংকা করেছিল আজকে কিছু একটা গণ্ডগোল হতে পারে। কোন কিছুর আশংকা, ভয় আমাকে একেবারে পেয়ে বসে। নিজ হল শহীদুল্লাহ হলে উঠার চেষ্টা চলছে। কিছুদিনের মাঝে ই হয়ত সুযোগ আসতেছে যা সোয়েব চৌধুরী আশ্বাস দিল। বার বার বন্ধুদের চুপিসারে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম বড় ধরনের গণ্ডগোল , মারামারী হবে নাকি! তা হলে আমাদের ও সমস্যা হতে পারে! ক্লাস, প্রেকটিক্যাল, 'সিট 'এর মায়ায়, প্রয়োজনে হল ছেড়ে চলে যেতে ও পারছিনা। এ সকল পরিস্থিতি, অসুস্থ পেটে তরতাজা রান্না করা ভাল খাবারের অভাব। হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে প্রাপ্ত আঘাতে ক্ষত বিক্ষত মন শরীর নিয়ে ভাল পড়াশুনা যে অন্তত আমার দ্বারা হচ্ছে না বা হবে না তা নিশ্চিত ধরে নিয়ে সময় শেষের অপেক্ষা করছি। কোন ভাবে পাশ করে বের হতে পারলেই হল, সাথে একটা চাকরী বাকরী যদি! এ সুন্দর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, জ্ঞানচর্চার সূতিকাগারে, বিদ্যাপীঠের মনোরম পরিবেশে মনের মাধুরী মিশিয়ে, ভয় ভীতিহীন মনে পড়াশুনা করা, জ্ঞানার্জনে ব্রত হয়ে নিজেকে গড়ে তুলা এ সময়ে অনেক কঠিন, অনেক সংগ্রামের। গায়ে নেই যেমন বল শক্তি -পেশী শক্তি, নেই তেমন অর্থ শক্তি । মেধা শক্তি ও ক্ষীণ হতে চলেছে যা দিয়ে কোন ভাবে চলা। কোন ঝগড়া, তান্ডবের খবর আপাতত না শুনে কিছুটা হাল্কা মনে এসব ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা থেকে ঘুম ধরে যায় "সূর্যসেনের"৩৪৭ নং রুমে সিরাজের পাশে। দিনটি ছিল ১৯৮৫ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৮২ সালে সামরিক-জান্তা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যখন ক্ষমতা দখল করলেন, সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বরাবরের মত এতে মুখ্য ভুমিকা পালন করে ছাত্র সমাজ, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সামরিক-জান্তা সরকার অন্দোলন কে রুখতে "নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ" নামে নতুন একটি দল গঠন করে। আসলে তারা ছিল সরকারের গুন্ডা বাহিনী।

কিন্তু মিছিলের আওয়াজে, বোমার বিকট আওয়াজ আর গোলাগুলির হৃদয় ভেদ করা শব্দে রাত ১১ টায় ঘুম ছেড়ে উঠে মাটিতে (ফ্লোরে) শুয়ে পড়ি সবাই। কোন দিকে গুলি আসে এর তো সাকিন নেই।স্যার এ এফ রহমান হলে 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ" এর এক ঘাঁটি নাকি! তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের অবস্থান, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল চলছে। স্বৈরাচারী এর্শাদ সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল, সংগ্রাম।আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চলছে কোন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ।তাছাড়া ছাত্রদের দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে পরের দিন শিক্ষাভবন ঘেরাউ কর্মসূচী ছিল। এর সমর্থনে মিছিল চলছে।জাতীয় ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জেনারেল সেক্রেটারী সাহসী , আপোষহীন টগবগে তরুন রাইফুন বসুনিয়ার নেতৃত্বে সামরিক শাসন, জান্তা বিরোধী একটি মিছিল সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।মহসিন হলের সামনের মাঠে, রাস্তায় এলাকায় একদিকে মিছিল আর অন্যদিকে বিরোধী সন্ত্রাসীরা গোপন আস্তানা, ছাদের উপর থেকে বোমাবাজি, সন্ত্রাসী, গোলাগুলি চালিয়ে ভয় দেখাচ্ছে,থামিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। মিছিল সূর্যসেন হল, মহসীন হল হয়ে জহুরুল হক হল ও এফ রহমান হলের মধ্যবর্তী সড়কে ওঠার মূহুর্তেই এফ রহমান হল থেকে মিছিলে কাটা রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে সরকার সমর্থক 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ'র সন্ত্রাসীরা । হঠাৎ জগন্নাথ বিশ্ববিদযালয় কলেজের এক ছাত্র (সূর্যসেনে থাকে, আজকের একজন পার্টিসিপেন্ট, অপর রুম মেইটের এলাকার ছেলে) আমাদের রুমে এসে খবর দেয় একজনের মাথায় বা বুকে গুলি লেগেছে। শুনে আমরা তো আতঙ্কিত। একটু পড়ে এসে খবর দেয় 'বসু ভাইর ' মাথায় গুলি লেগেছে , ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুনে আমরা বলে উঠলাম ইয়া আল্লাহ সর্বনাশ! ওরা বসু ভাইকে টার্গেট করে ফেল্ল।ইতোমধ্যে মিছিল আর পাল্টা যুদ্ধ থেমে গেছে। ঘুমুতে পারছি না পরবর্তী খবর জানার জন্য অপেক্ষা করছি। বেশ কিছু পরে ঐ ছেলেটা এসে শেষ খবর দিল বসু ভাই মারা গেছেন, "আমরা হল থেকে এখনই পালাচ্ছি অনেক বিপদ হবে।"

> আমরা দৌড়াচ্ছি আর পিছনে তাকাচ্ছি কি হল , কেন গেট গেট গুলি হচ্ছে! কেউ বলতেছে আগুন, ধোয়া। আসল ঘটনা বসুনিয়ার হত্যাকারী 'ছাত্র সমাজের' ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের মুল আস্তানা 'স্যার এএফ রহমান হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর ছেলেরা আগুন দিয়ে দিয়েছে ।

আমরা দু:খ ভারাক্রান্ত, বিষন্ন মনে আলাপ করছিলাম একি হল! কি করল ওরা একটা তরতাজা, মেধাবী ছাত্রের, ভবিষ্যত নেতৃত্বের জীবনাবসান ঘটাল!' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রাউফুন বসুনিয়া বাংলাদেশ ছাত্র লীগের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক সামরিক শাসন/ জান্তা , স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন। তাকে একেবারে শট ডেড!"আমরা তো আর অপরাধী না' আমরা পালাব না'।উপর তলার ৪৪৭ নং রুম থেকে (ফারুকের রুম) ভাতিজা আহাদ মিয়া এসে একই বিষয়ে সিদ্ধান্তে যোগ দিল। সকালে উঠে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে। সকালে নীরব নিস্তব্ধ, ভারী পরিবেশ। সবার/ বেশীরভাগ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ চলছে।হল গেইটের সামনে বেশ কিছু সময়ের জন্য বসুনিয়ার লাশ রাখা হয়েছিল। সিদ্ধান্তে হল বেলা ১.৩০ টার সময় অপরাজেয় বাংলার পাশে বসুনিয়ার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে । সবাই অজানা এক আশংকায় ক্ষণ গুনছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর নেতৃবৃন্দ, সকল ছাত্র ছাত্রী রাগে, ক্ষোভে এর প্রতিকার নাকরতে পেরে মানসিক যন্ত্রনায় দগ্ধ হচ্ছে।অনেকের সাথে আমরা ও সিদ্ধান্তে নিলাম নামাজে জানাজায় অংশ গ্রহণ শেষে হল ত্যাগ করব। এদিকে পূর্ব কথামতে জাপান প্রবাসী আমার অতি প্রিয় মকবুল চাচা , খেলার সাথী তাদের মহাখালী বাসা থেকে উনার আর এক চাচাত ভাই জামাল চাচাকে নিয়ে সকাল ১০.০০ বা এগারটার দিকে সূর্যসেন হলে আমাদেরকে দেখতে এসেছিলেন। এ মর্মান্তিক মৃত্যু খবর শুনে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন। সবাই বুকভরা কান্না আর আতংক নিয়ে নামাজে জানাজার অপেক্ষা করছি। এদিকে ব্যাগ ট্যাগ রেডি। মকবুল চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তোমরা কি করবায় চাচা' জানাজা নামাজ পড়ে যেতে চাই। চাচা উত্তরে বল্লেন 'এ পরিস্থিতিতে তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি না আব্বু।' তোমাদের সাথে জানাজা নামাজ পড়ে এক সঙ্গে আমাদের মেঝ ভাইর মহাখালী বাসায় যাব, আর কোথাও তোমাকে যেতে দিব না।

আমি ,ভাতিজা আহাদ মিয়া , সিরাজ , মেহমান মকবুল চাচা ও জামাল চাচা যথাসময়ে যার যার ব্যাগ , বই খাতা নিয়ে পাশাপাশি অপরাজেয় বাংলার পাশে মাঠে জানাজার নামাজে দাঁড়িয়েছি। চারিদিকে সাংবাদিক, ক্যামেরা ম্যান ও রয়েছেন। নামাজের মধ্যেই ইমাম সাহেবের শেষ আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে প্রচণ্ড গুলির শব্দ আকাশ বাতাস ভেদ করে আসতে থাকে । খুবই কাছ থেকে তাজা রাইফেলের গুলি। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছি না পুলিশ কেন একের পর এক গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। আমরাও প্রাণের ভয়ে দ্রুত সালাম ফিরিয়ে যার যার ব্যাগ হাতে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। যে যে দিকে পারে দৌডাচ্ছে। আমরা চারজন একসাথেই দৌড়াচ্ছি জাতীয় কবির মাজার হয়ে শাহবাগ মোড়ের দিকে। তার আগে দেখতে পেলাম যারা লাশের জিম্মাদারিত্বে ছিলেন বেশ কিছু যুবক রাউফুন বসুনিয়া কে নিয়ে ই দৌড়াচ্ছে, মিছিল দিচ্ছে । গুলি তো থামছে না যেন এখনই পিঠে লাগবে! মেহমান জামাল চাচা কান্না করে বলতেছে, 'আল্লাহ বাঁচান' এরকম জানলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতাম না। আমরা দৌড়াচ্ছি আর পিছনে তাকাচ্ছি কি হল , কেন গেট গেট গুলি হচ্ছে! কেউ বলতেছে আগুন, ধোয়া। আসল ঘটনা বসুনিয়ার হত্যাকারী 'ছাত্র সমাজের' ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের মুল আস্তানা 'স্যার এএফ রহমান হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর ছেলেরা আগুন দিয়ে দিয়েছে । ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাই পুলিশ অনবরত ফাঁকা গুলি করে সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে ।

শাহবাগ মোড়ে গিয়েও দেখি সবাই দৌড়াচ্ছে, বাস, রিক্সা কেউ থামছে না। আমরা ও ছুটে চলেছি জীবনের মায়ায়। একসময় পিছনে তাকিয়ে দেখি আহাদ মিয়া অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছে। জোড়ে দৌড়াতে পারছে না তার পায়ে ব্যাথা শুরু হয়েছে। মকবুল চাচা বল্লেন নাতীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সবাই একসাথে হয়ে কোনভাবে ফার্মগেট এসে মহাখালীর বাস ধরে মকবুল চাচাদের মেঝ ভাই মকছুদ চাচার বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া , বিশ্রাম ২/৩ দিন থাকা। রাতে বিটিভির খবরে জানতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। জামাল চাচার সাথে পরে কয়েক বার দেখা হয়েছে মুচকি হেসে স্মরণ করে বলেন 'বাবা বেঁচে যে আসছিলাম। আর মকবুল চাচা জাপান থেকে আজও সপ্তাহে কমপক্ষে ২/৩ বার প্রিয় ভাতিজার খোঁজ খবর নেন, মাঝে মধ্যে তার নাতি আহাদ মিয়ার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাউফুন বসুনিয়ার স্মৃতিতে , গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার মহান আত্মত্যাগ কে স্মরণিয় করে রেখেছেন আবক্ষ প্রতিকৃতি বানিয়ে । তিনি কুড়িগ্রামের একজন আদর্শ স্কুল শিক্ষক ও গৃহিণী মায়ের কলিজার টুকরো, স্বপ্নের ধন ছিলেন।

শহীদ শামসুদ্দীন আহমেদ : বাবাকে যেভাবে মনে পড়ে

ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাসে আমাদের গৌরব আর দুখের দিনের কথা বেশি করে মনে পড়ে । শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে অথবা ৯ এপ্রিলে এখনো সিলেট শহরের মানুষ ও তরুণেরা মুক্তিযুদ্ধের এক মহান সৈনিক শহীদ ডাক্তার শামসুদিন আহমদের কবরে ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে যান। আমার বাবা সম্মন্ধে প্রাণখুলে আলোচনা করতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদের পরিবার এবং তাদের ইতিহাস যদি উপেক্ষিত থাকে, তবে শুধু নিজের বাবার কথা বলতে বাধে। তবে তার কথা মাঝেমাঝে বলতে ইচ্ছা করে যখন দেখি আমাদের প্রজন্মরা খুঁজে বেড়ায় নিজেদের অস্তিত্বকে, মূল্যবোধকে, নিজেদের মহান ও অনুকরণ করার মত গর্বিত হবার ইতিহাসকে। বলতে ইচ্ছে করে তার আত্মত্যাগ অকস্মাৎ কোন ঘটনা ছিলো না। তার সমস্ত জীবন, প্রতিটি পদে পদে তিনি অবলীলায় মানুষের সেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কোনো দিন কোনো প্রতিদান বা স্বীকৃতি নিতে চাননি। তিনি বলতেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারাটা সৃষ্টিকর্তার একটি আশীর্বাদ।

দুয়েক বার তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীনতার পদক দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। যে কোনো কারণে তা হয় নাই- এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তার দেশপ্রেম এবং আত্মাহুতি একটি পদকের সীমাবদ্ধতায় রইল না। সিলেটের মানুষের স্মৃতিসৌধে সম্মান, মেডিকেল ছাত্রবাস ও হাসপাতালের নামকরণ এসব স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি অনেক গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়।

স্কুল জীবন থেকে বয় স্কাউট থেকে সমাজ সেবা শুরু করে, ব্রিটিশ আমলে আসামের প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়া, বন্যা, বার্মা থেকে আসা উদ্বাস্তু শিবির, হজ কেম্প, কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ঠেকাতে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এবং দ্বিখণ্ডিত ভারতে নুতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে সিলেটের ভারতের অংশের করিমগঞ্জ থেকে পাকিস্তানে চলে আসেন। ঢাকাতে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কর্মরত থাকেন। ঢাকাতে থাকার সময় তিনিই প্রথম পূর্বপাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সচিব হয়ে মেডিকেল এসোসিয়েশনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মেডিকেল সাহায্য সংস্থা 'পাকিস্তান অ্যাম্বুলেন্স কোরের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ১৯৫৪ সালে দেশব্যাপী বন্যায় সরকার তার উপর পুরো দায়িত্ব দেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বন্ধ করে ছাত্র এবং ডাক্তাররা তার নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক অভাবনীয় মেডিকেল রিলিফ কার্য পরিচলনা করেন। তার অসীম দেশপ্রেম ও কর্মদক্ষতা পাকিস্তান সরকার তাকে সুনজরে দেখেনি। তাই তারপর থেকে তাকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হতো এবং ১৯৫৮ সালে লন্ডনে গিয়ে সার্জেরিতে এফআরসিএস ডিগ্রি নিতে অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের কোনো দিন ভালো চোখে দেখবে না। ১৯৬২ সালে লন্ডন থেকে ফিরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। চাকুরি জীবনে কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, চিটাগং যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানে নিজের করে গড়ে তুলেছেন তার কর্মপরিধি; যা শুধু হাসপাতাল নয় মানুষের সেবার জন্য সবদিকে তিনি নজর দিতেন। তার সাহস ছিল অপরিসীম।

১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুতানের সময় যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে, তখন 'মার্শাল ল' এবং পাকিস্তানি কর্নেলের চোখ রাঙানো এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও শামসুদ্দিন আহমেদ পোষ্ট মর্টেমের পূর্ণ রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং তারই সভাপতিত্বে এই হত্যার প্রতিবাদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকের ধারণা, সেই সময় থেকেই তিনি পাকিস্তানি মিলিটারির মৃত্যু তালিকাতে ছিলেন।

সেই সময় সিলেটে সেই উত্তাল আন্দোলনে আমি এমসি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রও ঝাঁপিয়ে পড়ি। কেন্দ্রিয় মন্ত্রীর বাড়িতে একপর্যায়ে কালো পতাকা তুলে ধরি এবং আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। আমাকে বলা হয় তোমার বাবার সরকারি চাকরি চলে যাবে। সেই ভয়ে বন্ধুর পরামর্শে আমি স্থানীয় গোয়েন্দা বিভাগের কথায় আন্দোলনে আর যাব না বলে সাদা কাগজে সই করার জন্য প্রস্তুত হই। সেই দিন রাতে বাবা আমাকে ডাকলেন। বাবা ছিলেন খুব গুরুগম্ভীর এবং কম কথা বলতেন। তার ধীর কণ্ঠে বললেন, তুমি যদি এটাকে সঠিক আন্দোলন মনে করো, তবে তোমার বাবার চাকরির জন্য তোমার ভয় নেই, ডাক্তাররা প্রাইভেট প্রাকটিসও করে খেতে পারে। তবে তুমি যদি তোমার আন্দোলনের পরিণতির জন্য ভয় পাও, তবে আন্দোলনে যাওয়ার দরকার নেই। শুধু এডভেঞ্চার করার জন্য যাবে না। তুমি

ভয়ে পালিয়ে আসলে আরেকটি সত্যিকারের উদ্বুদ্ধ ছেলে তোমার প্ররোচনায় গুলি খাবে।

কিছুক্ষণের জন্য বুঝতে চেষ্টা করলাম। তারপর আমি হুলিয়া মাথায় নিয়ে মহা উৎসাহে আবার আন্দোলনে ফিরে গেলাম। তার কথার ইঙ্গিত আমাকে সারা জীবন অনুপ্রাণিত করেছে। বাবাকে খুব কাছে থেকে বেশি দিন পাইনি। আমার উঠতি বয়সে বাবার সরকারি চাকরির জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে থাকা এবং আমার মা সিলেট মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ থাকার জন্য আমারদের বেশির ভাগ সময়ে সিলেটে থাকতে হয়েছে। তবে তার সমাজ সেবা এবং প্রতিটি কাজ খুবই গভীরভাবে পরিলক্ষিত করতাম।

১৯৭০-এ তিনি সিলেট মেডিকেল কলেজে সার্জারির প্রধান হয়ে বদলি হয়ে আসেন।১৯৭১ সালে মার্চ মাসের প্রথম থেকেই তিনি আসন্ন পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের আশংকায় ইমার্জেন্সি টিম এবং রক্তের ব্যাংক তৈরি করেছিলেন। অনেকেই তখন তার এই উদ্যোগের বিশ্বাসযোগ্যতা বুঝতে পারেনি।

২৫ মার্চে অতর্কিতে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। বিমূঢ় হয়ে যায় দেশবাশি। বাবা বললেন নির্বাচনে জেতার পরে এ রকম নৃশংসতা মানে হচ্ছে বাঙালির মেরুদন্ড এবার ভাঙ্গবে তারা। ব্যস্ত থাকলেন হাসপাতালে দিন রাত অসংখ্য গুলিবিদ্ধ মানুষের সাহায্যে। এপ্রিলের দুই তারিখ সিলেট ক্যান্টমেন্টের পাকিস্তানিরা তাদের দুইজন বাঙালি অফিসারকে গুলি করে হাসপাতালে ফেলে যায়। একজন ক্যাপটেন মাহবুব মারা যান। তবে লেফটেন্যান্ট ডাক্তার সৈয়দ মাইনুদ্দিন বেঁচে যান। সেই দিন আমি প্রথম বর্ষ মেডিকেলের ছাত্র এবং আমার এমসি কলেজের ছাত্র বন্ধু সালাম (কর্নেল (অব. বীর প্রতীক) ঠিক করলাম আর বসে থাকা যাবে না। তখনও কে কোথায় যুদ্ধে আছে জানি না। ঠিক করলাম বিয়ানীবাজারে পুলিশ তখন অস্ত্র জমা দেয়নি। তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। বিয়ানী বাজারে গিয়ে দেখি কর্নেল (অব.) আব্দুর রব যিনি তখন একজন এমপি। তিনি আমাদের তখনি তেলিয়াপাড়া গিয়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিতে আদেশ করলেন। আমরা তখন করিমগঞ্জ হয়ে আগরতলা দিয়ে আবার বোর্ডের ঢুকে তেলিয়া পাড়া চা বাগানে পৌঁছিলাম। যেহেতু আমরা আগে থেকে রাইফেলে পারদর্শী ছিলাম, তাই শুধু গ্রেনেড এবং সাবমেশিনগান চালনা শিখিয়ে আমাদেরকে মাধবপুর এলাকায় কাপ্তাই নাসিমের সাথে এবং পরে লেফটেন্যান্ট হেলাল মুর্শেদের সাথে সম্মুখ সমরে ঝাপিয়ে পড়ি। সিলেটে কি হয়েছে তখনও আমরা জানি না।

এদিকে, এপ্রিলের তিন তারিখে সিলেটে যখন সেকেন্ড ইষ্ট বেঙল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনানীরা ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সিলেট আক্রমণ করে, তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেট থেকে সালুটিকর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নেয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে যখন হাসপাতালে যুদ্ধাহত সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, ততই শহরের মানুষ সিলেট ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে যেতে থাকেন। প্রায় জনশূন্য ও ডাক্তারবিহীন হাসপাতালে আগলে রাখলেন মেডিকেল কলেজের সবচেয়ে প্রবীণ অধ্যাপক, সার্জারির প্রধান শামসুদ্দিন আহমেদ। তরুণ ইন্টার্ন ডাক্তার শ্যামল কান্তি লালা তার অধ্যাপককে ছেড়ে গেলেন না। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ডাক্তার শামসুদ্দিন অনেক রোগী, মেয়ে নার্স, রোগীর স্বজনদেরকে হাসপাতাল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে যাবার নির্দেশ দিলেন। নিজের পরিবারকেও আগেই গ্রামে পাঠিয়েছিলেন। তবে স্ত্রীকে বাড়িতে থেকে যেতে বললেন। কারণ নার্সরা চলে গেলে তাকে কাজে লাগাতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আলী, পুরুষ নার্স মাহমুদুর রহমান তার সাথে থেকে গেলেন। ৯ এপ্রিলে বিপ্লবীরা ভয়ানক যুদ্ধে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হল এবং সেই সময় হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা হাসপাতালে ঢুকে আহতদের সেবায় কর্মরত ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমেদ, ডাক্তার শ্যামল কান্তি লালা,অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আলী, পুরুষ নার্স মাহমুদুর রহমানসহ আরো কিছু লোক ও তাদের পরিজনকে হাসপাতালের ভিতর হত্যা করে। তিন দিন পর তিন ঘন্টার জন্য কার্ফু ভাঙলে তার চাচা তৎকালীন এইডেড ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মঈনুদ্দিন হোসাইন তাকে এবং অন্যান্যদের হাসপাতালের ভিতর রাস্তার পাশে মহিলা কলেজের দারোয়ান তৈয়ব আলী ও স্বল্প কিছু মানুষকে নিয়ে কবরস্থ করেন।

আমি তখন মনতলা এলাকায় যুদ্ধরত। বন্ধু সালামসহ সেক্টর কমান্ডার মেজর শাফিউল্লা সবাই জানেন, আমার বাবার কথা। কিন্তু তারা আমাকে জানায়নি। যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় সবাই দিশেহারা। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই তখন একমাত্র লক্ষ্য। এক দিন আমি একটি অপারেশনের পর ক্লান্ত ক্ষুধার্থ ক্যাম্পে ফিরে এসেছি বিকালে ভাত খাবার জন্য। দেখি একজন যুদ্ধাহত পায়ে প্লাস্টার বাঁধা সৈনিক ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমাকে গভীর কণ্ঠে বললো আপনার বাবা বড় ভালো মানুষ ছিলেন, আমাদের বড় গৌরব। আজকে উনার জন্য আমি এখনো জীবিত। আল্লাহ উনাকে শাহাদাতের দরজা করুন। আমি যেন বজ্রাহত, মাথা ঘুরতে লাগলো। মা, ভাই-বোনকে কোথায় আছে, কিভাবে আছে! হটাৎ পিঠ হাত রাখলো কে, দেখলাম সালামের চোখে জল। বুঝতে চেষ্টা করলাম আমরা কোথায় আছি। একটা মহা শূন্যতা গ্রাস করার চেষ্টা করলো। আবার বাবার কথা মনে পড়লো, মানুষের জন্য তার গভীর ভালোবাসার কথা, তার দেশের জন্য উদ্বিগ্নতার কথা। মনে হল বাবা তো যেন সঙ্গেই আছেন, তার তো কোথাও পালাবার যো নেই। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে, জেগে থাকবেন প্রজন্মদের মাঝে। যারা নিষ্ঠভাবে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের দুঃখ দেখে এগিয়ে আসবে তাদের মাঝে।

বহু বছর আমি আমেরিকাতে। কিন্তু আমার মা ও বাবা যেন সব সময় আমার সাথে, কোথাও আমার বুকের মাঝে।আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এত কিছু করার কোথায় সময় পান। আমি শুধু জানি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন তাড়িত হব আমার বাবার অনুপ্রেরণায়। আর কোন উপায় নেই। বাবা যেখানে চিরনিদ্রায় সেখানে গড়ে উঠেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ। পাশে গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার। সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয় পথচারীকে। শহীদ ডাক্তার শামসুদ্দিন ও তার সহযোদ্ধাদের ইতিহাস সর্বস্তরের মানুষের ও প্রজন্মদের ভিতর এই অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ স্মরণ করিয়ে দিবে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের অজানা ইতিহাস। এই ঋণের অঙ্গীকার হবে শুধু একটুখানি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আর মানুষের জন্য ভালোবাসা।

বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় নির্বাচনের জন্য দরকার জরুরি চাপ

জিএম হিরক

বাংলাদেশ বর্তমানে তার স্মরণাতীত রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। গত বছরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সংকট এবং অর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়া দেশটি একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছে। আগস্ট-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দাবি রয়েছে, যেখানে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং বিএনপিসহ শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেবে, যা জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিক্ষোভ, সহিংসতা, যৌন হয়রানি, নাগরিক অস্থিরতা এবং মৌলবাদের অবাধ উত্থানসহ রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আস্থা পুনঃস্থাপন গভীরভাবে প্রয়োজন। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ নির্বাচনী বৈধতা নিয়ে উত্তেজনা অনুভব করেছে। এই সংকটের মুহূর্তে, একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করবে যে প্রক্রিয়াটি জবরদস্তিমুক্ত, বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক দৃশ্যপট প্রতিফলিত করে এবং প্রতিটি নাগরিককে ভয় বা পক্ষপাত ছাড়াই ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

১৯৭২ সালের সংবিধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত এবং অবিচ্ছেদ্য দলিল। ত্রিশ লক্ষ শহীদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মাধ্যমে রচিত এই সংবিধান কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়, যা ইচ্ছামতো বাতিল করা বা ছুড়ে ফেলা যায়। এটি প্রতিটি সংকটের মধ্য দিয়ে জাতিকে অবিচলভাবে পরিচালিত করেছে, স্থিতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের মানদণ্ড এবং জনগণের স্থায়ী চেতনার প্রমাণ হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি, এই সংবিধান বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে এবং বাঙালি জাতিকে বিশ্বমঞ্চে সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করেছে।

এছাড়াও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় রূপান্তর কেবল নির্বাচন পরিচালনার বিষয় নয়, বরং এটি নিশ্চিত করার বিষয় যে সমস্ত বিদ্যমান প্রধান রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্য) ভোটার নিবন্ধন থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করছে। যেকোনো সরকারের বৈধতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস কেবল তখনই দৃঢ় হতে পারে যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক এবং সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

আজকের বিশ্বে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সর্বদা জাতীয় নির্বাচনের ওপর থাকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসা দেশগুলোর ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কেবল দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে সংহত করবে না, বরং আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি সরকার এবং উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকেও অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে।

গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে ওঠার পর থেকে এখন এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আগস্ট-পরবর্তী এই সমাজে, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রায়শই গভীর বিভাজন দেখা যায়, একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন সেই ব্যবধান পূরণের জন্য একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং অংশীদারদের গঠনমূলক সংলাপে অংশগ্রহণ, মতপার্থক্য দূরীকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে একমত হওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত বা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। এই সংস্থাগুলোকে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যেখানে ন্যায়, সমতা এবং স্বাধীনতার নীতি অনুসারে নির্বাচন পরিচালিত হবে। তবেই নির্বাচনের ফলাফল জনগণের ইচ্ছার প্রকৃত প্রতিফলন হিসেবে দেখা হবে, সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যাবে।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে জোরদার করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে জাতিগত সংখ্যালঘু, নারী এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যাতে তারা দেশের দিকনির্দেশনা গঠনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এই অন্তর্ভুক্তি সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করে এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বা ভোটাধিকার বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

আজকের বিশ্বে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সর্বদা জাতীয় নির্বাচনের ওপর থাকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসা দেশগুলোর ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কেবল দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে সংহত করবে না, বরং আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি সরকার এবং উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকেও অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে।

এই সমর্থন কূটনৈতিক সহযোগিতা, বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্বের আকারে হতে পারে। একটি স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়া ইঙ্গিত দেবে যে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচনের জন্য নিঃসন্দেহে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সতর্ক পরিকল্পনা, উন্মুক্ত সংলাপ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। এর জন্য আইনের শাসন সমুন্নত রাখা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সকল নাগরিকের জন্য মানবাধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান জরুরি।

লেখক: শিক্ষার্থী, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জার্নালিজম স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিজেএসসি)

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৩ এপ্রিল ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

জনপদের বাতাসে এখনো গা শিরশির ঠান্ডা বয়ে চলেছে। পাতা মোড়ানো কালো গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে অধীর আগ্রহে বসন্তের জন্য। এর ভিতরেই চলছে আমাদের জীবনযাপন। চলছে আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি। চলছে আমাদের যাপিত জীবনের হাসি কান্নার, আশা নিরাশার গল্প। প্রকৃতি যতই বৈরী হোক মানুষের জীবন তার আপন তালে চলেই যায়। কখনো প্রকৃতির নিয়মে কেউ চলে যায়, তারপরও জীবন থামেনা ।কারণ প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করেনা। এই শূন্যস্থানের ভিতরে রয়ে গেছে কত না বলা কথা, কত হৃদয় ভাঙ্গা কথা। সেসব নিয়েই আমাদের আজকের জনপদ।

ধন্যবাদান্তে—**ফরিদা ইয়াসমীন, সোহানা নাজনীন**

সে চলে গেল, বলে গেলনা

এক তরুণীর কাফনে জড়ানো লাশ কবরে নামানো হচ্ছে। কবরস্থানের নিয়ম অনুযায়ী শুধু পুরুষ লোকেরাই কবরে লাশ নামাচ্ছেন। অনতি দুরে মহিলারা দাঁড়িয়ে আছেন। লাশ কবরে নামানোর মুহূর্তে এক মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'মামনি ভয় পেয়ো না! একদম ভয় পাবে না। তোমার মা আছে, মা তোমার জন্য দোয়া করছে। ভয় পেয়ো না মামনি।'

কবরে লাশ নামানোর মুহূর্তে সবার যেন হাত কেঁপে উঠলো। দোয়া-দরুদ পাঠরত মুসল্লি এবং অন্যান্য পুরুষ লোকের কণ্ঠ যেন মুহূর্তে দ্বিধান্বিত হল। মহিলা আবারো চিৎকার করে উঠলো 'হে আল্লাহ আমার মেয়েকে তুমি কষ্ট দিও না, যত কষ্ট আমাকে দাও! হে আল্লাহ তুমি ওকে ঠান্ডা দিও না! আমার মেয়ে ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না।'

সবাই আল্লাহর নাম নিতে নিতে ধীরে ধীরে কফিনটি কবরে নামিয়ে দিল। অশ্রু সজল চোখে সবাই কবরে মাটি দিতে থাকলো। একটি মেয়ের জীবন মুহূর্তেই মাটিতে ঢাকা পড়ল আর তার জীবনের আর একটি অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। যে জীবনের নাম পরপারের জীবন। যে জীবন অনন্ত লোকের জীবন।

সুধী পাঠকবৃন্দ! আসুন, একটু পিছনে ফিরে যাই। জেনে নেই গগনবিদারী চিৎকার করা মহিলাটি কে, কি ই বা ঘটেছিল!

সুতপা তার নাম। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালিকে। দেখতে বেশ সুদর্শন। খুব সহজে সুতাপা সেই প্রবাসী সুদর্শন এর প্রেমে পরে যায়। সুতপা সবেমাত্র বিএ পাস করেছে। অল্প বয়স, চোখে রঙিন স্বপ্ন। ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেতে উতলা হয়ে ওঠে। একসময় ওদের চার হাত এক করে দেন বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে। তারপর কোন এক শুভক্ষণে সুতপা চলে আসে আমেরিকায় স্বামীর হাত ধরে।

সবার মতো ওদের জীবনে প্রথম দিনগুলো খুব রঙিন ছিল। বসন্ত বাতাসে ফুরফুর করে উড়ে যেত ওরা। বসন্তের পরে যেমন গ্রীস্ম আসে দারুণ প্রখর রোদে, তেমনি ওদের জীবনেও বসন্তের পরে কঠিন এক খরতাপের জীবন আসে। কিছুতেই যেন মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরতো না। গাছের পাতারা বাতাসের ঠান্ডা পরস বুলিয়ে যেত না। জীবন যেন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

এই খরতাপে পোড়া জীবনেও ওদের কোল জুড়ে আসে এক কন্যা সন্তান। কন্যার ফুলের মত নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে সুতপা আশায় বুক বাঁধে। ভাবে সব খরতাপ কেটে যাবে ।ওদের জীবনে শান্তির পরশ নেমে আসবে, শীতল বৃষ্টি শান্তির পরশ বুলিয়ে দেবে। মেয়ের নাম রাখে প্রেমা। ওদের জীবনের হারানো প্রেম যেন আবার ফিরে আসে সেই আশায় এই নাম রাখা।

কিছুদিন বেশ ভালোই কেটে যায়। কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দুজনেই ভুলে যায় আগের দিনের বিবাদ। প্রেমা বড় হতে থাকে। ফুটতে থাকে তার মুখে আধো আধো বোল।হামাগুড়ি থেকে ছোট ছোট পায়ে হাঁটা, বাবা-মাকে ডাকা সবই যেন মধুর হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন একটি তার বেসুরো বাজতে থাকে। বেসুরো তারটি ক্রমেই বড় হতে থাকে। একদিন এতই বড় হয়ে যায় যে সন্তানের মায়াও তাদেরকে একসাথে করতে পারেনা। ভেঙে যায় ওদের সংসার। সুতপা বুঝতে পারে পৃথিবীটা কত কঠিন। ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে শুরু হয় তার একলা চলা পথ। সে পথ বড় দীর্ঘ মনে হয়। প্রেমা বড় হতে থাকে আর বুঝতে পারে একজন বাবার অনুপস্থিতি কত কষ্টের। মাঝেমাঝে যায় বাবার সাথে দেখা করতে। কিন্তু ওর ছোট্ট মন বুঝতে পারে, ওর প্রতি বাবার টান অনেক কম। মন খারাপ করে মায়ের কাছে চলে আসে। বলে, 'মা ,বাবা তো আমাকে চায় না।' কথাগুলো সুতপার বুকে তিরের ফলার মত বেঁধে।

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পথ পার হয়ে, সুতপা মেয়েকে বড় করে। প্রেমার মনে কত না বলা কথা, কত কষ্টের গভীর ক্ষত। প্রেমার সব কষ্টের কথা, সব না পাওয়ার কথা সে তার গায়ে ফুটিয়ে তোলে- গা জুড়ে ট্যাটু আঁকে। এক একটা ট্যাটু যেন তার এক একটা কষ্ট। শরীরে আঁকা ট্যাটুই যেন তার প্রেম ,তার জীবন কাহিনী। মাকে বলে, সে বিয়ে করবে না। মায়ের জীবনে সুখ হয়নি বিয়ে করে। তাই সেও সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে না করার। কিন্তু তবুও এক সময় তার জীবনে প্রেম আসে। তারপর ভালোবেসে বিয়ে করে পার্কার নামের এক শ্বেতাঙ্গ যুবককে। বিয়ের পর প্রেমার জীবন একদম পাল্টে যায়। স্বামীর ভালোবাসায় তার জীবন বর্ণিল হয়ে ওঠে; সুখে সংসার করতে থাকে দুজনে। সাজানো গোছানো প্রেমার সংসার দেখে তার মা সুখে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে। স্বামী শ্বশুরবাড়ি সবকিছু নিয়ে প্রেমার সুখের অন্ত নাই।

কিন্তু বিধাতা বুঝি হাসেন অলক্ষ্যে।

এই সুখের সংসারে হঠাৎ করে কালবোশেখীর ঝড় নেমে আসে।একদিন বান্ধবীদের সাথে বেড়াতে যায় প্রেমা ।হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ডাক্তার জানায় কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট।

মাউন্টস সাইনাই গ্রেভইয়ার্ডে প্রেমার ৩৪ বছরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে; যেখানে প্রেমা শুধু একটা সাইনবোর্ড। আর সেই সাইনবের্ডের গা ভেসে যায় সুতপা'র অশ্রুজলে; প্রতিমুহূর্তে। এই আমাদের প্রবাসজীবন.....!

তুষারময় সকাল

ফেব্রুয়ারি মাস, শহরজুড়ে শীতের জাঁকজমক উপস্থিতি। স্নো পড়ে চারিদিক ঢেকে যায়, কিন্তু তাই বলে মানুষের কাজকর্ম অফিস আদালত থেমে থাকে না। উত্তর আমেরিকার এই একটা ব্যাপার সুমিকে খুব দোলা দেয়। জীবনের এতোটা বছর ধরে তুষারপাত দেখছে তারপরেও পুরনো হয় না। এমন এক তুষারপাতের পর সকালে দরজা খুলে সুমি দেখে অন্তত তিন ফিট স্নো পড়ে আছে। ড্রাইভওয়েের চারিদিকে আলো করে আছে সাদা বরফ। কফির মগ নিয়ে দাঁড়াতেই সুমি শুনতে পায় ডোরবেলের আওয়াজ। দরজা খুলতেই একঝাক কনকনে বাতাস ঠেলে ঘরে ঢুকল। দরজার সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে, বয়স তেমন বেশি না, কেবল আঠারোতে পড়েছে হয়তোবা। চেহারাটা তেমন বোঝা যাচ্ছে না, সবকিছুই গরম কাপড়ে প্যাঁচানো। তার মধ্যেই দেখা গেল মুখটা, সাদা চামড়ার গালের উপরে অনেকগুলো বাদামি ফুটকী। হাতের বড় বেলচা দেখিয়ে বলল, 'তোমার বরফ পরিষ্কার করা লাগবে?'

ছেলেটাকে বরফ পরিষ্কারের নির্দেশ দিয়ে সুমি জানালার কাচ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখছে। ছেলেটা বেশ পটু হাতেই বেলচা চালাচ্ছে, তারমানে এই কাজে সে নতুন না। তীব্র ঠাণ্ডায় বাইরে দশ মিনিটের বেশি দাঁড়ানো সম্ভব না, অথচ ছেলেটা প্রায় আধাঘন্টা হল বরফ সরাচ্ছে। মায়াই লাগলো সুমির। ছেলেটার নাম জানা হয়নি, ভাবছে কাজ শেষ হলে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেটা দরজার গোড়ে এসে হাতমোজা খুলতে খুলতে বলল, 'আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি আর দাঁড়াতে পারবো না। আর যদি তুমি চাও সামনের দিনগুলোতে তোমার ড্রাইভওয়ে আর সামনেটা পরিষ্কার করা লাগবে তাহলে জানালা দিয়ে আমাকে ডাক দিও।'

'নাম কি তোমার?'

'আদ্রিয়ান।'

'তোমার ফোন নাম্বার নেই?'

'নাহ, আমার ফোন নেই। চিন্তা কর না, বরফ পড়া শেষ হলে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াই। যার দরকার পড়ে সে ডেকে নেয়', আদ্রিয়ান ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়।

'তুমি কি একটু ভিতরে আসবে আদ্রিয়ান? তোমাকে কফি খাওয়াতে চাচ্ছিলাম।'

আদ্রিয়ান ভিতরে এসে দাঁড়ালো। সদ্য কৈশোর পেরুনো ছেলে আদ্রিয়ান, এখনো ঠোঁটের উপরে গোঁফের পুরো ভাজ আসেনি। নাকের ডগা আর গালদুটো ঠাণ্ডায় লাল আপেলের মতো টুকটুকে হয়ে আছে। আদ্রিয়ান বার করেক বসার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলালো। চোখ কুঁচকে বলে উঠলো, 'তোমারা কি বাঙালি? ঘরের সাজসজ্জা দেখে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে তোমরা বাঙালি।'

সুমি বেশ অবাক হল, এতটুকু ছেলে কিভাবে বুঝতে পারলো? কোনার মোড়ায় বসে কফি খেতে খেতে আদ্রিয়ান অনেক গল্প করলো।

তার বাবা মা এসেছিল মেক্সিকো থেকে, আদ্রিয়ান ছাড়া তাদের আর কোন সন্তান ছিলো না। পায়ে হেঁটে বর্ডার পার হয়ে, কতশত বনজঙ্গল ডিঙ্গিয়ে এদেশে ঢুকেছিল। তাদের ছিল না কোন স্ট্যাটাস, ওয়ার্ক পারমিট, হেলথ ইন্স্যুরেন্স। আদ্রিয়ানের বাবা সারাদিন হোম ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে দু'একটা কাজ পেত। তার মা একটা ঝুড়িতে আম ফালি করে কেটে কিছু ঠান্ডা পানির বোতল নিয়ে বড় রাস্তার সিগন্যালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। গরমের দিনে কিছু মানুষ গাড়ি থামিয়ে সেই লাল মরিচের গুড়ো, লবন আর লেবুর রস মাখা আম কিনে নিত। আদ্রিয়ান তখন ছোট, স্কুলে যাবার ও বয়স হয়নি। মায়ের সাথে সেও রাস্তার মোড়ে দাঁড়াতো, সাথে থাকতো শতছিন্ন একটা বাদামি ভালুকের পুতুল। ফুটপাথের পাশে গাছের ছায়ায় আদ্রিয়ান খেলতো তার ভালুক বন্ধুর সাথে আর অবাক চোখ মেলে দেখতো এক নতুন শহরের চকচকে রাস্তায় তার মায়ের বেঁচে থাকার লড়াই। সিগন্যালে কোন গাড়ি থামলেই তার মা হাতে দুটো ঠান্ডা পানির বোতল নিয়ে চপল পায়ে এগিয়ে যেত। রাস্তায় দাঁড়িয়েই চলতো বিকিকিনি, কেউ কখনো ওদেরকে দেখে দয়া করে দুটো ডলার বেশি দিত। এভাবেই তারা একটা বেসমেন্টের স্যাঁতসেঁতে ঘরে অন্য একটা পরিবারের সাথে শেয়ার করে থাকতো।

একসময় আদ্রিয়ানের স্কুলে যাবার সময় হল। ততোদিনে তার মা-বাবা একটা কারখানায় ক্লিনার হিসাবে কাজ শুরু করেছে। কাজের পারমিট না থাকার কারণে ন্যায্য পরিমাণের চাইতে কম ডলার পারিশ্রমিক পেত। বাবা-মা স্কুলের পর আদ্রিয়ানকে এক বাঙালি বেবি সিটারের বাসায় রেখে যেত। সন্ধ্যার বেশ পরে তারা সীমাহীন খাটুনির পর ক্লান্ত শরীরে অ্যাড্রিয়ানকে তুলতে যেত। টেনেটুনে একরকম চলছিল, কিন্তু আদ্রিয়ানের মা আর বেশিদিন সুস্থ থাকতে পারলো না। কারখানার ধুলাবালিতে আর কেমিক্যালের ধোঁয়ায় মায়ের শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। মেডিক্যাল ইন্স্যুরেন্স না থাকায় কোন চিকিৎসা পায়নি, ডাক্তারের ফিস দেবার মতো ক্ষমতা ছিল না তাদের। বিনা চিকিৎসাতেই আদ্রিয়ানের মা এই পৃথিবী ছাড়ে।

এটুকু বলেই আদ্রিয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। সুমীকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলো, 'জানো, তোমাদের বিফকারি আর পাতলা হলুদ ভাত আমার খুব প্রিয়।'

ভীষণ অবাক হয়ে সুমি জিজ্ঞাসা করলো, 'হলুদ ভাত মানে তো খিচুড়ি। তুমি এই খাবার কোত্থেকে খেলে?'

'খুব ছোটবেলায় তো মা মারা গিয়েছিল। তাই মায়ের রান্না কেমন তা মনে নেই। আর বেশিরভাগ সময় ওই বাঙালি পরিবারেই থাকতাম। ওখানেই হাত দিয়ে ভাত খাওয়া শিখেছিলাম। ওরা খুব বিফকারি আর হলুদ ভাত রান্না করতো। একসময় ভীষণ ভালো লেগে যায় ওদের খাবারগুলো।'

'আচ্ছা তোমার বাবা'র কথা তো বললে না। তার কি কোন খোঁজ নেই?'

আদ্রিয়ানের বাবা যে কারখানায় কাজ করতো সেখানে একদিন ক্রাইম হয়। তাদের বৈধতার পেপার্স না থাকায় আজও তার বাবা জেলে দিন কাটাচ্ছে। মা মারা গেল, বাবা জেলে, তাই আদ্রিয়ানের ঠাঁই হয়েছিল ফস্টার হোমে। কিন্তু সেই ফস্টার বাবা-মা'য়েরও কোন সন্তান ছিল না। তারা আদ্রিয়ানকে নিজের সন্তানের মতোই আদরযত্ন দিয়ে বড় করেছে। আদ্রিয়ান এই বছর থেকে কলেজে পড়া শুরু করবে। ক্লাশ শুরু হতে এখনো ছয়মাস বাকি আছে। এদিক ওদিক কাজ করে সে নিজের হাত খরচ নিজেই জোগাড় করে। ফস্টার বাবা-মা'র বয়স বেড়েছে, তাদেরকেও দেখা শোনা করতে হয়। গ্রোসারি করে দেয়া ডাক্তারের কাছে নেয়া, সবই এখন আদ্রিয়ান করে।

'জেলখানায় তোমার বাবা কে দেখতে যাও না?'

'যাই মাঝেমাঝে, কিন্তু বাবাকে দেখে কষ্ট লাগে। টাকার অভাবে ভালো লইয়ার নিতে পারেনি দেখে মামলার কোন সুরাহা হয়নি', আদ্রিয়ান মাথা নিচু করে উত্তর দেয়।

আবারো নীরব থাকে আদ্রিয়ান। ঝট করে মাথা তুলে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে, 'দেখে নিও, আমি কলেজ শেষ করে একদিন ভাল স্যালারির চাকরি করবো। সেদিন লইয়ার দিয়ে ঠিক ঠিক বাবাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসবো।'

আদ্রিয়ান উঠে দাঁড়ালো, দেয়ালে ঝোলানো একটা ফ্যামিলি ছবির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার ফ্যামিলি তাই না? ছোট বাচ্চাগুলা কি তোমার গ্র্যান্ডচাইল্ড? ওরা খুব সুন্দর আর তুমিও অনেক সুখী। তোমাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে, ভবিষ্যতে স্নো পরিষ্কার করতে চাইলে আমাকে ডাকতে পার। আজ অনেক কামাই করেছি, এখন বাড়ি ফিরে যাব। এই ডলার দিয়েই আমার পুরোমাস চলে যাবে আশা করছি।'

সুমি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললো, 'তুমিও খুব ভালো ছেলে। কথা দিচ্ছি, সামনের দিন তোমাকে বিফকারি আর পাতলা হলুদ ভাত খাওয়াব।'

হাতের গ্ল্যাভসটা পুনরায় হাতে পরতে পরতে আদ্রিয়ান হাসিমুখে স্নো বুটের মধ্যে পা ঢুকালো। ওর বের হবার পথে তাকিয়ে রইলো সুমি। একটা পরিবারহারা ছেলে কিভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে অন্যের জীবনের সাথে। এই উত্তর আমেরিকার পথে পথে দিন-রাত কাটিয়ে এক অদৃশ্য কষ্ট আর আশা বুকের মাঝে ধারণ করে আছে।

QSADCC
Queens Social Adult Day Care Center Inc.
Presents
আনন্দধ্বনি- TBN 24
বর্ষবরণ ১৪৩২
ও
বাংলার গানের আসর
১৩ এপ্রিল ২০২৫ । রবিবার । বিকাল ৫ টা
The Mary Louis Academy
176-21 Wexford Terrace, Jamaica, NY 11432
আপনি আমন্ত্রিত । Free Entry
Media Partner:
বাঙালী
আনন্দধ্বনি
আনন্দধ্বনি
Aanondodhwoni Inc. New York
Live Telecast:
TBN 24
347 772 6385 | 917 443 0810 | 732 853 5585
929 365 1901 | 929 278 0554 | 857 770 8009

নিরপরাধ

শঙ্খশুভ্র পাশ

কে মাসুম? আশু? তাকে কি চিনেছি খুব কাছ থেকে?
ছোটবেলা ডাক দেয়৷ মেঘের ভেলায় ভেসে খুশি৷
ঈদের আনন্দ৷ মজা৷ আমি কেন মিথ্যে দুঃখ পুষি!
ভালোবাসি আমজাদ৷ যোগাযোগ? বলবে কে হেঁকে!

অগত্যা শ্রীসত্যাগ্রহ৷ কে মাসুম? কথাকার? কবি?
আমল দেয়নি বলে শরীরে কি জাগে খুব দ্বেষ!
আমিও তো মনে-প্রাণে শিরোধার্য করি বাংলাদেশ
আপন মায়ের মতো৷ ছোটবেলা তুমি জানো সবই৷

জায়গা অমিল৷ মিল৷ প্রিয় ঈদ৷ মায়ামাখা চাঁদ৷
কে মাসুম? আমি জানি তার কোনও নেই অপরাধ৷

স্মৃতির রণকৌশল

আশরাফ হাসান

স্মৃতির কাছে জানি তুমিও পরাস্ত হও
রোম পুড়ে যাওয়ার মতো জিঘাংসা
কিম্বা আবহমান বিবমিষার পরও
বসতে চাও কাছাকাছি।
ধূর্ত শৃগালের চোখের মতো
দুচোখ তোমার খোঁজে ফেরে শিকারসন্ধ্যা।

আমি তো তোমার পুনরাবৃত্তি মাত্র
নৈঃশব্দ্যেরা ঝরে যায় যখন আকাশ থেকে
তেড়ে আসে দুচোখে আদিগন্ত নিঃসঙ্গতা
আমিও পরাজিত হই
কোনো স্মৃতির তীক্ষ্ম রণকৌশলের কাছে।

রূপান্তরিত শিলা

সুমন শামসুদ্দিন

পাললিক শিলার মতোই স্তরীভূত হয়ে
আমার ভালোবাসা সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে জমে
পুঞ্জীভূত ক্ষত জীবাশ্ম আঁকরে ধরে;
হৃদয়-মৃত্তিকা সহসা ঘনীভূত হয়-
দেহজ অতলের অপ্রকাশিত গাঢ় নদে!

তোমার অবয়ব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়
অসীম প্রণয়ের আকাশগঙ্গায় একা!
কাঞ্চনজঙ্ঘা চূড়ার জমে থাকা শাদা
ঘন শীতল হয়, বিশুদ্ধ স্ফটিকতলে!
অথচ হিমালয় নিশ্চল নির্বিকার!

হৃদয়ের গহীনে কেন্দ্রীভূত লাভা জ্বলে
ভালোবাসার তাপ বিগলিত প্রবাহজলে।
আগ্নেয় শিলাতে উত্তাপিত দেহপলে
গভীর প্রেমচাপ পাললিক মোহনা খোঁজে
তমসাচ্ছন্ন শেষ পরিণতির ঘোরে।

পরিশেষে তৃষিত প্রণয়-বেদনার ক্ষতে
ঘনিভূত পলল জমে জমে গরল সাঁঝে
পরিনত হয়ে যায় রূপান্তরিত শিলাতে!

থেকে যাবো এ শহরেই

অলোক আচার্য

নিয়ম ভেঙে যদি
সমুদ্র মন্থনে উঠে আসে গরলধারা
অভিশাপের আগুনে পোড়ে বাগানবিলাসের ঝোপ
লাভা স্রোতের আগুন যদি ঢেকে দেয় রাজপথ
শহরের মোড়ে জড়ো হওয়া বিষাক্ত নিঃশ্বাস
টেনে নেবো বুকে-
অযুত-সহস্র পাপ গায়ে মেখে
থেকে যাবো এ শহরেই।
প্রতিদিন প্ল্যাকার্ডের ভিড়ে তোমার ক্লান্তি সুখ
আমাকে ফিরিয়ে দেয়- বারবার
দগ্ধ বিকেলের প্রতীক্ষায় তবু ফিরে আসা এ শহরে।

বৈশাখের চৈত্রাঘাত

সু শা ন্ত হা ল দা র

বাতাসে মৃত্যুঞ্জয়ী ডাক
মেঘেরা মহাসমুদ্রগামী গাঙচিল আজ
তবুও ধূসর নীলাভ বর্ণে
যে প্রজাপতি ঢেকে রেখেছে তামসপূর্ণ রাত
তবে কি নিদারুণ খেয়ালেই বিদ্রোহী হবে না
ঝড়ো বাতাসে বৈশাখের চৈত্রাঘাত?

ফাল্গুনের রাত
নিশিজাগা ভোর যেন রক্তিম পলাশ
মাটিভেদী বৃক্ষ জানে না আজ
জননী তার রেখে গেছে রক্তচন্দন অশোককানন সমাজ
তবে কি ভাঙনের শব্দে
জেগে উঠবে না দেবীতুল্য আছিয়ার মতো-
আত্মজা আজ?

গীতি কবিতা-পঁচিশে ফেব্রুয়ারি

ইকবাল কবীর রনজু

ফিরে আসে বার বারই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি
সেদিন সকালে ঢাকার বাতাসে কান্নার আহাজারী
মুহুর্মুহ গুলির শব্দ গগন বিদারী ।

ঝরে গেল নিমিষে তরতাজা কত প্রাণ
নিভে গেল কত প্রাণের স্পন্দন কোলাহল আরগান
অশ্রু জলে দেশের মাটি হইল যে বড় ভারী।

হত্যাযজ্ঞে মাতলো ঘাতক ঢাকার পিলখানায়
কতজন হলো শহীদ আবার কতজন অসহায়
ভুলিনি তাদের ভুলবো না আর ভুলতে কি পারি!

আমার মৃত্যুর পরে

আহম্মদ হোসেন বাবু

আমার মৃত্যুর পরেও বাড়িটা থাকবে
লেবু গাছে লেবু থাকবে, লিচু গাছে লিচু
কে আমাকে বলো কতক্ষণ মনে রাখবে?

মৃত্যুর পরেও সমুদ্রে জোয়ার জাগবে
যুদ্ধে বিপন্ন নিসর্গ করবে মাথা নিচু!
আমার মৃত্যুর পরেও বাড়িটা থাকবে।

কবি-সাহিত্যিক লিখবে, শিল্পী ছবি আঁকবে
ডিম রেখে উড়বে কোকিল কাকের পিছু
কে আমাকে বলো কতক্ষণ মনে রাখবে?

মানুষের বিপদে মানুষ দৌড়ে ভাগবে!
অন্তরে অন্তর মিশে থাকবে অল্প কিছু
আমার মৃত্যুর পরেও বাড়িটা থাকবে।

উৎকট মিউজিকে ওরা ডিস্কো নাচ নাচবে
ধ্বংসের ভেতরে জ্বলবে, ভালোত্বে অনিচ্ছু!
কে আমাকে বলো কতক্ষণ মনে রাখবে?

কোরআন বাইবেল কাঁদবে, ধর্ষণটাও ঝাঁকবে
সমকামিতায় ভাসবে মানুষরূপী বিচ্ছু!
আমার মৃত্যুর পরেও বাড়িটা থাকবে
কে আমাকে বলো কতক্ষণ মনে রাখবে?

নরম স্পর্শ

গোলাম সরোয়ার

স্পর্শের গভীরতা ক্রমশঃ
সমুদ্রের গভীরতার চেয়েও বেশি।

সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়
কিন্তু স্পর্শের গভীরতা অন্তহীন
কেবলই অনুভূতি।

কখনো যেন স্পর্শতা কী এক
প্রখর রোদের মতন,
প্রবল ঝড়ের মতন,
ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা।

তবে অনন্ত পথের যাত্রায় কেবল
স্পর্শতা হারিয়ে যায়
পেছনে ফেলে যেন সব।
অথচ বোবা রসালাপে মানুষেরা
ছুটে চলে স্পর্শের অন্তরে
স্পর্শের গভীরতা ভেদে।

লেখক-সম্পাদক সম্পর্ক

স্বপন বিশ্বাস

এখন ঈদ সংখ্যার মওসুম চলছে। ফেসবুক জুড়ে থৈ থৈ ঈদ সংখ্যার বিজ্ঞাপণ। পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের ঈদ সংখ্যায় কোন কোন বিখ্যাত লেখকের গল্প উপন্যাস কবিতা যাচ্ছে। যাদের লেখা যাচ্ছে তারা আবার আলাদা ভাবে ফেসবুকে এসে জানান দিচ্ছেন। এইসব বিজ্ঞাপনের পাঠক মূলত যারা লেখালেখি করেন তারা। লেখকরা কে কেমন জাতে উঠলেন সেটা পত্রিকার নামের সাথে মিলিয়ে দেখেন। গত কয়েক বছর লক্ষ্য করছি এই মিলিয়ে দেখার কাজটাও সহজ হয়ে উঠেছে। কয়েকজন পাঠক-কাম-লেখক রীতিমত ঈদ সংখ্যার সূচিপত্র গবেষণা করে ফেসবুকে পোস্ট দেন। তাতে জাতে ওঠা লেখকদের নামগুলো সহজে জেনে নেয়া যায়। এই লিস্টে মানে জাতে ওঠা লিস্টে যুক্ত হওয়ার জন্য ফেসবুকে আরও দুরকমের পোস্ট দেখা যায়। এক জাতের লেখক পোস্ট দেন ঈদ সংখ্যায় লিখিনা বলে কি আমি লেখক নই? আরেক জাতের পোস্ট থাকে সম্পাদক লেখা চেয়েছিলেন কিন্তু আমি দেইনি কিংবা দিতে পারিনি। মানে আমিও তাদের দলে যারা ঈদ সংখ্যায় লেখে। যদিও এইসব পত্রিকার ক্রেতা সংখ্যা নগন্য। পাঠকের সংখ্যা আরও কম।

পত্রিকাগুলোর ভেতরেও প্রতিযোগিতা চলে কে কতজন নামি লেখকদের লেখা দিয়ে ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছে। পত্রিকারও জাতে ওঠার ব্যাপার আছে। সেটা লেখকের জাত বিচারের থেকে অধিক মূল্যবান। কারণ ওই জাত দেখিয়ে বাজার থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে হয়। ফলে ঈদ সংখ্যার সম্পাদক ভালো মানের লেখা পেলেই ছেপে দিতে পারেন না। তাকে ডানে বামে উপর নিচে অনেক যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করতে হয়। এইসব পাটিগণিত বীজগণিত রাজনীতি অর্থনীতি হিসাব করে তাকে লেখা সংগ্রহ করতে হয়। কাজটি সহজ নয়। সাধারণ লেখকদের যেমন সাধরণ অভিযোগ সাহিত্যপাতার সম্পাদক তাদের লেখা ছাপেন না। সম্পাদক সিন্ডিকেট মেইন্টেন করেন। পরিচিত লেখক ছাড়া অপরিচিত লেখকের লেখা পড়েও দেখেন না। কিছু মধুগন্ধি আদান-প্রদানের গল্পও বাজারে চালু আছে। অন্যদিকে পরিচিত লেখকদের আছে ভাব। ভাব না থাকলে সে কোনো জাতের লেখকই না। ভাব থাকার যুক্তিসংগত কারণও আছে। ব্যতিক্রম ছাড়া শুধু লিখে যেহেতু কারও সংসার চলে না তাই লেখককেও কামলা দিতে হয়, বাজার গিয়ে আলু-পটল কিনতে হয়, মাছের বাজারে দরদাম করতে হয়। ঘরে ফিরে দাম্পত্য কলহে লিপ্ত হতে হয়। তারমধ্যে সময় বের করে যতটুকু লিখতে পারেন তা দিয়ে বেশি সংখ্যক সম্পাদকের মন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মাঝেমধ্যে ফেসবুকে এইসব ঈদসংখ্যার সম্পাদকদের পোস্ট চোখে পড়ে। সেখানে তারা ঝেড়ে কাশতে পারেন না। তবে তাদের খুশখুশে কাশি দেখেও কষ্টের মাত্রা কিছুটা বুঝতে পারি। হয়তো পুরনো হলে এইসব কাশি একসময় সাহিত্য হিসাবে প্রকাশ পাবে। বিখ্যাত লেখকদের কাছ থেকে সম্পাদকদের লেখা সংগ্রহের এমন অনেক মজার মজার গল্প আছে।

দেশ পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তো তার সম্পাদক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামে আস্ত একটি বই লিখে গিয়েছেন। সেখানে একটি লেখা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ প্রসঙ্গে। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখতেন কম, তাই সম্পাদকের বাজারে তার লেখার চাহিদা ছিল বেশি। পূজার মাস-দুই আগে থেকেই প্রতিদিন তার বাড়িতে সম্পাদকদের ভিড় জমতো। সবাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা লেখা চায়। লেখক কাউকেই নিরাশ করতেন না। সবাইকেই আশা দিতেন এবং শেষ পর্যন্ত লেখা না দেয়ার এমন একটা কারণ বলতেন যার পরে আর অনুরোধ করার কিছু থাকে না। এমন অনুরোধ করে সাগরময় ঘোষকে একবার 'প্রচণ্ড ধমক' খেতে হয়েছিল। তখন পাশের বাড়ির সঙ্গে লেখকের জানলা নিয়ে মামলা চলছে। তার বাড়ির জানালার সামনে পাশের বাড়ি দেয়াল তুলেছে। আদালতে প্রমাণ দিতে হবে জানলা আগে না দেয়াল আগে। সাগরময় ঘোষ লেখা চাইতে যাওয়া মাত্রই লেখক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত বছর ধরে আমার বাড়িতে লেখা চাইতে আসছ?

সাগরময় বললেন, তা অন্তত বারো বছর ধরে পূজা সংখ্যায় লেখা নেয়ার জন্য আপনার বাড়ি আসা-যাওয়া করছি। প্রেমেন মিত্র বললেন, ভেরি গুড। তাহলে তুমি পুবদিকের জানলাটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ? তোমাকে কিন্তু মামলায় সাক্ষি দিতে হবে।

সাগরময় ঘোষ সাক্ষি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। ভাবলেন পূজা সংখ্যার লেখা পেতে এবার আর বেগ পেতে হবে না। তাই উৎসাহের সঙ্গে লেখককে যেই-না লেখার কথা বলা আর যাবে কোথায়। চোখ পাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন–

লজ্জা করে না লেখা চাইতে? দেখছ মামলা-মোকদ্দমায় ডুবে আছি। উকিলবাড়ি আর আদালত-ঘর ছুটোছুটি করে মরছি, তার ওপর আবার লেখা?

বাংলা-সাহিত্যের আরেক দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শারদীয়া সংখ্যার লেখা সংগ্রহ করতে যাওয়ার গল্পটি আরও মজার। দেশ পত্রিকা থেকে লেখা চেয়ে লেখককে চিঠি দিয়েছিলেন। লেখক উত্তরে লিখেছিলেন-

পরমকল্যাণবরেষু,
সাগরময়, শারদীয়া সংখ্যায় লেখা দেবার জন্য তোমার আমন্ত্রণলিপি পেলাম। তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই। আগামী বুধবার নয়টার মধ্যে যদি আমার বাড়ি আসতে পার তাহলে সাক্ষাতে কথা হবে। আমার এখান থেকেই তুমি অফিসে চলে যেয়ো। তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। ইতি–

চিঠি পেয়ে সম্পাদক মহাখুশি। ভাবলেন, লেখাতো পাওয়া যাবেই সাথে নিশ্চয় আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা থাকবে। যথাসময়ে লেখকের বাড়িতে হাজির হলেন সম্পাদক। লেখক তাকে চেয়ারে বসিয়েই ভিতরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, সনৎ, শীগগির প্লেট নিয়ে আয়, সাগর এসেছে।

আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আসুন গল্পগুজব করি। ওটা পরেই হবে। আমার তো তেমন কিছু তাড়া নেই।

আরও ব্যস্ত হয়ে উনি বলে উঠলেন– না না, সে কি করে হয়। যে-জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠালাম আগে সেটা সেরে নাও, পরে গল্প করা যাবে।

লেখকের বড়ছেলে সনৎ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত, হাতে বৃহদাকারের একটা কালো খাম। খাম দেখে সম্পাদক তো খুব খুশি। ভাবলেন, পাণ্ডুলিপিটা তাহলে আজই হাতে পাচ্ছি। লেখক তার ছেলের হাত থেকে খামটা নিয়েই চলে গেলেন পুবদিকের খোলা জানলাটার কাছে। সম্পাদককেও ডাকলেন সেখানে এবং খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করলেন একটা এক্স-রে প্লেট। তারপর প্লেটটা সূর্যের আলোর বিপরিতে মেলে ধরে তার শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন। বললেন, জটিল অসুখ, চিকিৎসাও চলছে, ডাক্তারের কথাতেই দিন-সাতেকের মধ্যে চেঞ্জে যাচ্ছি দার্জিলিং-এ। এই অবস্থায় পূজা সংখ্যায় এবার তো লিখতে পারব না ভাই। এমনি বললে তো আর বিশ্বাস করতে না, ভাবতে, আমি ফাঁকি দিচ্ছি। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

লেখক-সম্পাদকের এমন বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অভিযোগ-অনুযোগের অম্লমধুর সম্পর্কের ভেতর দিয়ে লেখকের লেখা চলে। সম্পাদকের দপ্তরে লেখা জমা হয়। সেই লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় পত্রিকার নিয়মিত ও বিশেষ সংখ্যা। এগিয়ে চলে আমাদের শিল্প সাহিত্য। যার আড়ালে চলে বিজ্ঞাপন আর রাজনীতির বড় ব্যবসা।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
3 April 2025, Thursday, Issue 420
বৃহস্পতিবার, ৩ এপ্রিল ২০২৫, ২০ চৈত্র ১৪৩১, ৫ শাওয়াল ১৪৪৬

আনন্দমিছিল পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের পর রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও থেকে শুরু হয় ঈদ আনন্দমিছিল। ব্যান্ড দলের বাদ্যবাজনার তালে তালে নেচে-গেয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে মানুষ অংশ নেন সেই মিছিলে।

ইমিগ্রেশনের আবেদনে তথ্য গোপন করার অভিযোগে মামলা

রওশন হক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির রাজ্যের ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি নাগরিকত্বের আবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে। মার্কিন অ্যাটর্নি জন জিওর্ডানো এ ঘোষণা দিয়েছেন।

এডিসন, নিউ জার্সির ৪৪ বছর বয়সী গাফুর আবদুজামিলোভিচ আলিয়েভের বিরুদ্ধে নাগরিকত্বের আবেদনে মিথ্যা বলা ও শপথভঙ্গের (পেরজারি) অভিযোগ আনা হয়েছে। আলিয়েভ গত শুক্রবার (২৮ মার্চ) বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট জাজ ক্যাথি এল ওয়ালডরের আদালতে হাজির হয়েছিলেন।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ট্রাম্পের ভুল ও মিথ্যা দাবি

ফ্যাক্ট চেক

ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তিনি কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি।

এইচবি রিতা

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ১৪ মার্চ ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসে এক বক্তৃতায় আইন ব্যবস্থা ও অপরাধ নিয়ে আলোচনা করেন। সেসময় তিনি অভিবাসন, ইউক্রেনে যুদ্ধ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা বলেন। তিনি বাইডেন প্রশাসনের সময়ে গুরুতর অপরাধ, বিচারকদের মধ্যে দুর্নীতি, মিডিয়া আউটলেটগুলির অবৈধতা ও ট্রাম্পের মামলা নিয়ে সংযুক্ত আইন ফার্মগুলির দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের অভিযোগ করেন। তবে, ট্রাম্পের দাবীগুলিতে কিছু মিথ্যা ও ভুল রয়েছে এবং বেশ কিছু অভিযোগের কোনো প্রমাণ তিনি দেননি বলে, সিএনএনের ওয়াশিংটন বরোর সিনিয়র সাংবাদিক ড্যানিয়েন ডেল উল্লেখ করেন।

এখানে ট্রাম্পের কিছু দাবির সত্যতা যাচাই করা হলো।

ট্রাম্পের প্রসিকিউশন ও বাইডেন

ট্রাম্প দাবী করেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার অফিস ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই ভবনের দেওয়ালে জন লক্কের একটি উক্তি লেখা রয়েছে, 'যেখানে আইন শেষ হয়, সেখানে স্বৈরতন্ত্র শুরু হয়।' আমি সেটা দেখেছি এবং গত চার বছর ধরে আমি দেখেছি, যখন কাউকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এফবিআই ও ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস ব্যবহার করে আক্রমণ করতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা কীভাবে কাজ করেছিল? এটা ভালোভাবে কাজ করেনি, এটা ভালো ছিল না। আমি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রমণিত হয়েছিলাম।'

কিন্তু ট্রাম্পের এ দাবীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বাইডেন ব্যক্তিগতভাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

মেয়র এরিক অ্যাডামসের দুর্নীতি মামলা স্থায়ীভাবে বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে আনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম বড় ফেডারেল দুর্নীতি মামলাটি স্থায়ীভাবে বাতিল হয়েছে। গত বুধবার ফেডারেল জজ ডেল হো মামলাটি "উইথ প্রিজুডিস" (স্থায়ী

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নবম বর্ষে পদার্পণ

দেখা হলো প্রিয় সব মানুষদের সাথে

শরিফুজ্জামান পল

২১ মার্চ ২০২৫, প্রথম আলোর নিউইয়র্ক, ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রমজানের পবিত্র শুক্রবারের ইফতার মাহফিলে দেখা হলো জ্ঞানীগুণী ও প্রিয় সব মানুষদের সাথে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় এবং পরমপ্রিয় ভাইজান ইব্রাহিম চৌধুরীর প্রতি সব সময়ই অবনতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরহংকারী একজন মানুষ অথচ তার রয়েছে আকাশে উড়ার মতো ডানা। দিব্যি মাটিতেই আমাদের সাথে থাকেন, মানুষের সাথেই চলেন।

শ্রদ্ধেয় কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ও মুক্তি ভাবি ভালোবাসার মানুষ, অনেক দিন পর দেখা হল। আপনাদের জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

প্রিয় সব্যসাচী এইচবি রিতা, উনার গুণের কথা আর আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। যদি আমার তর্ক করার অভ্যাস নেই। কিন্তু রিতা আপার সাথে তর্কে জড়িয়ে যাযই মাঝেমাঝে। কিন্তু সাহিত্যের পথ চলায় কখনো আমাদের এই তর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমরা যেমন পেশাগত জীবন ও ব্যক্তিজীবনকে আলাদা করে রাখি, তেমনি আমাদের মতবিরোধ ও ব্যক্তিসম্মান আলাদা থাকে।

বড় ভাই ও আমার মিতা নাসির খান পল ভাইয়ের জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। প্রিয় মানুষ সোহানা আপা, রোকেয়া আপা, ফৌজিয়া আপা, কবি সুমন শামসুউদ্দিন, কবি মাসুম ভাই, কবি সহুল ভাই, সবার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লেগেছে। প্রথম আলো পরিবারের জামাইবৃন্দ মানে আমার দুলা ভাইদের সাথে দেখা হয়ে অসাধারণ ভালো লাগার সময় পার করেছি। অবশেষে তিন চাঁদ সুরুজ ও নক্ষত্র এর কথা না বললেই নয়। বিনয়ী নিরহংকারী ও আলোকিত মানুষ শ্রদ্ধেয় মাহাবুব ভাই ও কাইয়ুম ভাই, কবি আসকির ভাই অনেক কথা হলো। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইল সবার প্রতি।

আমন্ত্রিত সুধীজন ও কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য হয়েছে

সুরীত বড়ুয়া: প্রথমেই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ৯ম বর্ষপূর্তি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ধন্যবাদ l আলোচ্য বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের বাড়তি আয়োজন ছিল সিয়াম সাধনার মাস। রমাদানে সারা দিনের কৃচ্ছতা সমাপনান্তে ইফতারির ব্যবস্থা করা, প্রজ্ঞ আলোচকবৃন্দের সারগর্ভ আলোচনা, সিবিএনটিভিইউএসএর পথ চলার প্রথম বর্ষের অগ্রযাত্রার বিশদ বিবরণ। পরিশেষে প্রবাসের কবিদের কবিতা পাঠের আসর-সব কিছুর সামন্বয়ে নিঃসন্দেহে প্রথম আলোর ৯ম বর্ষপূর্তির এই আনন্দময় অনুষ্ঠান সার্থকতার দাবি রাখে। সর্বপরি আমন্ত্রিত সুধীজন ও কবি সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

পরিশেষে একটু বলতে চাই, অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় যিনিই অভির্ভুত হয়েছেন না কেন, বার বার ঘোষণা করা সত্বেও সঞ্চালকদের অতি কথনে সময়ের প্রতি যথেষ্ট সজাগ থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন। যে বিষয়টা আমাকে পীড়া দিয়েছে, সেটা হলো কবিদের কবিতা পাঠে একই মঞ্চে দুই কবির সঞ্চালনার বিভাজন দেখে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com